

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় उउत्प्रभाग

শিলিগুড়ি ২৮ আশ্বিন ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 15 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 145

अभिष्ठ विषय

খিদের মানচিত্ৰে বিকশিত

অমৃত ভারত

আশিস ঘোষ



বিশ্বজোডা মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেশের ১২৭টি মধ্যে ১০৫তম আমাদের এই দেশ। তার

থেকেও বেশি লজ্জার, যে ৪২টি 'উদ্বেগজনক' তালিকায় তাদের মধ্যে রয়েছে ভারত। সে তালিকায় পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে এ দেশের নাম। আর পড়শি বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ক্ষুধার মানচিত্রে রয়েছে তুলনায় ভালো তালিকায়। ভারতের থেকে এগিয়ে।

নানারকম মনোহারী ঢক্কানিনাদে যখন আমাদের কান ঝালাপালা, যখন অমৃতকালে ৮০ কোটি ভারতীয়কে দারিদ্র্যসীমার উপরে তোলার দাবি অহরহ করা হচ্ছে তখন আন্তজাতিক বিশেষজ্ঞদের তৈরি করা এই রিপোর্ট আমাদের ঘাড় ধরে এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। বলা

श्रेड विज्ञा

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক. বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও এজেন্ট সহ সকলকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।



বাহুল্য, এই রিপোর্ট মানতে নারাজ মোদির সরকার। তাদের বক্তব্য, ওসব ভুয়ো পরিসংখ্যান। সভায় সভায় মৌদি বলে চলেছেন, কংগ্রেস গ্রিবি হটাও স্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু সেই কাজটা করেছে তাঁদের

সরকারের এই দাবি যে কতটা মজবুত তা বোঝা যায় তাদেরই দেওয়া নানা রিপোর্টে। সেসব সরকারি রিপোর্ট বলছে, দেশের ৭৪ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যকর খাবার পান না। খাবারের দাম তাঁদের নাগালের বাইরে। পাঁচ বছরের নীচে ৩৫.৫ শতাংশ শিশুর পুষ্টিকর খাবারের অভাবে বৃদ্ধি আটকে যায়। তাদের উচ্চতা বয়সের অনুপাতে বাড়ে না। ১৯.৩ শতাংশ শিশুর উচ্চতার অনুপাতে ওজন কম। শিশুদের ২.৯ শতাংশ পাঁচ বছরে পৌঁছোনোর আগেই মারা যায়। ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মধ্যে দেশের মহিলাদের ৫৭ শতাংশ ভোগেন অ্যানিমিয়ায়। জনসংখ্যার ১৩.৭ শতাংশ অপৃষ্টির শিকার। সরকারের স্বাস্থ্যখাতে বাজেটে খাদ্যে ভরতুকি বাবদ ব্যয়বরাদ্দ ৩১.২৮ শতাংশ কমেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে বাজেট বরান্দের থেকে ৩ শতাংশ কম খরচ ধরা হয়েছে সংশোধিত বাজেটে।

এসব তথ্যই কেন্দীয সরকারেরই নানারকম রিপোর্ট থেকে নেওয়া। এটাও মনে রাখতে হবে, আগের ইউপিএ সরকার খাদ্যের অধিকার চালু করেছিল। আর তার বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। তাদের মতে, ওসব ছিল গিমিক। সস্তা রাজনীতি।

এরপর আটের পাতায়

রেড রোডে আজ কার্নিভাল

আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই মঙ্গলবার রেড রোডে কার্নিভাল হচ্ছে। সোমবার পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এবার ৯০টি পুজো কমিটি কার্নিভালে অংশ নেবে। দেশবিদেশের অতিথি সহ ২৮ হাজার নিমন্ত্রণপত্র বিলি হয়েছে। এদিকে, আন্দোলনকারীরা এদিনই দ্রোহ কার্নিভালের ডাক দিয়েছেন। **>>** বিস্তারিত তিনের পাতায়



এসএসসি মামলা

মঙ্গলবার সপ্রিম কোর্টে শুনানি হওয়ার কথা এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতিতে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মামলার শুনানি চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। **৮** বিস্তারিত তিনের পাতায়



বিদায় রিচাদের

ভারতীয় বোলাররা রবিবার অস্টেলিয়াকে ৮ উইকেটে ১৫১ রানে থামিয়ে দিয়েছিলেন। রানতাড়ায় নেমে ভারত ৪৭ রানে ৩ উইকেট হারালেও দীপ্তিকে নিয়ে খেলা ধরে ফেলেছিলেন হরমনপ্রীত। কিন্তু শেষবেলায় রিচা-দীপ্তিদের হারাকিরিতে লক্ষ্যের আগেই থেমে যায় ভারত। বিস্তারিত বারোর পাতায়

एएमत ७ क्यां

কার্নিভালেও আরজি কর

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর শুরুতেই ছন্দপতন। রংবাহারি কার্নিভাল হয়ে গেল প্রতিবাদের 'উৎসব'। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় ছোঁয়া লাগল আরজি কর কাণ্ডের। চিকিৎসক তরুণীকে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে মিলেমিশে গেল মহিষাসুরমর্দিনী। সোমবার শিলিগুড়িতে এভাবেই প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিল জাতীয় শক্তি সংঘ নাচের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে

ধরা হল তরুণী চিকিৎসকের ওঁপর চলা অমানুষিক নিযাতিনের কাহিনী। কার্নিভালের প্রথম পুজো কমিটির এহেন উপস্থাপনা একসময় নিস্তব্ধতা বয়ে এনেছিল গোটা চত্বরে। কয়েক হাজার মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে নজর তখন এয়ারভিউ মোড়ে 'অভয়া'র ভূমিকায় আর্তনাদ করতে থাকা তরুণীর দিকে। টানা সাত মিনিটের উপস্থাপনা শেষ হওয়ার পরও কয়েক সেকেন্ড চুপ ছিল জনতা। এরপর অবশ্য করতালিতে ভরিয়ে দিলেন শিলিগুড়িবাসী। আর তা দেখে তখন মুখ ব্যাজার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের।

পুরনিগমের আয়োজিত শোভাযাত্রাতেও যে এভাবে কোনও ক্লাব প্রতিবাদে মুখর হতে পারে, তা সম্ভবত আঁচ করতে পারেননি তিনি। শুধু গৌতম কেন, পুরনিগমের পদাধিকারী ও জনপ্রতিনিধিদের মুখেও তখন ঘন মেঘ। কিন্তু অস্বস্তি কাটাতে খানিক বাদে কোনওমতে হাততালি দিলেন কয়েকজন। পরে প্রতিক্রিয়া জানতে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে ফোনে ধরা হলেও তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

আরজি কর কাণ্ডের আবহে দুর্গাপুজো হওয়ায় এবার যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল প্রশাসন। কোথাও যাতে সরাসরি থিমে আরজি কর কাণ্ড তুলে ধরা না হয়. কার্যত সেই 'ফতোয়া' জারি করা হয়েছিল রাজ্যের সর্বত্রই। সূত্রের খবর, শিলিগুড়িতেও পজোর আগে ক্লাবগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কার্নিভালের শুরুতেই একটি ক্লাব এমন প্রতিবাদে শামিল হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে পুরনিগম।

উৎসব চললেও শহরবাসীর মনে আরজি করের নৃশংসতা যে গেঁথে রয়েছে, তা এদিনের প্রতিবাদ থেকেই স্পষ্ট। হিলকার্ট রোডের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার একাংশকেও এদিন 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখর হতে দেখা গিয়েছে। সেবক মোডের কাছে একদল তরুণী স্লোগান তললেও পুলিশের ভয়ে বাড়াবাড়ি করার সাহস দেখায়নি। সূত্রের খবর, কার্নিভালে কালো পতাকা নিয়ে প্রতিবাদ হওয়ার খবরও ছিল পুলিশের কাছে। কিন্তু এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় ছিল।







প্রতিবাদের অন্য ভাষা। নাটকের মাধ্যমে আরজি করের ঘটনা তুলে ধরছেন শিল্পীরা (উপরে)। শোভাষাত্রায় কালী সেজে নৃত্য প্রদর্শন (মাঝে)। উমার বিদায় (নীচে)। শিলিগুড়ির মহানন্দা ঘাটের কাছে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য।

এবছরের কার্নিভালে জনসমুদ্র সামাল দিতে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। গত দু'বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি বছর শিলিগুডি প্রনিগম যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা অনেকটাই পরিমার্জিত বলে মনে করছেন আমন্ত্রিতরা। তবে সাধারণ মানুষ

প্রকাশ করেছেন। কার্নিভাল স্থল পর্যন্ত পৌঁছাতে এতটাই বেশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে ট্রাফিক গার্ডের দিকে থাকা মানুষ অনুষ্ঠান দেখতে পেলেও উলটো দিকে থাকা অনেকেই কার্নিভালের আনন্দ নিতে পারেননি।

কার্নিভাল হবে, তাই এদিন পুরনিগমের এই উদ্যোগে ক্ষোভ দুপুর একটার পর থেকেই শহরে

যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার কাজ শুরু করেছিল শিলিগুড়ি পুলিশ। বিশেষ করে হিলকার্ট রোড, এয়ারভিউ মোড়ে সমস্ত বড় গাড়ি, টোটো নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দূরপাল্লার বাস নৌকাঘাটেই দাঁড করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত লরি বাইপাস হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এরপর আটের পাতায়

দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক

দার্জিলিং পাহাড়ের অন্যতম

(সদর) রিচার্ড লেপচা বলছেন,

'আগুনে ম্যানেজারের বাংলো পুরো

পুড়ে গিয়েছে। পুলিশ এবং দমকল

রাজভবন অভিযানে শুধু হতাশা

নিৰ্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ভরসার জায়গা নেই। না স্বাস্থ্য ভবনে, না রাজভবনে। একদিনে দুটো জায়গাই হতাশ করল চিকিৎসকদের। জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন তুলে নেওয়ার রফাসূত্র অধরাই থাকল দিনের শেষে। চার্জশিট দেওয়ার পর থেকে তাঁদের আস্থা নেই সিবিআইয়ের ওপর। তবে প্রতিবাদ আর সিজিও কমপ্লেক্সে নয়। জুনিয়ার ডাক্তাররা পুজো শেষে সোমবার গিয়েছিলেন রাজভবনে।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস নাকি তাঁদের আশার আলো দেখাতে পারেননি। আশার কথা দূরে থাক, তাঁর সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। রাজভবন থেকে বেরিয়ে আন্দোলনকারীদের অন্যতম নেতা দেবাশিস হালদার বলেন, 'দেখা হলেও রাজ্যপালের সঙ্গে কোনও কথা হয়নি আমাদের। রাজ্যপালের হাতে আমাদের দাবিসনদ দিয়ে এসেছি।' রাজভবন সূত্রে তাঁরা শুধু খবর পেয়েছেন, রাজ্যপাল দাবিগুলি খতিয়ে দেখবেন বলেছেন। যার প্রতিক্রিয়ায় দেবাশিস বলেন, 'রাজ্যপাল কেন, কারও ওপরেই আর ভরসা পাচ্ছি না i'

কাছে যে ১০ রাজ্যপালের দফা দাবিসনদ দিয়ে এসেছেন আন্দোলনকারীরা, সোমবার স্বাস্ত্য ভবনে আলোচনার ভিত্তি ছিল সেটাই। আইএমএ সহ ১২টি চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ওই বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব। কিন্তু চিকিৎসকদের দাবি, বৈঠকে সরকারের তরফে তেমন সদর্থক সাড়া মেলেনি। অথচ কলকাতার ধর্মতলায় অনশনরতদের শারীরিক অবস্থা ইতিমধ্যে আরও খারাপ হয়েছে। অনিকেত মাহাতো, অনুষ্টুপ মুখোপাধ্যায়ের পর পুলস্ত্য আচার্যকে রবিবার রাতে এনআরএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সোমবার রাতে তনয়া পাঁজা নামে আরও একজনকে মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য ভবনের বৈঠকে ডাক পাননি জুনিয়ার ডাক্তাররা।

এরপর আটের পাতায় | প্রাক্তনী



মেডিকেলে এক অনশনকারীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন ডাক্তার। -সত্রধর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর: ১০ দফা দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশনে সোমবার থেকে যোগ দিলেন আরও একজন। সন্দীপ মণ্ডল নামে ওই জুনিয়ার চিকিৎসক এদিন সকালে অনশন করেছেন। ফলে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে অনশনকারী চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিনজন। এর মধ্যে অলোক ভার্মা নামে একজন অনশনকারী ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন। এদিকে, ফেডারেশন অফ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (ফেমা)-এর ডাকা কর্মবিরতির জেরে এদিন সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত ভেঙে পড়েছিল। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া অন্য সমস্ত সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা কার্যত বন্ধ ছিল। তবে, জরুরি বিভাগ খোলা ছিল। অধিকাংশ নার্সিংহোমেও রোগী দেখেননি ডাক্তাররা।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেই এই আন্দোলনের ঢেউ এবার সমাজেও ছড়াতে **শু**রু করেছে। এদিন রামকৃষ্ণ মিশনের চারজন মেডিকেলে

বিচার চেয়ে

- মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের ডাকা কর্মবিরতির ব্যাপক প্রভাব
- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ছাড়া সরকারি, বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই রোগীদের চূড়ান্ত ভোগান্তি হয়েছে
- বিশেষ করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসে ঘুরে যেতে হয়েছে অনেককৈ
- ডাক্তারদের অনশন মঞ্চে আবার বিভিন্ন জায়গা থেকে সমর্থন আসছে

ডাক্তারদের অনশন মঞ্চে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনে শামিল হন। নাগরিক সমাজের তরফেও মঙ্গলবার শিলিগুড়ি শহরেও ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ)

এরপর আটের পাতায়

পুজো দেখতে বেরিয়ে দুর্ঘটনা, মৃত ৪

ইসলামপুর, ১৪ অক্টোবর : রবিবার গভীর রাতে পুজো দেখে চালানো যে বড় দুর্ঘটনার অন্যতম বলে প্রাথমিকভাবে খবর ছড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মমান্তিক মৃত্যু হল চারজনের। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও ঘটনাস্থল ইসলামপুর দুজন। রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির থানার অধীনে থাকা সুচিয়ানি এলাকা। মৃতদের মধ্যে নিমাই দাস (২১) ও পরিতোষ দাস (২১) চোপড়ার চুটিয়াখোর অঞ্চলের বাসিন্দা। ওই অঞ্চলেরই জখম ওম দাসের চিকিৎসা চলছে শিলিগুড়িতে। মৃত্যু হয়েছে রামগঞ্জের মিঠুন বসাক (২৫) ও ভোলা প্রাসাদের (২৮)-ও। রামগঞ্জেরই মানিক বসাক নামে অপর এক তরুণ গুরুতর জখম হয়ে শিলিগুডিতে চিকিৎসাধীন।

ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে চার তরুণের এহেন মৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারছেন না। চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান সহ রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝণা রায় শোকপ্রকাশ করেছেন। বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রামগঞ্জের মিলনমেলা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। হামিদুল বলছেন, 'চারটি তরতাজা প্রাণ এভাবে চলে যাবে, উৎসবের আবহে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষের যাওয়াটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

মেনে নিতে কণ্ট হচ্ছে। তাঁদের জেরে পাশ দিয়ে যাওয়া আরও পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা একটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে থাকছে। তবে বেপরোয়া বাইক কারণ পুলিশের সেদিকটা নিয়ে ভাবা উচিত।'

গতির বলি

- ঠাকুর দেখে ফেরার পথে রামগঞ্জৈর সুচিয়ানিতে দুটি বাইকের সংঘর্ষ
- আরও একটি বাইক এসে ধাকা মারে সেখানে
- বিকট শব্দ শুনে স্থানীয়দের অনুমান, সবকটি বাইক তীব্ৰ গতিতে ছিল
- ঘটনায় চোপড়ার দুজন ও রামগঞ্জের দুজনের মৃত্যু হয়েছে
- শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন জখম আরও দুই

ফাঁড়ির জানিয়েছে, ওই রাতে সুচিয়ানিতে অন্তঃসত্ত্বা। এই অবস্থায় ওঁর চলে

পড়ে। ফলে মোট ছয়জন জখম হন পড়ে। কিন্তু ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলৈ তিনজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বাকি তিনজনকৈ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। যার মধ্যে সোমবার রামগঞ্জের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় বিকট শব্দ হয়, যাতে বোঝা গিয়েছিল তাতে বাইকগুলি তীব্ৰ গতিতে চলছিল। মৃত পরিতোষের দাদা মলয় দাসের কথায়, 'পুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে ভাই এভাবে চলে যাবে ভাবতেই পারছি না। পরিবারের সদস্যদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। কেউই বিশ্বাস করতে রাজি

রামগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝণরি কথায়, 'গোটা এলাকা শোকের আবহে ডুবে আছে। মিলনমেলা আমরা স্থগিত করেছি। ভোলার দু'বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তাঁর একটি সন্তান রয়েছে। জানতে পেরেছি, বর্তমানে তাঁর স্ত্রী

ন বাংলোয় আগুনে রহস্য

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : এক সপ্তাহে পরপর দু'বার আগুন। ভঙ্মীভূত হল সিংতাম চা বাগানের শতবর্ষ প্রাচীন সহকারী ম্যানেজার ও ম্যানেজারের বাংলো। দুটি ঘটনা যে কাকতালীয় নয়, সেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে পাহাড়ে। কেউ কেউ আবার টেনে আনছেন বোনাস অসন্তোষের প্রসঙ্গও। কারণ পুজোর বোনাস না দিয়ে গত মাসের শেষ সপ্তাহে বাগানের ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গিয়েছে মালিকপক্ষ। ফলে শ্রমিকরা ব্যাপক অসম্ভন্ট। সেই ক্ষোভের আগুনেই বাংলো পুড়ল কি না, নাকি অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট কৌতৃহল সকলের।

রবিবার রাত ১২টা নাগাদ ১০৪ বছরের পুরোনো ম্যানেজারের বাংলো দাউদাউ করে জ্বলতে দেখেন বাগানকর্মীদের একাংশ। শত চেষ্টা করেও বাংলোটিকে বাঁচানো যায়নি।

গিয়েছে ব্রিটিশ ঐতিহ্য ও হয়ে যাওয়ায় অনেকেই প্রশ্ন তুলতে ইতিহাস। ঠিক যেভাবে সব শেষ শুরু করেছেন। হামরো পার্টির ঐতিহ্যবাহী বাংলো পুড়ে ছারখার বলে দাবি করেছেন। তিনি ফেসবুকে দেওয়া উচিত। এই ধরনের কর্মকাণ্ড

সিংতাম চা বাগানে অগ্নিসংযোগের হয়ে গিয়েছিল ডুয়ার্সের হলং সভাপতি অজয় এডওয়ার্ড এই ঘটনা ঘটনা যদি কোনও ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে বনবাংলোয়। এভাবে একের পর এক দার্জিলিংয়ের জন্য অত্যন্ত দুঃখের তাহলে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি



দাউদাউ করে জ্বলছে সিংতাম চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো। রবিবার রাতে। ছবি : মৃণাল রানা

পুরোনো চা বাগান সিংতাম। দার্জিলিং সদর থেকে সিংমারি হয়ে প্রায় ছয় কিলোমিটার নীচে ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই চা বাগানে ৩৫৫ জন শ্রমিক রয়েছেন। কয়েক বছর ধরে এই বাগানটি ধুঁকে ধুঁকে চলছে। চলতি বছর পাহাড়ের বাগানেও ১৬ শতাংশ হারে চা বাগান বোনাস দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইজারি জারি করেছে রাজ্য সরকার। এরপর পাহাড়ের অনেক বাগান শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বোনাসের প্রাপ্য

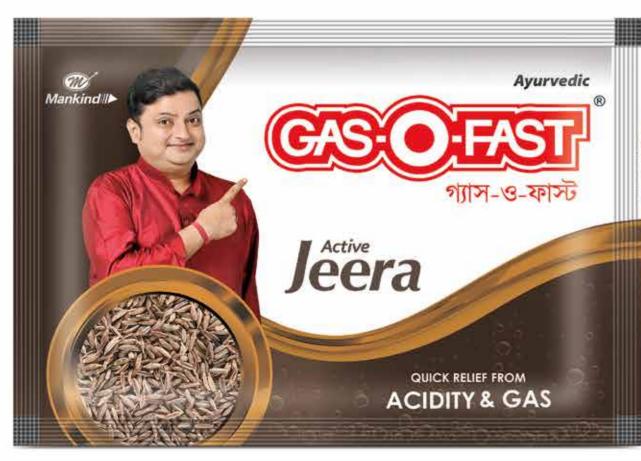
টাকা দিয়ে দিয়েছে। এরপর আটের পাতায় দুই উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৫ অক্টোবর ২০২৪



CAS: OFASTI
SACHETS



ইন্ডিয়ার অ্যাসিডিটির আসল ইন্ডিয়ান সমাধান





আসল জিরার সাথে

অ্যাসিডিটি গ্যাস আর বদহজমের থেকে তৎক্ষণাৎ আরামের জন্য

কলকাতা এবং

জেলে গিয়ে সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ ইডি'র রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে সন্দীপ ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। একাধিক আর্থিক লেনদেন ও বেআইনি টেন্ডার সংক্রান্ত তথ্য উঠে এসেছে তদন্তকারীদের হাতে। সেই সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আলিপুর আদালতে আবেদন জানিয়েছিল ইডি। আদালত সেই আবেদন মঞ্জর করার পর সোমবার সকালে ইডিঁর ৪ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে যায়। সন্দীপ সহ আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। এদিনই সন্দীপ তাঁর রেজিস্ট্রেশন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাতিলের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে তাঁর আবেদন শোনার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে জানিয়ে দেন বিচারপতি পার্থসারথি সেন। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক দুর্নীতিতে ধৃত সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ আশিস পান্ডের দিকেও নজর রয়েছে সিবিআইয়ের।

আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির ঘটনায় বহু তথ্য উঠে এসেছে ইডির হাতে। সরকারি নিয়মের মান্যতা না করে কোটি কোটি টাকার টেন্ডার ডাকতেন সন্দীপ। তাঁর ঘনিষ্ঠদের টেন্ডার পাইয়ে দিতেন। মেডিকেল বর্জ্য বেআইনিভাবে পাচারের নামে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। তাঁর আত্মীয়দের ব্যাংকের লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। সূত্রের খবর, এই বেআইনি কাজকর্ম বিশেষ আদালতে জানাতে পারে ইডি। প্রয়োজনে সন্দীপকে হেপাজতে নেওয়ারও আবেদন করা হতে পারে।

রেজিস্ট্রে**শ**ন বিরুদ্ধে বাতিলের সোমবার হাইকোর্টের বিচারপতি পার্থসারথি সেনের অবকাশকালীন বেঞ্চে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সন্দীপের বক্তব্য, তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ ছাড়াই তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। তবে বিচারপতি জানান, মামলাটি এখনই জরুরি ভিত্তিতে শোনার প্রয়োজনীয়তা নেই।

মুখ্যমন্ত্ৰীকে খোলা চিঠি বিমানের

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ডাক্তারদের আমরণ ব্যবস্থায় সৃষ্ট অচলাবস্থা ও চলতি আন্দোলন নিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোলা চিঠি দিল বামফ্রন্ট। অবিলম্বে জুনিয়ার ডাক্তারদের ১০ দফা দাবির সমাধানে তাঁদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকে বসার দাবি জানালেন বামফ্রন্ট

চেয়ারম্যান বিমান বসু। <u>रित्रित्व</u> মুখ্যমন্ত্ৰীকে লেখা দাবি করা হয়েছে, '৫ অক্টোবর থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আমরণ অনশন শুরু হয়েছে। কয়েকজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। মনে রাখতে হবে তাঁরা জল ছাড়া অন্য কিছু খাচ্ছেন না। তিলোত্তমার পরিবার, অনশনকারী ডাক্তারদের পরিবার সহ রাজ্যের মানুষ দৃশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু আপনি নির্বিকার। এভাবে দিনের পর দিন ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বিকার থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া যাবে না। তাই জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে বৈঠকে বসতে হবে। এদিনই ১২টি চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মখ্যসচিব মনোজ পন্ত। যদিও শেষপর্যন্ত কোনও সমাধান সূত্র বের হয়নি।এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকে বসার দাবি জানিয়েছে বামফ্রন্ট।

আবার এসো মা ...





দশমীর বিভিন্ন মুহূর্ত। কলকাতায় আবির চৌধুরীর ক্যামেরায়।

হয়ত ৫১ ডাজার

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে হুমকি সংস্কৃতি চালানোর অভিযোগে বহিষ্কত ও সাসপেভ হওয়া ৫১ জন চিকিৎসক কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। চিকিৎসকদের সাসপেন্ড করেছিল আরজি করের স্পেশাল কলেজ কাউন্সিল। তাঁদের মধ্যে ২০ জন হাউস স্টাফ, ২ জন সিনিয়ার রেসিডেন্ট, ১ জন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট, ১১ জন ইন্টার্ন। সোমবার তাঁরা এই সাসপেনশন ও বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে জানিয়ে পার্থসারথি সেনের অবকাশকালীন বেঞ্চে আবেদন করেন। মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয় অনুমতি অনেকেরই আচরণ ঠিক নয়। কারণ, দিয়েছেন বিচারপতি। আদালত তাঁরা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি সূত্রের খবর, ১৮ অক্টোবর মামলাটির করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আদালত সূত্রে খবর, ১৮ অক্টোবর শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরজি করের খুন ও ধর্ষণের আরজি করে ঢুকতে না পারেন, তা সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ঘটনার পর হুমকি সংস্কৃতির অভিযোগ উঠে আসে। তারপরই এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেই কমিটি অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীদের ডেকে দীর্ঘদিন জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। তারপর সেই কমিটি কলেজ কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট জমা করে। কাউন্সিলের বৈঠকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারপর বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৫১ জনকে সাসপেন্ড বিচারপতি ও বহিষ্কার করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে হাসপাতালের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি না ডাকলে তাঁরা যাতে এই মামলাটিরও শুনানি হওয়ার

জানিয়ে দেওয়া হয়। পালটা বহিষ্কত চিকিৎসকদের অভিযোগ, হুমকি সংস্কৃতির নামে নিজেদের অপছন্দের ইন্টার্ন-পিজিটিদের হাসপাতাল থেকে সরিয়ে দিতে চাইছে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশ। এখন আদালতে তাঁরা কী জানান, সেটাই

আরজি কর নিয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার অভিযোগে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক হোমগার্ডকে ক্লোজ করা হয়। তিনি সোমবার পার্থসারথি অবকাশকালীন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ওই হোমগার্ডের বক্তব্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই তাঁকে ক্লোজ করা হয়েছে। বিচারপতি

স্থাগতাদেশ

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে কুরুচিকর মন্তব্য সমর্থনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন দুই মহিলা। হেপাজতে থাকাকালীন শারীরিক হেনস্তা ও তাঁদেব মারধরের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচাবপতি বাজর্ষি ভবদ্বাজ। সোমবার এই নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ ও বিচারপতি উদয় কমারের অবকাশকালীন বেঞ্চ। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সিবিআই এই নিয়ে কোনও মামলা দায়ের করতে পারবে না। সিবিআইয়ের তরফে জানানো হয় এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা দায়ের করা যায়নি। তবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 🧸 বিজয়িনী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা



বাসিন্দা লক্ষী বায় -সাপ্তাহিক লটারির 63E 55333 সরাসরি দেখানো হয়।

নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একটি নতুন জীবন প্রদান করেছেন একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। এটি আমার জীবনে আশীর্বাদের মতো একটি সুসংবাদ হয়ে উঠেছিল। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে চির কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। এই বিশাল পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন পরিমাণ অর্থ আমাদের জীবনের কে মাণকে আরও উন্নত করতে সাহায্য 30.07.2024 তারিখের ড্র তে ভিয়ার করবে।" ভিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক করার জন্য রাজ্য সরকারকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিল বিজেপি। ১৬ অক্টোবরের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি বিজেপি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত রোগীদের নিয়ে আদালতে মামলা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কারের

দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের অনশন ১০ দিনে পড়েছে। কলকাতার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও জুনিয়ার

স্বাস্থ্য দপ্তরকে নিশানা শুভেন্দর

ডাক্তাররা অনশন শুরু করেছেন। তাঁদের দাবি ও আন্দোলনকে সমর্থন করে এগিয়ে এসেছে দেশের চিকিৎসক সমাজের একটা বড় অংশ। এই পরিস্থিতিতেও অনড় রাজ্য সরকার। এদিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে সরকারি হাসপাতালগুলিতে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি, তাঁদের আন্দোলনে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সঠিক নয়। এতদিন বাইরে থেকে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন করার বার্তা

'রাজ্যের ৯০ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার ওপর নির্ভরশীল। স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের কাছে দাবি করছি। ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিলাম। না হলে লক্ষ্মীপুজোর পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামবে শুভেন্দ আরও বলেন. 'আমুবা বিএমওএইচ, সিএমওএইচ থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যভবন সর্বত্র দরবার করব। প্রয়োজনে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে নিয়ে স্বাস্থ্য আধিকারিকদেরও ঘেরাও করা হবে।' রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আইনি পথেও রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে চায় বিজেপি। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিতদের নিয়ে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হবে বলে জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক করতে আদালত যাতে রাজ্যকে নির্দেশ দেয় সেই লক্ষ্যেই আদালতে যাব।'

সোমবার সিউড়িতে শুভেন্দু বলেন

একইসঙ্গে এদিনও অনশনকারী ডাক্তারদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আন্দোলনকে সমর্থন করেছে বিজেপি। জনিয়ার ডাক্তারদের দাবি না মানার পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর ইগোকেই দায়ী করে শুভেন্দু বলেন, ওঁরা তো মখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেননি। তারপরেও এত জেদাজেদির কী কারণ? আসলে একসময় সিপিএমও মনে করত তারা ২৩৫ বাকিরা ৩০। তাই বাকিদের কথা শোনার কোনও দরকার নেই। এখন তৃণমূলেরও সেই অবস্থা। ওরা ভাবছে ওরা ২২০। তাই দিয়েছে বিজেপি। কিন্তু এবার সরাসরি ওদের কথা মানব না।

রেড রোডে কার্নিভাল ত

আরজি কর কাণ্ডের মধ্যেই মঙ্গলবার কার্নিভাল'-এর ডাক দিয়েছেন। সেই রেড রোডে কার্নিভালের প্রস্তুতি কারণে ওয়াচ টাওয়ার দিয়ে নজরদারি জোরকদমে চলছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত ঠিক হয়েছে এবার কার্নিভালে ৯০টি পুজো কমিটি অংশ নেবে। দেশ-বিদেশের অতিথি সহ প্রায় ২৮ হাজার আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়েছে। কার্নিভালকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও বিশৃঙ্খলা না হয়, সেই জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থাকছে স্নিফার ডগ, বম্ব স্কোয়াডও। নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এদিন বিকালে রেড রোডে মঞ্চ ও সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি অতিথিরা প্রায় সকলেই পৌঁছে গিয়েছেন। তবে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জন্য যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার অনুষ্ঠান দিয়ে কার্নিভাল শুরু হবে। মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। থেকে প্রতিমা তোলার জন্য জেসিবি জন্য বিশেষ সতর্ক থাকছে পুলিশ। একাধিক শিল্পপতিকেও আমন্ত্রণ ভেসেলও রাত পর্যন্ত চালানোর রাখা হচ্ছে।থাকছে জল পুলিশও।

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : এদিনই আন্দোলনকারীরা 'দ্রোহ জানানো হয়েছে। এদিনই কলকাতার পরিকল্পনা

এবারের কার্নিভালের মূল মঞ্চ যেতে পারেন, সেই জন্য রাস্তায় তৈরি করা হয়েছে জমিদারবাড়ির আদলে। মূল মঞ্চে থাকছে র্যাম্প।



বিভিন্ন দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর, বিশেষ অতিথিদের জন্য থাকছে বসার ব্যবস্থা। নৃত্যশিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের গ্রুপের

ডানলপ, যাদবপুর, হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদা স্টেশন ও বালিগঞ্জ স্টেশনে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসেরও ব্যবস্থা থাকছে বলে রাজ্যের পরিবহণ

পুলিশ কমিশনার পদস্থ কর্তাদের নিয়ে ফেয়ারলি, মিলেনিয়াম পার্ক জেটিতে ভেসেলের বৈঠক করেন। কার্নিভাল দেখতে আসা দর্শকরা যাতে নিরাপদে ফিরে সংখ্যাও বাড়ানো হবে। গত বছরও প্রায় একশোটি পজো কার্নিভালে পর্যাপ্ত ট্যাক্সি, অ্যাপ ক্যাব ও বাইক অংশ নিয়েছিল।

কার্নিভালে প্রতিমাগুলি এদিন রাত থেকেই ভিক্টোবিয়া ও ময়দান সংলগ্ন এলাকায় এসে গিয়েছে। ৩ থেকে ৪টি করে প্রতিটি পুজো কমিটির ট্যাবলো থাকবে। নবান্নের এক কর্তা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বিকাল ৪টেয় কার্নিভাল শুরু হবে। রাত ৯টার মধ্যে শেষ করে দেওয়া হবে। কার্নিভালে অংশ নেওয়া প্রতিমাগুলি শোভাযাত্রা করার পর সরাসরি বিসর্জনের জন্য যাবে। সেই জন্য বাবঘাটে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার পক্ষ

কার্নিভাল বয়কটের ডাক

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল বয়কটের ডাক দিয়ে পালটা প্রতিবাদ মিছিল করবেন শুভেন্দু। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের কার্নিভাল বয়কট করার ডাক দিল বিজেপি। এদিন বীরভূমের সিউড়িতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল বয়কট করার জন্য রাজ্যবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়ে বলেন, আসুন আমরা ওই কার্নিভাল বয়কট করি। শুধু বয়কটই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের দিনেই পালটা প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হওয়ার জন্যও শহরবাসীকে আহ্নান জানিয়েছেন শুভেন্দু।

তিনি বলেন, 'দুগাপুজোর সঙ্গে কার্নিভালের কোনও সম্পর্ক নেই। শিল্প তাড়িয়ে নিজের মহিমা প্রচারের জন্য সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই কার্নিভাল করা হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের প্রতিবাদ জানাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে মশাল হাতে প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য শহরবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন শুভেন্দ্র। এই প্রতিবাদ মিছিলে গেরুয়াশিবির ঘনিষ্ঠ বিশিষ্টদের পাশাপাশি বড় মাপের মহিলাদের জমায়েত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের কার্নিভালের দিন বিরোধীদের এই জোড়া কর্মসূচিকে ঘিরে উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি।

শুনানি ঘিরে সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : বারে বারে পিছিয়ে যাচ্ছে এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতিতে ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলা। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বৈঞ্চে এই মামলার শুনানি চলছে। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। গুরুত্বপূর্ণ এই মামলার দিকে আরজি কর মামলার মতোই রাজ্যবাসী তাকিয়ে আছে।

গত ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ২০১৬ সালে এসএসসির নিয়োগ প্রক্রিয়ার পুরো প্যানেল বাতিলের নির্দেশ দেয়। রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে যায়। চাকরিচ্যুতরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান। সেইসঙ্গে সবেচ্চি আদালতের দ্বারস্থ হয় এসএসসি এবং রাজ্য। ৭ মে মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায়ের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে। ফলে চাকরি বেঁচে যায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর। বেশ কয়েকবার

এই মামলার শুনানি পিছিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ার পরে স্পষ্টভাবে জানায়, ২০১৬ সালের এসএসসির এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায়

২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পরবর্তীকালে অযোগ্য প্রমাণিত হলে তাঁদের বেতনের সব টাকা ফেরত দেবেন। এই মর্মে তাঁদের মুচলেকাও দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে আরও জানায়, এই ব্যাপারে মামলার সব পক্ষকে তাঁদের বক্তব্য

এসএসসির পক্ষ থেকেও একটি তালিকা তৈরি করে আদালতে পেশ করা হয়েছে। সবেচ্চি আদালত সূত্রের খবর, বারবার পিছিয়ে যাওয়া চাকরি বাতিল মামলার শুনানির একশো শতাংশ সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তবে কি মঙ্গলবারও এই মামলার শুনানি আবার পিছিয়ে যাবে? আবার কি সময়ের

হবে। এই অবস্থায় যোগ্য প্রার্থীরা

দাবি করেন, ২০১৬ সালের নিয়োগ

প্রক্রিয়ায় কারা যোগ্য এবং কারা

অযোগ্য, সেই তালিকা এসএসসিকে

প্রকাশ করতে হবে। সেই অনুযায়ী





Blue Square: Malda: Happie Wheels, Ph.: 9007489838, 9046004390; Siliguri, Sevoke Rd: National Motors, Ph.: 9851003401, 9851000566; Siliguri, Burdwan Rd Global Motors, Ph: 9732053353, 9732067474; Raiganj: Raimohan & Co., Ph: 9002220008, 9002220009; Coochbehar: Global Motors, Ph: 7001518459, 7479030626; Alipurduar: Global Motors, Ph: 9775988393, 7001437066; Balurghat: Raimohan & Co., Ph: 9933950002, 9933950001; Yamaha Bike Corner, North Bengal, Belakoba, Ph. 9233467353; Naxalbari, Ph. 9002842772; Birpara, Ph. 9832350923; Dhupguri, Ph. 9851000333; Shivmandir, Ph. 7908203407; Jalpaiguri, Ph: 7001633676; Moynaguri, Ph: 9002248684; Haldibari, Ph: 9434718245; Malbazar, Ph: 9434065052; Hashimara, Ph: 9679955155; Kalimpong, Ph: 9832081885; Kamakhvaguri, Ph. 7872789047: Dinhata, Ph. 9679285012: Mathabhanga, Ph. 9434659248: Odlabari, Ph. 7908543851: Toofangani, Ph. 9734076234: Nazirhat, Ph: 8391918202; Hemiltanganj, Ph: 9735920096; Bidhannagar, Ph: 9153074704; Malda: Gazole, Ph: 9910104734; Tulishata, Ph: 9046138666; Dinajpur: Kaliaganj Ph: 6294689520: Tungidigi, Ph: 9083622110: Gangarampur, Ph: 9083622112: Patiram, Ph: 9134596060: Rasakhowa, Ph: 9002229998: Kishangani: Paridhi Motors.

Ph: 8404960006, 6204552824, Katihar: Choudhary Automobiles, Ph: 7004100062, 9931465039; Dhubri: Triheni Enterprise, Ph: 8486859269, 600076408.

আমার উত্তরবঙ্গ

প্রতিবেশীর গলায় ব্লেড চালিয়ে উধাও

বিসর্জন যাত্রায় খুনের চেষ্টা

শিলিগুড়ি, ১৪ **অক্টোবর** : মোট ১২টি সেলাই পড়েছে। দুগাপুজোর বিসর্জনে যাওয়ার পিথে খুনের চেষ্টা। ভিড়ের মাঝেই প্রতিবেশীর গলায় চালানো হল ব্লেড। অভিযুক্তকে ঠেকাতে গিয়ে দুই হাতও রক্তাক্ত হল ঘোড়ারবাড়ির বাসিন্দা কৈলাস রায়ের। মুহুর্তের মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত তারাপদ বর্মন। ঘটনার পর থৈকে এলাকা থেকে পরিবার নিয়ে উধাও তারাপদ।

রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ভোলা মোড় ও ঘোড়ারবাড়ির মাঝামাঝি জায়গায়। সেদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি ক্লাবের দুর্গাপুজোর বিসর্জনে যাওয়ার জন্য এলাকার অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। কৈলাস বিসর্জন যাত্রায় কলাবৌ সেজে অংশ নেন। অভিযোগ, সেই সময় তারাপদ পেছন থেকে কৈলাসের মুখ চেপে ধরে ব্লেড চালাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কৈলাস।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পালিয়ে যায় তারাপদ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পরিবারের লোকেরা কৈলাসকে চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর,

৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০

পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী,

৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি,

রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০

কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০

ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই

শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা,

৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০

কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ,

রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০

অনরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী

পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর

১২.০০ গুরুদক্ষিণা, বিকেল

৩.০০ বাহাদুর, সন্ধ্যা ৬.০৫

মামা ভাগে, রাত ৮.৫৫ এক

চিলতে সিঁদুর, রাত ১১.৩৫

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল

১০.০০ চ্যালেঞ্জ ২, দুপুর ১.০০

বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ শক্ৰ,

সন্ধ্যা ৭.০০ স্লেহের প্রতিদান,

জলসা মভিজ : সকাল ১০.৩০

মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০

হাঙ্গামা, বিকেল ৪.৪০ পারব

না আমি ছাড়তে তোকে, সন্ধ্যা

৭.২০ সকাল সন্ধ্যা, রাত

कालार्भ वाःला : पृश्रुत २.००

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০

রাত ১০.০০ গ্যাঁড়াকল

১০.৫৫ বাঘা যতীন

আবার আসব ফিরে

কালরাত্রি

সিনেমা

স্বৰ্ণলতা

মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

হাসপাতাল সূত্রে খবর, কৈলাসের গলায় আটটি সহ শরীরে পরবর্তীতে সেই রাতেই নিউ জলপাইগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা হয়। অভিযুক্তের খোঁজ চলছে বলে নিউ জলপাইগুড়ি থানা সূত্রে খবর। পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, 'সেদিন দুগপ্রিজোর ব্যস্ততার সুযোগে অভিযুক্ত হয়তো গা ঢাকা দিতে পেরেছে। তবে খুব শীঘ্রই আমরা তাকে ধরে ফেলব¹'

'সেদিন কৈলাসের কথায়, দুপুরে তারাপদ আমার বাড়িতে এসে খাওয়াদাওয়া করে। পরে মদ খেয়ে এসে বাড়িতে ঝামেলার সৃষ্টি করলে আমরা ওকে তাড়িয়ে দিই। সেই রাগের বশেই হয়তো আমার উপর প্রাণঘাতী হামলা করেছে।'

সোমবার সকালেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা ছিল। প্রতিবেশীদের অনেকেই ভিড় করেছিলেন কৈলাসের বাড়িতে। ভিড়ের মাঝে এক তরুণ বললেন, 'প্রকাশ্যে এই ঘটনায় আমরা সকলে স্তম্ভিত। অভিযুক্তের শাস্তি হওয়া দরকার।'

কৈলাসের দাদা জিতেন রায়ের বক্তব্য, 'বছর দশেক আগে বালরঘাট সংলগ্ন এলাকা থেকে আমাদের এখানে এসে বাড়ি করে তারাপদ। প্রতিবেশী হওয়ায় সুসম্পর্কই ছিল ওর পরিবারের সঙ্গে। আগে থেকে অপরাধ প্রবণতা না থাকলে এভাবে কেউ হামলা করে পালিয়ে যেতে পারে না।'

রাঁধুনিতে পিংকি

সরকার রাঁধবেন

ক্ষীর পুরি এবং

ঝরঝরে পেঁয়াজ

পনির ভাপা।

আকাশ আটে

দুপুর ১.৩০ মিনিটে

कालार्भ वाःला : वित्कल ५,००

ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা,

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড

মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি,

সন্ধ্যা ৬.০০ আঁকাশ বাতা. ৭.০০

মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের

সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০

পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত

৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে,

বাঘা যতীন রাত ১০.৫৫ মিনিটে

জলসা মুভিজে

স্নেহের প্রতিদান সন্ধ্যা ৭টায়

কালার্স বাংলা সিনেমায়

উরি : দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক রাত

১০.৩৪ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্সে

শেরশাহ

রাত ৯.৫৮

মিনিটে

কালার্স

সিনেপ্লেক্স

বলিউডে

9.00

রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বস

ফেরারি মন

৮.৩০ দেবীবরণ

সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০

আজ টিভিতে

নিরঞ্জনের পথে প্রতিমা। পাশে বসে খুদেরা। মহানন্দাঘাটে সোমবার। ছবি : তপন দাস

হইচই মানঝা বাগানে

ভুয়ো শ্ৰমিক দেখিয়ে টাকা লোপাট

নকশালবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : ভূয়ো হাজিরা দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল নকশালবাড়ির মানঝা চা বাগানের দই স্থায়ী কর্মীর বিরুদ্ধে। বাগানের সাব-স্টাফ পদে দীর্ঘদিন কর্মরত। বিষয়টি জানাজানি হতেই নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে মানঝা চা বাগান কর্তৃপক্ষ। এদিকে, থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই বাগান কর্তপক্ষকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

২০২১ সালে মানঝা চা বাগানের মালিকানার অধিকার পায় মারাপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ। তারপর থেকে মানঝা বাগানে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রেখে গোটা বাগান দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাগান কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, দুই বছর ধরে বাগানের দুই স্থায়ী কর্মী শ্রমিকদের হাজিরার ভূয়ো তথ্য নথিভুক্ত করেছিলেন। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের অ্যাকাউন্টে হাজিরার টাকা তুলে নিতেন তাঁরা। তবে একাধিক রদবদলের জেরে বাগানের আধিকারিকদের পুরো বিষয়টি নজরে আসেনি। গত বছর মার্চ মাসে বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে যোগ দেন অমরেন্দ্র

আত্মসাৎ ৮ লাখ

- মানঝা বাগানে দুই বছর ধরে ভুয়ো শ্রমিক দেখিয়ে হাজিরা তোলা হয়েছে
- বাগানের দুই সাব-স্টাফ পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা নিয়েছেন
- বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার শ্রমিকদের সকলকে চিনতেন না, তাই বিষয়টি ধরা পড়েনি
- সম্প্রতি তাঁর সন্দেহ হতেই নাড়াঘাঁটা করে আসল সত্য খুঁজে পান
- দুই কর্মী সবমিলিয়ে প্রায় আট লক্ষ টাকা তছনছ করেছে বলে অভিযোগ

মুখ ততটা পরিচিত ছিল না তাঁর কাছে। ইদানীং বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ হয় তাঁর। পরে তদন্ত করতেই গত দুই বছরের জালিয়াতির হদিস পান। তাতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জালিয়াতি উঠে এসেছে।

অমরেন্দ্র বলছেন, 'আমার দেড় বছর হতে চলেছে। তবে বিষয়টি সিং। তবে নতুন হওয়ায় শ্রমিকদের সম্প্রতি বুঝতে পেরেছি। ওই দুই

কর্মী নিজের পরিবারের সদস্যদের ভুয়ো শ্রমিক বানিয়ে হাজিরা নথিভূক্ত করত। অথচ তারা কেউ চা বাঁগানে পাতা তোলার কাজ করে না। এমনকি নথিভুক্ত নামের শ্রমিক বাইরে রয়েছে।' তিনি জানিয়েছেন, অফিসের কম্পিউটার ও রেজিস্ট্রারে গরমিল করা হয়েছে।

বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই ওই দুই সাব-স্টাফকে বাগানের কাজ থেকে বিরতি দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে মানঝা বাগানে শোরগোল শুরু হয়েছে। এদিন বাগানের বন্ধ পড়ে থাকা ফ্যাক্টরিতে গেলেও কোনও কর্মীকে দেখা যায়নি। ফ্যাক্টরির ভেতরে অবস্থিত অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কার্যালয়ও তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। যদিও স্থানীয়দের দাবি, পুজোর ছুটির জন্য বাগান বন্ধ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে চুপ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনও।

অভিযুক্তদের পালটা অভিযোগ একেই পর্যাপ্ত অফিস কর্মী নেই। বাগান কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছিল, কর্মী নিয়োগ করা হোক কিংবা বেতন বাড়ানো হোক। কিন্তু তা তারা করেনি। এরপর বাগান কর্তৃপক্ষ বোঝাপড়া করে অতিরিক্ত হাজিরা সংগ্রহ করার জন্য ছাড়পত্র দিয়েছিল বলে দাবি অভিযুক্তদের।

পুলিশ জানিয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।



ফ্লেক্স খোলার অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ১৪ অক্টোবর : বিজেপি বিধায়কের ব্যানার, ফ্লেক্স খুলে ফেলার অভিযোগ উঠল নকশালবাড়িতে। নকশালবাডির স্টেশন মোড়ে বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের পুজোর শুভেচ্ছাবার্তা সংবলিত ফ্রেক্স ও ব্যানার টাঙানো হয়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপির নকশালবাড়ি মণ্ডলের সহ সভাপতি শ্যামল রায়ের অভিযোগ, 'অগ্রদৃত ক্লাবের সামনে স্টেশন ব্যারিকেডে ওই ব্যানার, ফ্লেক্স কেউ বা কারা খুলে ফেলে দিয়েছে। বিষয়টি আমরা প্রশাসনকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি।' আনন্দময়ের বক্তব্য, 'কে করেছে জানা নেই। তবে এভাবে বিজেপিকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে না। যারাই করেছে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, সেটাই চাই।'

চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় একটি হার্ডওয়ারের দোকানে চরির ঘটনায় তিন দৃষ্ণতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। রবিবার দুপুরে ওই দোকানের মালিক দেখতে পান, তাঁর দোকানের টিনের শেড ভেঙে দুষ্কৃতী ঢুকে কম্পিউটার সার্ভার সহ ১৮,০০০ টাকা চুরি করেছে। তিনি পুলিশে অভিযৌগ দায়ের করেন। ধৃতদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সহবাসের অভিযোগে ধৃত

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে সহবাসের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম রবি প্রসাদ। ওই ব্যক্তি ভক্তিনগর থানা এলাকার এক তরুণীর সঙ্গে প্রেমে জডিয়ে পডে। এরপরই বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তার সঙ্গে ওই ব্যক্তি সহবাস করে বলে অভিযোগ। শেষমেশ অভিযোগের ভিত্তিতে গত শুক্রবার রবিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

সিলিন্ডার চুরি

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর ডেলিভারি বয়ের পোশাক পরে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির অভিযোগে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। গত কয়েকদিন ধরেই গ্যাস সিলিন্ডারের চাহিদাকেই হাতিয়ার করে খালি গ্যাস সিলিভার চরির ঘটনা ঘটছিল। এরপরই পলিশ হরিরাম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। হরিরামই গ্যাস সিলিভার ডেলিভারি বয়ের পোশাক পরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খালি গ্যাস সিলিভারের খোঁজ করত। এরপর গ্যাস ভরে দেওয়ার নাম করে সিলিন্ডার নিয়ে পালিয়ে যেত। এরপর সে সেটা বিক্রি করত। ধৃতদের গত শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হৈপাজতের নির্দেশ

দেয়। পুজোপার্বণে ঢাকঢোলের

আওয়াজই ভালো। অনিয়ন্ত্রিত

ডিজের আওয়াজে বাচ্চা ও বয়স্করা

অসুস্থ বোধ করে। এর নিয়ন্ত্রণ

প্রয়োজন।' অথচ দুর্গাপুজোর আগে

গণেশপুজোর বিসর্জনেও ডিজের

দাপাদাপি লক্ষ করা গিয়েছে।

এরপর কালীপুজো, ছটপুজো,

জগদ্ধার্থীপুজোতেও একই আশঙ্কা

বাসিন্দা চঞ্চল রায়ের কথায়,

'কালী ও ছটপুজো প্রচুর হওয়ায়

তখন ডিজের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার

হয়। পুলিশ বছরকয়েক আগে

ডিজে বন্ধ করতে ইস্টার্ন বাইপাসে

অনেক সাউন্ড বক্সের দোকানে

অভিযান করেছিল। ডিজে বক্স

ভাড়া না দেওয়ার জন্য হুঁশিয়ারি

দেওয়া হয়েছিল। এখন দেদারে

সেই বক্স ভাড়া দেওয়া হচ্ছে।

পুলিশের উচিত আবার অভিযান

ক্রা। সাহু নদীতে ডিজের উপদ্রব

সবচেয়ে বেশি।'

আশিঘর মোড় এলাকার প্রবীণ

করছেন অনৈকে।

ভিনরাজ্যে খুন বাংলার শ্রমিক

বাসিন্দা। অভিযোগ, রবিবার দুপুরে পানিপতের সন্ধ্যাপুরে তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করে সহকর্মীরা। এরপর দেহ লিফটে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রবিবার পানিপত পুলিশ দেহ উদ্ধার করেছে। সোমবার ময়নাতদন্ত হয়েছে। দেহ বাড়িতে ফেরানোর চেষ্টা চলছে। পরিবারের তরফে বিষয়টি উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসলকে জানানো হয়েছে। তিনি সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রের খবর, পানিপতের একটি কাপড় কারখানায় সুতো ছাদে শুকোতে দেওয়ার কাজ করতেন তোজামুল। প্রায় ১১ মাস আগে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি।

মৃতের বাবা লোকমান আলি বলেন, 'রবিবার সকালের দিকে তোজামুলের সঙ্গে অন্য কয়েকজন শ্রমিকের ঝগড়া হয়েছিল। অভিযুক্তরা তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেয়। সেই কথা তোজামূল পাশের কারখানায় থাকা আমার বড ছেলে সহবুলকে ফোনে জানিয়েছিল। পরে

ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে খুন হলেন সঙ্গে দেখা হয়ন। কারখানার কর্মীরা গোয়ালপোখরের এক শ্রমিক। তাঁকে বলে, এখন কাজের চাপ আছে মৃতের নাম তোজামূল হক (২২)। পরে দেখা করবেন। দুপুরের দিকে তিনি গোয়ালপোখরের চান্দভিটার বড় ছেলের থেকে তোজামুলের মৃত্যুর খবর জানতে পারি।'



অন্য শ্রমিকরা আমার ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। পরে দেহ লিফটে ঝুলিয়ে দিয়েছে। খুনিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমরা গরিব মানুষ। এখন কীভাবে কী করব, তা জানি না।

লোকমান আলি, মৃতের বাবা

লোকমানের অভিযোগ, 'অন্য শ্রমিকরা আমার ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। পরে দেহ লিফটে ঝলিয়ে দিয়েছে। খবর পেয়ে পলিশ দেহ উদ্ধার করেছে। খুনিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমরা গরিব মানুষ। এখন কীভাবে কী করব, তা জানি না। বিষয়টি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েছি। সহকারী সভাধিপতির বক্তব্য, 'খুবই মুমান্তিক ঘটনা। আমুরা আইনি পদক্ষেপের চেষ্টা করছি।'

টভার বিজপ্তি নং এসআভটি_ কন_ ২০ য় মাধ্যমে প্রকাশিত টেভার নং, ডিওয়াইসি ২০২৪ ০৬ ০৫-এর মধ্যে নিছলিখি বিবর্তনত্তির করা হরেছে, <mark>অনুগ্রহ করে পছুন :</mark> বিভি ছতি : সিছল প্যকেটের পরিবর্তে টু পাকেট। সম্পূ রার সুময় : ২৩০ বিনের পরিবর্তে ৫৪০ বিন নী না. ১ <u>www.ireps.gov.in</u>-এ ইতিমধে গভ করা হয়েছে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্ভাবা

ভিওয়াই, মিএমটিই/কন/নিউ জলপাইওডি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নিম্পি সংস্থা) প্ৰসন্নচিত্তে গ্ৰাহকদের সেৰায়"

পূর্ব রেলওয়ে টেভার নুংঃ এম-পিভি-ওটি-

০১৩এফ, ভারিখঃ ১০.১০.২০২৪। সিনিয়ন

ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস, ডিভিসন রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিশ্তিং, ডাকঘরঃ কলকলিয়া, জেলাঃ মালদা, পিনঃ ৭৬২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেভার নংঃ এম–পিডি–ওটি–০১ওএফ-এর পরিপ্রেক্ষিতে পেন ই-টেন্ডার আহান করছেন। **কাজের নামঃ** ডিইএমইউ/শেড, সাহেবগঞে ডিইএমইউ উপিসি-তে অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশ ঘান্ড সাপ্রেশন সিস্টেমের ব্যবস্থা। **বিভিং সিস্টেম**ঃ গিঙ্গল প্যাকেউ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৮২,৫৫,২৮৫ টাকা। বায়না মূল্যঃ ১,৬৫,১০০ টাকা। টেকার নথিপত্রের মূল্যঃ ০,০০ টাকা। সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ ১৮০ দিন্। প্রস্তাবের বৈশতাঃ ৬০ দিন। টেন্ডার আপলোডিংয়ের তারিখ ও সুময়ঃ ১০.১০.২০২৪ তারিখ সন্ধ্যা ৬.৪২ মিনিট। বিভিং শুকুর তারিশঃ ২১.১০.২০২৪। টেল্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। বিস্তারিত বিবরণ www.ireps. gov.in তে পাওয়া যাবে। বিভদাতারা কেবলমাত্র বচ্ছের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের অরিজিনাল/ সংশোধিত বিভ জমা করতে পারবেন। এই টেভারের ক্ষেত্রে ম্যানুযাল অফার অনুমোদিত নয় এবং এরূপ কোন ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে ভা অগ্রাহ্য করা হবে। MLD-114/2024-25 পূৰ্ব ৰেলকমে কমেৰদাইটা www.erindiantailways.govin www.ireps.govin – এক টেকাৰ বিজ্ঞান্তি পাৰজা যাবে

ৰাম্যনে কুদরণ ৰুদ্র: 🔀 @EasternRailway @easternrailwavheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে ব ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়

(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, ভাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেভার-৩১৯; কাজের নাম ঃ "মালদা ডিভিসনে রেলওয়ে কোয়াটর্সিওলির প্রিপেড মিটারের ব্যবস্থা" করার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যতিক কাজ; টেভার মূল্য (টাকায়) : ২,৮০,৭৫,৩৮৯.২০ টাকা; বায়না অর্থ (টাকায়) ঃ ২,৯০,৪০০.০০ টাকা; টেভার নথির মূল্য ঃ শুন্য; ই-টেভার দাখিলের তারিখ ও সময় ঃ ২১.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ০৪.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট** বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি. ভিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে/অফিস/মালনা। টেভারদাতাদের www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি পড়ে দেখতে নুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-113/2024-25 টেভার বিভাপ্তি ব্যাবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে। घाषातुर बनुरतनं बतन : 🔀 @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 9733170439. (K)

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত মেডিসিন দোকানের জন্য কর্মঠ স্টাফ চাই। WhatsApp : 98323 85729. (C/113002)

শিলিগুডি বিধান মার্কেটের কাছে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। M : 96416 18231. (C/113002)

Immediate requirement for PRT Social Science, TGT Computer Sc. and a Hostel Warden for a CBSE affiliated school in Islampur U/D. Submit your resume greenvalleyisp@gmail. com or call +918617428281.

মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট (সহায়ক) চাই (একজন) বিশিষ্ট ব্যক্তির সবসময়ের জন্য (দিবারাত্রি)। বয়স- ২১ থেকে ৩১-এর মধ্যে হতে হবে, ডিভোর্সি হলেও হবে। পড়াশোনা ন্যুনতম মাধ্যমিক হলে ভালো. থাকা-খাওয়া (সাথে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। প্রাথমিক বেতন ১০,০০০/-, যোগ্যতা অনুযায়ী বাড়বে।যোগাযোগ : 9002004418, ডঃ শাস্ত্রী, গ্রিন ভ্যালি অ্যাপার্টমেন্ট, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনে, সেবক রোড, শিলিগুড়ি।

ভৰ্তি

Siliguri Tea Training Institute, Shivmandir, Near North Bengal University, Admission is going on for Tea Management Courses. Contact : Dr. Kabir, Director 8372059506. (M/M)

ঘোষণা

অনিবার্য কারণবশত সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের লাকি কুপনের খেলা আগামী ইং 31.10.2024 (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা 7টায় ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। সম্পাদক, শিলিগুড়ি সঞ্জয়শ্রী। (C/112949)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) পাকা খুচরো সোনা **৭৬৬৫**০ (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) হলমার্ক সোনার গ্যনা 92660 (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)

৯১১৫০

খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) ৯১২৫০ দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

রুপোর বাট (প্রতি কেজি)

পিঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স আসেসিয়েশনের বাজার দর



ভারত সরকার বিভিন্ন চারাগাছের সুরক্ষা এবং কৃষকের অধিকার কর্তৃপক্ষ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ বিভাগ কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰক

ওয়েবসাইট : "www.plantauthority.gov.in"

প্ল্যান্ট জিনোম সেভিয়ার পুরস্কার ২০২৩-২৪

প্ল্যান্ট জিনোম সেভিয়ার সম্প্রদায় পুরস্কার / ২০২৩-২৪ বর্ষের জন্য কৃষক পুরস্কার এবং স্বীকৃতির জন্য নিধারিত ফরম্যাটে কৃষি সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত বিজ্ঞাপন এবং বিজ্ঞাপন ফরম্যাট পিপিভিএফআর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট অর্থাৎ https:// plantauthority.gov.in / থেকে পাওয়া যাবে। শৈষ তারিখ : বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৩ মাস।

CBC01146/12/0001/2425

নিষেপাজ্ঞা উড়িয়ে ডিজে নিয়ে বিসর্জনে। নৌকাঘাটে মহানন্দা নদীতে। দেন বিচারক।

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বিসর্জনপর্বে ডিজের দাপাদাপি। আদালতের নিষেধাজ্ঞাকে থোড়াই কেয়ার শিলিগুড়ি ও আশপাশের এলাকায়। দশমী থেকেই বিসর্জনে ডিজে ডিজের দৌরাষ্ম্য। আগের বছরগুলিতে যদিও বা পুলিশের কিছ কডাকডি ছিল, এবার তা সোমবার দেখা গেল, কোনও দেখাই গেল না প্রায়। যে যেভাবে পারে ডিজে নিয়েছে। কেউ ট্রাকে, কেউ ছোট চারচাকার গাড়িতে। বিসর্জনের শোভাযাত্রার আওয়াজ চলছে। নদীঘাটে গতিপথ মহানন্দা বা সাহু কিংবা নামার সময় বালাসন নদী হোক, ডিজে যেন অবশ্য উপকর্ণ।

যদিও শিলিগুডি পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তার কথায়, 'ডিজে ব্যবহার বন্ধে প্রত্যেক পজো আয়োজককে সতর্ক করে নেওয়া হল না. সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছিল। ডিজে ব্যবহারের অভিযোগ সেভাবে আসেনি। অভিযোগ এলে অবশ্যই পদক্ষেপ

করা হবে। সবাই ডিজে ব্যবহার বলছেন, করছে। অভিযোগ করবে কে? বাস্তবে বিসর্জনঘাটে প্রশাসনের মোড়ে বড় যানবাহন পুজোর উপস্থিত পুলিশের ক্যাম্পে পাশাপাশি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, দমকলকর্মীদের চোখের সামনে বাজিয়ে উদ্দাম নাচ দেখা গিয়েছে। নৌকাঘাটের পথে রবি ও

গাড়িতে চারটি, কোনও গাড়িতে বড় বড় ৮টি বক্স বসানো। সঙ্গে নানা রঙের আলো। বুক কাঁপানো পুলিশকতরাি আয়োজকদের ডিজে বন্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, দেখা গেল। তাতে বিসর্জনের একেবারে শেষ পর্যায়ে আয়োজকরা ডিজে বন্ধ করছেন বটে, দীর্ঘপথে কেন সেই উদ্যোগ মেলেনি পুলিশের কাছে।

যাঁরা ডিজে বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন, তাঁরা সংবাদমাধ্যমকে

পলিশ দেখেও দেখে না অ্যাম্বুল্যান্সও। তার মাঝে ডিজের শব্দযন্ত্রণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থা

ডিজে

নেই।

কয়েকদিন নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ।

তৃতীয় মহানন্দা সেতুতে বিসর্জন

চলাকালীন তবুও যানজট হয়েছে।

তাতে আটকে পডেছে উত্তরবঙ্গ

মেডিকেল কলেজের পথে অনেক

অভিযোগ

বাজানোর

নৌকাঘাট

হয়েছে অ্যাম্বল্যান্সের রোগীদের, পথচলতি সাধারণের। অটোয় ওই পথে রবিবার শিলিগুড়ি বাগডোগরা থেকে যাচ্ছিলেন উত্তর ভারতনগরের শর্মিষ্ঠা সরকার, বিজেতা

সরকার। তাঁদের কথায়, 'ডিজের আওয়াজ বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে

আজ ২৮ আশ্বিন ১৪৩১, ভাঃ ২৩ অশ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী রাত্রি ১০।৬। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১২। ৫০ মুং-পর্ব- ফতেহা-ঈয়াজ-দাহাম। রাত্রি ৮। ৫৬। বৃদ্ধিযোগ দিবা ১। গতে ২। ১৭ মধ্যে। কালরাত্রি অমৃতযোগ – দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৩৯। কৌলবকরণ দিবা ১১।১৪ ৬।৪৩ গতে ৮।১৭ মধ্যে। যাত্রা- ৭।১৭ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং

মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশী একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১০।৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কমতে একাদশীর পারণ। রাত্রি ৭। ২৭ গতে ৮। ১৯ মধ্যে ও ৯। ১১ গতে ১১। ৪৬ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।১৩ মধ্যে ও ৪। ৫৭ গতে ৫। ৩৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ অনেকদিনের কোনও স্বপ্নপুরণ হবে। বাবার শরীর নিয়ে দশ্চিন্তা কেটে যাবে। বৃষ: সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান আজ।পেটের রোগে সমস্যায়। মিথুন : পারিবারিক কাজে দুরে কোথাও যেতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার

অযথা উৎকণ্ঠা। পরিবারের সঙ্গে পারে। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ নতন কোনও দায়িত্ব নিতে হবে। ছেলের পরীক্ষার সাফল্যে খুশি। তুলা : কোনও নিকট আত্মীয়ের দারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মায়ের জন্যে চিন্তা। **বৃশ্চিক** : ব্যবসার কাজে দুরে যেতে হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **ধনু** : পরিকল্পনা। কর্কট : শরীর নিয়ে মায়ের পরামর্শে সংসারের কেনিও <u>শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে</u> বৃবস্পতির দশা। রাত্রি ৮।৫৬ গতে শুভকর্ম- সীমন্ডোন্নয়ন রাত্রি ৮।৫৬ রাত্রি ৭।২৭ মধ্যে।

ঝামেলা মিটিয়ে ফেলে স্বস্তি। কোমর ভ্রমণে আনন্দ। সিংহ: দূরের কোনও ও পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। মকর: বন্ধর কাছ থেকে উপহার আসতে অন্যায় কোনও কাজের প্রতিবাদ করে সমস্যায়। বিদেশে পাঠরত ছেলের জন্যে অর্থব্যয়। কুম্ভ : অঃ ৫।১০। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী ভাইয়ের সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতভেদ। রাজনীতির থেকে সমস্যা আসতে পারে। মীন : ব্যবসার জন্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জর হবে। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে মনোমালিন্য।

দিনপাঞ্জ

আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর ২০২৪, ২৮ আহিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন সুদি, ১১ রবিঃ সানি। সৃঃ উঃ ৫।৩৭, শুদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অস্টোত্তরী রাবুর ও বিংশোত্তরী

শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৮। ৫৬ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১০৷৬ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।৬ মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, গতে গরকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি রাত্রি ৬। ৩০ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৮। ৫৬ গতে যাত্রা শুভ, রাত্রি ১০।৬ গতে মাত্র উত্তরে নিষেধ।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ुक्(व

চুরির চেষ্টা

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার যতীন্দ্রমোহন চা কারখানায় রবিবার রাতে চুরির চেস্টার অভিযোগ উঠল। দুষ্কৃতীরা ঢুকে প্রথমে সিসিটিভি ক্যামেরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। ওদের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। অভিযোগ, তারপর মেড টি বস্তাবন্দি করে ফেলে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য কর্তৃপক্ষ বিষয়টি টের পায়। নৈশপ্রহরীদের সজাগ করা হয়। তাঁদের চিৎকার শুনে গ্রামবাসীদের একাংশকে আসতে দেখে অভিযুক্তরা কয়েক বস্তা মেড টি ফেলে পালিয়ে যায়। সোমবার কর্তৃপক্ষের তরফে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে চোপড়া থানায়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

চেন্নাইয়ে মৃত্যু

চোপড়া, ১৪ অক্টোবর : চোপড়া থানার দিঘলগাঁওয়ের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম জাফর আলি (৩৫)। চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চেন্নাইয়ে একটি বহুতল নির্মাণের সময় গত বৃহস্পতিবার ওপর থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার দেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছাতেই কানায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা।

ডেঙ্গি আক্রান্ত

চোপড়া, ১৪ অক্টোবর: সোমবার চোপড়া ব্লকে চারজন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস মিলেছে। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে ১১ জন আক্রান্তের হদিস মিলেছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই বর্তমানে সুস্থ। এদিন নতুন করে আরও চারজনের হদিস মিলল। বর্ষার পর থেকে ব্লকে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৫।

সচেতনতা

নকশালবাড়ি, ১৪ অক্টোবর: যমরাজ সেজে ট্রাফিক আইন মেনে চলার বার্তা দিল পুলিশ। সোমবার নকশালবাড়ি ট্রাফিক পুলিশের তরফে এশিয়ান হাইওয়ে ট-এর ওপর রথখোলা মোডে ট্রাফিক আইন বিষয়ক একটি পথনাটক হয়। সেখানে পুলিশকর্মী যমরাজ সেজে হাতে গদা নিয়ে রাস্তার উপর দাঁডিয়েছিলেন। যাঁরা ট্রাফিক নিয়ম ভেঙেছেন, তাঁদের দাঁড় করিয়ে সচেতন করেন। 'সেয ড্রাইভ, সেভ লাইভ' নিয়েও প্রচার চালানো হয় এদিন। পাশাপাশি পথচলতি মানুষকে রাস্তা পারাপার, ট্রাফিক সিগন্যাল সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

কম্বল বিতরণ

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ অক্টোবর : শীতের আগেই কম্বল বিতরণ করা হল দুঃস্থদের মধ্যে। মহিপাল মিলন সংঘের তরফে সোমবার সন্ধ্যায় ক্লাব ময়দানে এই কর্মসূচি হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ৫০ জনের হাতে কম্বল তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিমা নিরঞ্জন

চোপড়া, ১৪ অক্টোবর: চোপড়া ব্লকে এবার শতাধিক পজো হয়েছে। রবিবার দুপুরের পর থেকে প্রতিমা নির্ঞ্জন শুরু হয়। মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতে নিরঞ্জনপর্ব শেষ হয়েছে সোমবার। তবে দাসপাড়ায় কয়েকটি প্রতিমা এদিনও নিরঞ্জন হয়নি। ১৬ অক্টোবর নিরঞ্জনের দিন ঠিক করা হয়েছে।

একদিনে দুই তিথিতে বানচাল বহু পরিকল্পনা

ছাতা নিয়ে মণ্ডপে, বাড়তি পাওনা সহায় রইল প্রকৃতি গানের আসর

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর সারাবছরের অপেক্ষা এই চারটে দিনের জন্য। এবার অবশ্য বছরের শুরুতে ক্যালেন্ডার হাতে পেয়েই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাঙালির। একদিনে অষ্টমী আর নবমী পড়ে যাওয়ায় উৎসবের আনন্দে ভাটা পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

দুটো দিনের দুটো আলাদা আমেজ। অস্টমীতে শাড়ি-পাঞ্জাবির কম্বো ঝড় তোলে মগুপে মগুপে। অঞ্চলি শেষে আড্ডা। তাবপব সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ খাওয়া কিংবা রেস্টুরেন্টে ব্যুফে লাঞ্চ। নবমী আবার একেবারেই আলাদা স্বাদের। একটু জমকালো পোশাক। অনেকে এই দিনটিকে বেছে নেয় পরিবারকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য।

এবার সে সব হিসেবনিকেশ উলটে গিয়েছিল। সকালে অস্টমী কিছুক্ষণ পরই নবমী তিথি পড়ে গিয়েছে। তাই সময় বাঁচাতে সকাল শিলিগুডির প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে জমে উঠেছিল আড্ডার আসর। দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব উজ্জ্বল সংঘ, সেন্ট্রাল কলোনি শক্তি সংঘ, শক্তিগড় সর্বজনীন দুগোৎসব পুজো কমিটি বা রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব- সর্বত্র প্রায় এক ছবি চোখে পড়েছে।

শুধু ক্যালেন্ডার নয়, মন খারাপ করেছিল আবহওয়ার পুর্বভাসও। পঞ্চমী আর ষষ্ঠীর বৃষ্টি দুশ্চিন্তা কয়েকগুণ। বাঙালিকে পূজোয় ঘরবন্দি রাখে, সেই সাধ্যি করি! নতুন জামাকাপড় পরে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে স্মার্টফোনে ওয়েদার আপডেট একবার দেখে নিয়েছেন অনেকেই। ছাতা হাতে উজ্জ্বল সংঘের মণ্ডপে এসেছিলেন মিলনপল্লির বাসিন্দা দেবস্মিতা কুণ্ডু। তাঁকে দেখে পরিচিত্র প্রিয়াংকা নামে আরেক তরুণী বললেন, 'আমিও ছাতা নিয়ে এসেছি। কখন যে বৃষ্টি নামে, ঠিক নেই। দেবস্মিতার অভিজ্ঞতা, 'সপ্তমীতে কলেজের বন্ধুরা মিলে পুজো ঘুরব বলে বেড়িয়েছিলাম। বৃষ্টিতে যাতে যেতে যেতে প্রধাননগরের সৌরভ

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শনিবার রাতে বাইকে চেপে

তিনজনের। ঘটনাগুলো খড়িবাড়ি

প্রতিমা দর্শনে বেরিয়ে নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক

তরুণের। খড়িবাড়ির দবীগঞ্জে

রাজ্য সড়কের ঘটনা। বিহারের

বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার

পাশে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারেন

পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ

ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার

নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক

মত বলে ঘোষণা করেন তাঁকে।

মতের নাম মহম্মদ রাহিস। রবিবার

মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে

রবিবার রাতে বুড়াগঞ্জের

মেলায়

নাম রাজেন সিংহ। বুড়াগঞ্জের পর

এবং চোপড়ার।

গলগলিয়া থেকে

স্থানীয়দের

এসেছিলেন

ওই তরুণ।



ছিল। তবে প্রয়োজন হয়নি।' সপ্তমী থেকে প্রকৃতি সহায় শিলিগুড়ির প্রতি। মনোরম আবহওয়ায় ছাতা খোলার প্রয়োজন পড়েনি সেভাবে। শহরের বড়

পুজোর ছবি/১

- অন্তমী, নবমীতে আলাদা পরিকল্পনা থাকে প্রতিবছর 💶 উৎসবপ্রিয় বাঙালি সেই
- হিসেবনিকেশ মেলাতে পারেনি এবার 🔳 ভোরে অঞ্জলি হওয়ায় মনোমতো সাজতে পারেননি
- সময় বাঁচাতে সকাল সকাল আড্ডায় অনেকে, কারও পরিকল্পনা ভেস্তে

অনেকেই

- পঞ্চমী, ষষ্ঠীর বৃষ্টিতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল দর্শনার্থীদের
- সপ্তমী থেকে ঝলমলে আকাশ, তবুও ঝুঁকি নিতে চায়নি কেউ

পজোগুলোর মধ্যে অন্যতম সেন্টাল কলোনির মণ্ডপে তিলধারণের জায়গা ছিল না। সেখানে ভিড় ঠেলে এগিয়ে ভিজতে না হয়, সেজন্য ছাতা সঙ্গে সান্যাল বললেন, 'চতুর্থী থেকে

পথ দুর্ঘটনায়

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ১৪ সেদিন সন্ধ্যায় রাজেন বাইকে

হল

খড়িবাড়িতে

তিনি। আচমকা

করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে বিধাননগরের

পজোয় আলাদা মেলায় যাওয়ার সময় বডাগঞ্জেব

হাসপাতালে পাঠায়।

মারফত খবর হন। পুজোয় পিসির বাড়ি বেড়াতে

দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ ধাক্কা লেগে তিনজন ছিটকে পড়ে।

এসে মৃত্যু হয় এক ব্যক্তির। তাঁর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের

ধুলিয়াজোতের বাসিন্দা ছিলেন। দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু করেছে

ঘরতে

সূত্রে জানা গিয়েছে, চোপড়া থানা।

দণ্ডাঝাড়ে উলটো দিক থেকে

আসা আরেকটি বাইকের সঙ্গে

মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাঁকে

একটি বেসবকাবি হাসপাতালে

নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক

মৃত বলে ঘোষণা করেন। সোমবার

পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও

মোড়ে ডাম্পারের সঙ্গে বাইকের

সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক কিশোরীর।

এসে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল

প্রত্যুষা শীলের (১৩)। তার বাড়ি

সেদিন ইসলামপুর থানার শিবনগর

কলোনি থেকে বিধাননগরে যাওয়ার

পথে বাইকটির সঙ্গে ডাম্পারের

মৃতার পিসা তপন সরকার বলেন,

এসেছিল। বাড়ি ফেরার পথে দলুয়ায়

দর্ঘটনা ঘটে।' দেহ ইসলাম<mark>্</mark>পর

ঘটনার দু'দিন আগে ওরা বাডিতে

পরিবারের হাতে তুলে

রবীন্দ্রপল্লিতে।

বাইকে থাকা বাকি ২ জন জখম

শনিবার চোপড়া থানার দলুয়া

উত্তরায়ণে পুজোমণ্ডপে ভিড়। শুক্রবারের ছবি। মানুষ ঠাকুর দেখছে। ভেবেছিলাম নবমীতে ভিড় কম হবে। এখন দেখে

মনে হচ্ছে, আরও একমাস পুজো

চললেও দর্শনার্থীর সংখ্যা কমবে না।

পজোমগুপে দেখা হয়েছিল রিয়া সরকারের সঙ্গে। মন খারাপ নিয়ে এককোণায় বসেছিলেন শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের পড়য়াটি। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'ছোটবেলা থেকে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চারদিন ধরে চুটিয়ে আনন্দ করি। এবার অন্টমীর আড্ডাটা আর হল না। ভোরবেলায় অঞ্জলি দেওয়ায় মনমতো সাজতেও পারিনি। মনে হল যেন সপ্তমীর পরেই নবমী চলে এল। অস্টমী

জাতীয় শক্তি সংঘ ক্লাবের বুদ্ধ মন্দির দেখতে দর্শনার্থীদের লাইন ছিল ভোররাত পর্যন্ত। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিরাপত্তারক্ষীদের কড়া নজরদারি ছিল।

উপভোগ করতেই পারলাম না।'

লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা শেষে মণ্ডপ আর প্রতিমা দেখে খুশি আট থেকে আশি। তবে তাল কেটেছে কিছু জিনিস। অধিকাংশ পুজো কমিটি শৌচালয়ের ব্যবস্থা না ক্রায় সমস্যা হয়েছে মহিলাদের।

অস্টমী আর নবমী তিথি একদিনে হলেও বেশিরভাগ ক্লাব রবিবার প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। উৎসব প্রিয় বাঙালিও আপোস করতে চায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির ক্যাপশনে তারা লিখেছে, 'আজ অস্ট্রমী(তিথি নয়, আমার মতে)'।

প্রেমিকের

বাড়িতে দেহ

জলপাইগুড়ি, ১৪ অক্টোবর:

প্রেমিকের বাড়ি থেকে প্রেমিকার

ঝলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার

সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোতোয়ালি

থানার রংধামালির দেউনিয়াপাড়ায়।

জলপাইগুডির একটি কলেজের

প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিলেন ওই

তরুণী। গত তিন মাস ধরে বিয়ে

না করেই প্রেমিকের বাড়িতে

থাকতেন ওই তরুণী। যে কারণে

উভয় পরিবারের আত্মীয়পরিজন

এবং পাডাপ্রতিবেশীদের থেকে

ককথা শুনতে হত তাঁকে। এর

ফলে ওই তরুণী খানিকটা মানসিক

অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

তরুণী বলতেন ওই তরুণকে

ভালোবেসে ভুল করে ফেলেছেন।

এই মানসিক অবসাদ থেকে

আত্মহত্যা করতে পারেন বলে মনে

করছেন বিশেষজ্ঞরা। পুলিশ একটি

অস্বাভাবিক মত্যুর মামলা রুজু করে

মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণীর সঙ্গে ওই

তরুণের পরিচয় হয়। তার তিন মাস

পর থেকেই দুজনের মধ্যে প্রেম

ভালোবাসা। দুজনের সম্পর্কের

বিষয়টি মেনেও[°]নেয় দুই পরিবার।

উভয় পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল

পুজোর পর একটি দিনক্ষণ দেখে

সামাজিকভাবে তাঁদের বিয়ে দেবে।

তবে বিয়ে না হলেও গত তিন মাস

ধরে প্রেমিকের বাড়িতেই থাকতেন

বছর দেড়েক আগে সোশ্যাল

মাঝেমধ্যে

বাবা-মায়ের কাছে

তদন্ত শুরু করেছে।

বাগডোগরা, ১৪ অক্টোবর : এবার পজোয় বৃষ্টি হবে কিনা, সে নিয়ে তর্কবিতর্ক অনেক চলেছিল। কিন্তু সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত আকাশের অবস্থা দেখে মুখে হাসি ফিরেছিল অনেকেরই। আকা**শে** মেঘের জ্রুকটি না দেখতে পেয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। ঠাকুর দেখতে ভিড় উপচে পড়েছে[°] দেখে সকলেই খুশি। পুজোয় বিরিয়ানির দোকান দিয়েছিলেন আবদুল বললেন, 'ভোর সাড়ে চারটা পর্যন্ত দোকানে খদ্দের ছিল। ভিড় সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয়েছে।'

দিনে রোদ ঝলমলে আকাশ। শরতের ট্রেডমার্ক নীল আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখা গিয়েছিল পুজোর কয়েকদিন। বৃষ্টির সম্ভাবনা খারিজ হয়েছে দেখে সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত পথে মানুষের ঢল নামে। ভোর চারটা পর্যন্ত বাগিডোগরা থেকে মাটিগাড়ার প্রতিটি পুজোমগুপে

দর্শনার্থীদের মিছিল। বাগডোগরা থানা এলাকায় ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে এবছর অনুমোদিত সর্বজনীন পুজো ৫৭টি, পারিবারিক পুজো ছয়টি। বাগডোগরা রেলের মাঠে এবছর দুটি বড় পুজোর অনমতি না মিললেও রেলের মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। রেলের মাঠের উলটোদিকে বিহার মোড় দুগোৎসব কমিটির পুজো এবং চিত্তরঞ্জন স্কুলের মাঠের পুজো থাকায় বিহার মোড় থেকে স্টেশন মোড়, সব জায়গায় মানুষের ভিড়।

সেখানে উড়ালপুলের নীচে খাবারের দোকানের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো। নীচে উডালপলের দোকান দিয়েছিলেন বিনীতা রায়। তাঁর কথায়, 'পরিবারের পাঁচজন সদস্য। অথচ এগরোল, মোমো, চাউমিন দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়েছি। সারা রাত জাগতে হয়েছে। রাতে বেঞ্চে একজন করে পালা করে ঘুমাই, আবার খদ্দের সামলাই।' একই কথা বললেন সমীর বর্মন। সমীর তাঁর স্ত্রী এবং শ্যালিকাকে নিয়ে এগরোল,



- আকাশ পরিষ্কার দেখে বাগডোগরার রাস্তায় ঢল নেমেছিল দর্শনার্থীদের
- লাভের আশায় হাসি ফোটে রাস্তার পাশের স্টলের ব্যবসায়ী থেকে রেস্তোরাঁ মালিকদের
- অধিকাংশ বড় মণ্ডপের সামনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়
- ভোর চারটা পর্যন্ত বাগডোগরা থেকে মাটিগাড়ার প্রতিটি মগুপে দর্শনার্থীদের 'মিছিল'

মোমো. চাউমিনের দোকান দিয়েছিলেন।

অধিকাংশ পুজোমগুপের সামনে সাংস্কৃতিক অনষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। পুজো দেখতে এসে গান শোনা ছিল বাড়তি পাওনা। স্থানীয়রা ছাড়াও বাইরে থেকে পজো দেখতে এসে গানে মশগুল হয়ে পড়েন। আপার বাগডোগরা হাটখোলা দুগপুজোর মণ্ডপে ক্যেক্দিন স্থানীয় এবং বাইরের শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন। একই দশ্য দেখা যায় বিহার মোড দুগোৎসব কমিটির মণ্ডপের সামনে। সেখানে স্যাক্সোফোন, সানাইয়ের সুরে মোহিত হয়ে যান যোগেশ যাদব। তিনি বলেন, 'বাংলায় এবার আমার প্রথম পুজো দেখা। পুজোতে এত কিছু দেখে খুব ভালো লাগছে। বাংলার মতো এমন সংস্কৃতি অন্য রাজ্যে নেই।

লোয়ার বাগডোগরা দুর্গোৎসব কমিটিতেও পুজোর গানের আসর বসেছিল। বাগডোগরা ভূজিয়াপানি পজোমগুপে আবার ভাওয়াইয়া গানে মুগ্ধ হন তারবান্ধা গ্রামের বিনীতা বর্মন, সুমিতা সিংহ। পুজো দেখতে এসে গান শুনে সেখানেই



মাটিগাড়ার মায়াদেবী ক্লাবে দর্শনার্থীদের ঢল। রবিবারের ছবি।

লক্ষ্মীপুজোয় মেলা ও গান

মিটতেই চোপড়া ব্রকের বিভিন্ন জায়গায় কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে পালাগানের আসর ও মেলা আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীডাঙ্গিতে সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজোর শতবর্ষ পূর্তিতে মূল আকর্ষণি দু'দিনের মেলা र्छ পালাগানের আসর। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীডাঙ্গি ও ভক্তিয়াডাঙ্গিতে প্রতিবার পুজো ঘিরে জমজমাট মেলা বসে। লক্ষ্মীডাঙ্গি প্রাইমারি স্কুল চত্বরে স্থায়ী মন্দির রয়েছে। স্কুল মাঠেই বসে মেলা।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় সিংহ বলছেন, 'বুধবার পুজো। সোমবার থেকে দু'দিনব্যাপী মেলা চলবে। বসবে পালাটিয়া গানের আসর।' সম্পাদক হরিকান্ত সিংহর কথায়. 'প্রতিবছর লক্ষ্মীডাঙ্গিমেলায় জমজমাট ভিড় হয়। আশপাশের তিন-চারটি গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে আত্মীয়স্বজনরা আসেন।'

ভক্তিয়াডাঙ্গিতে শতাব্দীপ্রাচীন সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসবে বহস্পতিবার। এখানেও পাঁচালি পালাগানের স্থায়ী মন্দিরের সামনে বড় মাঠ রয়েছে। পুজো কমিটির উপদেস্টামগুলীর সদস্য চন্দ্রশেখর সিংহর ব্যাখ্যা, 'এখানে প্রায় দেডশো বছর ধরে পজো হয়ে আসছে। প্রতিবার গানের আসর বসে। বুধবার পুজো। বৃহস্পতিবার মেলা। ওইদিন রাতে পাঁচালি গানের আসর বসানো হচ্ছে।' এবার অবশ্য উদ্যোক্তাদের ভাবাচ্ছে, রেললাইনের আন্ডারপাসে জল জমার সমস্যা। বিষয়টি রেলের স্থানীয় আধিকারিকদের জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

অন্যদিকে, হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের জাদুগছের গোগলাল মোড়ে লক্ষ্মীপুজোর ২৫তম বর্ষ। বৃহস্পতিবার মেলা বসবে। হবে পালাটিয়া গান।

বচসা থামাতে গিয়ে মামার হাতে খুন

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ অক্টোবর মামা-মামির বচসা থামাতে গিয়ে ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ গেল ভাগ্নের। মৃত শ্যাম মূভা ফাঁসিদেওয়ার মানগছের বাসিন্দা। ভাগ্নেকে খুনের দায়ে মামাকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। ধৃত সোরেুন মুভা (৪৫) একই গ্রামের বাসিন্দা। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। ধৃতৈর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ৭ দিনের নিজেদের হেপাজতের আর্জি জানিয়েছিল। বিচারক ৭ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জর করেছেন। এদিনই মৃতদেহ ময়নীতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে[ঁ] পারিবারিক বিষয় নিয়ে বাড়িতে সোরেনের সঙ্গে বচসা বাঁধে তাঁর স্ত্রীর। শ্যাম সেই ঝামেলা মেটাতে যান। তখন সোরেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে ভাগ্নেকে আঘাত করলে হাত কেটে যায় তাঁর। রাতেই শ্যাম ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফেরেন তিনি।

এরপর ভোরের দিকে সোরেন এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। ফের পরিস্থিতি সামলাতে যান শ্যাম। অভিযোগ, তাঁর মামা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে আঘাত করেন। অঝোরে রক্ত বেরোতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন শ্যাম। স্থানীয়দের দাবি, তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলৈ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও

হাসপাতালে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে পুলিশ সোরেনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝেমধ্যেই দম্পতির মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে ঝামেলা লেগে থাকত। পরিবারের এক সদস্য রাকেশ মুন্ডার কথায়, 'বচসা থামাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন শ্যাম।' পুলিশ ঘটনার পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার ওসি

প্রধানের বাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ

ইফতিকার উল হাসান।

আবাস যোজনায় বরাদ্দ পেতে দেওয়া কাটমানি ফেরত চেয়ে সোমবাব ইসলামপুর থানার কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমের বাড়ি ঘেরাও করলেন এলাকার একাংশ বাসিন্দা। ঘণ্টাদুয়েক সেখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাঁরা। রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রায় এক মাস আগে দুর্নীতির অভিযোগে নুরিকে দল[্]থেকে বহিষ্কার করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর ব্লক নেতৃত্ব। নুরির স্বামী আবদুল হক তোলাবাজি সহ একাধিক মামলায় অভিযক্ত। বর্তমানে তিনি ফেরার। সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে পুলিশি নিরাপত্তায় ২০০ জনকে ২১ লক্ষ টাকা ফিরিয়ে দেন প্রধান।

এদিন তৃণমূলের সুজালির অঞ্ল সভাপতি আব্দুস সাতার বলেন, 'প্রধান ও তাঁর ফেরার স্বামী তোলাবাজি করে স্থানীয় মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছেন। আমরা দীর্ঘদিন থেকেই সেটা বলে আসছি। প্রধানকে দল থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু তিনি পদ ছাড়ছেন না। আমাদের দাবি, প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক। মানুষের ক্ষোভ বাড়তে শুরু করেছে।' প্রসঙ্গে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেছেন, 'ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়েছি। ঘটনার ওপর আমরা নজর রেখেছি।' নুরিকে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

মণ্ডপে বই

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : কলকাতার কেষ্টপুর প্রফুল্লকানন মাস্টারদা স্মৃতি সংঘের পুজোমগুপে এবার অভিনবত্বের ছোঁয়া ছিল। এবারে তাদের থিম, 'লেখক ও তাঁদের বই'। মণ্ডপজর্ডে জায়গা করে নিয়েছিল একাধিক[্]লেখকের বই। ছিল লেখকের পরিচিতি। সেখানে প্রদর্শীত হয়েছে শিলিগুড়ির বাসিন্দা সেবন্ডী ঘোষের লেখা বইও।

সেবন্ডীর লেখা 'ফুর্তি ও বিষাদ কাব্য' বইটির সঙ্গে ম[্]গুপে রয়েছে তাঁর পরিচিতি। পাশাপাশি সেখানে স্থান পেয়েছে চিত্রা দেব, ভগীরথ মিশ্র, নবনীতা দেব সেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, সমরেশ মজমদার সহ বহু বিশিষ্ট লেখকের বই। সেবন্ডীর কথায়, 'কলকাতায় এত বড় মণ্ডপে সরস্বতীকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি এখানে দেখেছি। যাঁদের ভাবনায় এটা এসেছে, তা সত্যিই অভিনব এবং প্রশংসনীয়।'

ইসলামপুর, ১৪ অক্টোবর : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পাড়ার পুজোয় উর্দি পরে পুলিশ আধিকারিকের নাচের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে বিতর্কের ঝড় বইছে। ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ

সংবাদ যাচাই করেনি) দেখা গিয়েছে, স্ত্রী পুজোমগুপের ভেতরে তৈরি একটি মঞ্চে গাইছেন। সেই মঞ্চে নাচছেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি ট্রাফিক উদয় তামাং। এমনকি তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদেরও

শহর ইসলামপুর ইসলামপুর আম পঞ্চায়েতের নতুনপাড়ার মণ্ডপে সপ্তমীর রাতে এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি প্রধান অসীমা পালের। অসীমা বলছেন, 'উর্দি পরে কর্তব্যরত পুলিশকর্তার এমন আচরণ কাম্য নয়। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাবে। ডিএসপি ট্রাফিকের এই আচরণ নিয়ে পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগ করব[।]'

উদয় অবশ্য বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন। সস্ত্রীক গান ও নাচের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক এবং শিশুদের উৎসাহ দিতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ সুপার জবি থমাস অবশ্য ওই পুলিশ আধিকারিকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর যুক্তি, 'ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় নাচ করা যাবে না. এমনটা আমার জানা নেই।' জবির পালটা প্রশ্ন, 'সেনার জওয়ানরাও তো ইউনিফর্ম ফোর্সের ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়?' যদিও নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন এসপি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক মহিলা স্টেজে হিন্দি গান গাইছেন। সেই গানের তালে দর্শকরা তো বটে, ডিএসপি নিজেও কোমর দোলাচ্ছেন। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি



ইউনিফর্ম পরা অবস্থায় নাচ করা যাবে না, এমনটা আমার জানা নেই। সেনার জওয়ানরাও তো ইউনিফর্ম পরে আনন্দ করেন। তাহলে পুলিশ ফোর্সের ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়?

> -জবি থমাস, *পুলিশ সুপার* ইসলামপুর পুলিশ জেলা

পুজোমগুপে। মঞ্চের সামনে এবং শিশু-কিশোরদের নাচতে উৎসাহ দিচ্ছেন উর্দি পরা সেই ডিএসপি। উদয়ের ব্যাখ্যা, 'আমার স্ত্রী ওই মণ্ডপে গাইছিলেন সেদিন ওখানে অন্য একটি অনুষ্ঠানও हिल। त्म कात्रण शिराहिलाम¹ स्त्रीत গানের সময় উৎসবের পরিবেশ আনন্দদায়ক করে তুলতে নেচেছি সেটা নিয়ে এত বিতর্ক হবে ভাবিনি শহরের অন্য একটি পুজোমগুপেও

পুজোয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে মৃত্যুহার কম

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : বিস্ময়কর তথ্য। স্বস্তিরও বটে। পুজোয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী মৃত্যুর স্বাভাবিকের তুলনায় কম রইল এবার। মেডিকেলের সুপার সঞ্জয় মল্লিকের দেওয়া তথ্য^ˆসেরকমই। তাঁর দাবি, 'মেডিকেলে প্রতিদিন গড়ে ১৫-১৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়। এই গড়টা সারা বছরের যে কোনও সময়। কিন্তু এবার পুজোর ক'দিন মেডিকেলে গড়ে ১৩ জনেরও কম

রোগীর মৃত্যু হয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলনে, সিনিয়ারদের একটা বড় অংশ কলকাতায়। তারপরেও স্বাভাবিক মৃত্যুর গড় কমে যাওয়ার রোগীদের

কারণ নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মেডিকেলের সুপারের অনুমান, সম্ভবত সংকটজনক রোগী পুজোর সময় কম রেফার হয়ে এসেছে। তাছাড়া বড় দুর্ঘটনা তেমন ঘটেনি পুজোয়। সেজন্য মৃত্যুহার কম। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

একটা বড় অংশের ফাঁকিবাজির মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে প্রতিবার। এছাড়া পুজোয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে সংকটজনক

ও হাসপাতালে প্রতি বছর পুজোর পাঁচদিনে মৃত্যুর হার অস্বাভাবিক বাড়ে। গত বছরও পুজোর পাঁচদিনে ৮৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। পুজোর সময় পৃথক ডিউটি রোস্টার থাকলেও সিনিয়ার ডাক্তারদের জেরে চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে উত্তরবঙ্গ



উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রোগী ভোগান্তি। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

কলেজ ও হাসপাতালে রেফারের প্রবণতা, ডাক্তার না থাকায নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসাধীন

রোগীদের মেডিকেলে নিয়ে আসায় সমস্যা বাড়ে। কিন্তু এবার বেনজির তথ্য, যা সুপার দিয়েছেন। ওই পরিসংখ্যানে ৭ অক্টোবর ১২, ৮ অক্টোবর ১০, ৯ অক্টোবর ১৫, ১০ অক্টোবর ৮, ১১ অক্টোবর ১৫, ১২ অক্টোবর ১৩ ও ১৩ অক্টোবর ১১ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অথাৎ ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত হিসাবে মেডিকেলে মুতের সংখ্যা ৬২। গড় হিসাবে যা প্রতিদিন

অন্যবার কয়েকজন সিনিয়ার ডাক্তার এবং জুনিয়ার ডাক্তাররা মিলে পুজোয় রোগীর ভিড় সামাল দেন। এবার জুনিয়ারদের সিংহভাগ কর্মবিরতিতে [`]আছেন। কলকাতা থেকে যাতায়াত করা সিংহভাগ চিকিৎসক এখন মেডিকেলে নেই। তারপরেও স্বাভাবিক পরিষেবা চালু থাকায় মৃত্যু কমানো গিয়েছে বলে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দাবি।

লিখিত অভিযোগ জানাবেন প্রধান

উর্দি পরে মঞ্চে

তাল মেলাতে দেখা যাচ্ছে।

ঘটেছে নতুনপাড়া যমুনা সর্বজনীন আমার স্ত্রী গেয়েছেন।'

মঙ্গলবার, ২৮ আশ্বিন ১৪৩১, ১৫ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৪৫ সংখ্যা

হরিয়ানার শিক্ষা

তিহাসিক রায় দিয়েছে হরিয়ানা। অতীতে এই জাঠ রাজ্যে কোনও দল টানা তিনবার ক্ষমতায় আসেনি। গ্রাউন্ড রিপোর্ট থেকে এগজিট পোল, সর্বত্র বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেসের এগিয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস ছিল। বিজেপির সব হিসাবনিকাশ বদলে দুর্দান্ত জয় পাওয়ার প্রশ্ন এখন সর্বত্র। ভোটবৃদ্ধি ও আগের তুলনায় প্রচুর আসন লাভ শাসকের প্রতি ভোটারদের আস্থা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। অনেকের যুক্তি, মনোহরলাল খাট্টারের বদলে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নয়াব সিং সাইনিকে তুলে ধরা একটি স্তর অবধি শাসককে সহায়তা করেছে।

বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের কারণ বিশেষ করে কৃষি আইন, অগ্নিপথ প্রকল্প, কুস্তিগিরদের সঙ্গে যৌন লাঞ্ছনা, বেকারত্ব, আর্থিক সংকট ইত্যাদি গোটা ভারতজুড়ে বাস্তব। হরিয়ানা এর ব্যতিক্রম ছিল না। ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি হেভিওয়েট সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কুস্তিগিরদের সঙ্গে পুলিশের আচরণ ওই রাজ্যে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়েছিল।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির দলিত ভোটে ধসে সেই ইঙ্গিত ছিল। রাহুল গান্ধির জাতিগত শুমারির দাবি বেশ কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল। এই নির্বাচনে কংগ্রেস ২০১৯-এর তুলনায় ১১ শতাংশ বেশি ভোট পেয়েছে। তবে জাঠ ভোটারদের কংগ্রেসের পাশে দাঁড়ানো রাজ্যের অপ্রধান সম্প্রদায়গুলির একত্রিত হয়ে অদর ভবিষ্যতে পালটা শিবির তৈরির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক পনর্গঠন এই নির্বাচনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভোটারদের রাতারাতি মানসিকতার বদল ঘটেছে। ২০০৫ সালে ভূপিন্দর সিং হুডা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে কংগ্রেসের বিপুল জনসমর্থন ছিল। যেখানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল (আইএনএলডি) জাঠ ভোটের ওপর বেশি নির্ভর করত। কিন্তু জাঠ ভোটাররা আইএনএলডি থেকে মুখ ঘুরিয়ে কংগ্রেসকেন্দ্রিক হয়ে ওঠায় হরিয়ানার রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান হয়।

যদিও এই নির্বাচনে কংগ্রেসের থেকে বিজেপি মাত্র এক শতাংশ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। কিন্তু আসন লাভের বিচারে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। ২০১৪ সালে বিজেপি ৩৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ৪৭টি আসন দখল করে ছিল। আর ২০১৯-এ ৩৬ শতাংশ ভোট পেলেও সাতটি আসন কমেছিল। হরিয়ানায় আইএনএলডি, জননায়ক জনতা পার্টির (জেজেপি)-র শক্তি হ্রাস ২০১৪. ২০১৯ ও ২০২৪-এর নির্বাচনে স্পষ্ট। ওই বছরগুলিতে তারা যথাক্রমে ৩৩ ১৭ ও ৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তাদের কমিটেড ভোটাররা বিজেপির বেশি আসন পাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

হরিয়ানা কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়ার জন্য শতাব্দীপ্রাচীন দলটির আত্মতৃষ্টিও সমানভাবে দায়ী। ২০২৩ সালে ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের উপদলীয় দ্বন্দের ছায়া এখানে প্রবল ছিল। ছত্তিশগড়ে টিএস সিং দেও এবং ভূপেশ বাঘেলের ক্ষমতার দ্বন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ভূপিন্দর সিং হুডা এবং কুমারী শৈলজার দ্বন্দ্বের মধ্যে।

এবারের বিধনসভা নির্বাচন হরিয়ানার রাজনীতিতে প্রভাবশালী পরিবারগুলির পতনের ইঙ্গিত দেয়। তিনটি লাল এবং হুডা পরিবারগুলি ১৯৬৬ সালে রাজ্য গঠনের পর থেকে ক্ষমতায় ছিল। এবার এই পরিবারগুলির অনেকে হেরেছেন। এই পরিবারগুলির ক্ষমতাচুক্তির আরেকটি দিক আছে। বিজেপি যদি নয়াব সিং সাইনি বা অন্য কোনও অ-জাঠকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিসাবে বেছে নেয়, তবে দীর্ঘদিন পর হরিয়ানায় অ-জাঠদের ক্ষমতায়ন ঘটবে।

তাতে জাঠদের মধ্যে ক্ষমতা হারানোর খেদ বাড়বে। প্রভাবশালী ও অপ্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিভেদ বাডবে। রাজ্য শাসনে বিজেপিকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে। ভোট অনেক সময় হিসাবনিকাশ উলটে দেয়। যেমন আমরা গত বছর দেখেছি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে হিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে বিজেপি অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। লোকসভা নির্বাচনে সেই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দাম কড়ায় গভায় চোকাতে হয়েছে। গোবলয়ে কংগ্রেসের ফল পদ্ম শিবিরকে বাকরুদ্ধ করেছে।

অমৃতধারা

বৃদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে। মননশীল মানুষ জাগতিক পুথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়। -শ্রীশ্রী রবি শংকর

বিজয়া তখন ছিল স্বৰ্গীয় স্বাদবদল

পুজো চলে যাওয়া মানে আরও অজস্র স্মৃতির জন্ম। অজস্র স্মৃতিকেও যেন হারিয়ে ফেলা। যা চিরকালের মধুর।



ছেলেবেলার বিজয়ার কথাও খুব মনে পড়ে। গ্রামে যেমন. পরে উদ্বাস্ত হয়ে আস্তানা নেওয়া খড়্গপর শহরেও তেমনই- নানা

বাড়ি ঘুরে ঘুরে পেন্নাম সেরে বিজয়ার মিষ্টি খেয়ে বৈড়াতাম। মিষ্টি (মিহিদানা, গজা, দরবেশ, কিংবা নাড়, মোয়া, মুড়কি, নারকেলের 'তক্তি' ইত্যাদি) খেতে খেতে মুখ মেরে যেত, তাই শেষে যেতাম সহপাঠী চন্দ্রশেখর বা বিশুদের বাড়ি। ওর মা আমাদের ওই দুর্গতির কথা ভেবে গরম গরম লুচি ভেজে দিতেন আলুর দমের সঙ্গে খাওয়ার জন্য। সে এক স্বৰ্গীয় স্বাদবদল।

তবে বিজয়ার ওই অমিতাচারের ফলে তার পরের দু'-একদিন বাড়ি থেকে বেরোনো যেত না। জলভর্তি মগ হাতে নিয়ে কোনও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘনঘন ছুটতে হত। দাদারা বিজয়ার সিদ্ধির শরবত খেতেন – আমাদের পক্ষে সেটা ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। শুনেছি যে গ্লাসে সিদ্ধি গুলতেন তাতে একটা তামার পয়সাও ঘষে নিতেন, তাতে নাকি সিদ্ধির নেশা আরও জমত। তবে ওই অনুপাতে একেকজনের একেকরকম প্রতিক্রিয়া হত। কেউ হেসেই চলেছেন তো হেসেই চলেছেন। কেউ কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে চলেছেন। ওই একনিষ্ঠা আর থামানো যাচ্ছে না। ঘুমিয়েও পড়তেন কেউ, সেটাই রক্ষা।

গ্রামের প্রতিমা বিসর্জন হত গ্রামেরই নদীতে। অনেক গ্রাম থেকে নৌকা আসত প্রতিমা নিয়ে, সামনে হ্যাজাকের উজ্জুল আলো। ঢাকের বিপুল আওয়াজ- এই ছিল আমাদের তখনকার কার্নিভাল। দশখানা গ্রামের লোক ভেঙে পড়ত 'নিরঞ্জন' দেখতে। একেক করে বিসর্জন হত। যার পালা আসত, সেই নৌকা নদীর একটু মাঝখানে চলে যেতে, তারপর 'জয় মা দর্গার জয়' সম্মেলক ধ্বনিতে প্রতিমাকে ঠেলে নৌকার প্রান্তে নিয়ে জলে নিক্ষেপ করা হত। তারপরে অন্ধকার শূন্যতা।

লেখকরা বেশি বুড়ো হলে পাঠকদের সমস্যা তৈরি হয় যে, একই কথা বারবার পড়তে বা শুনতে হয়, কারণ বুড়োদের বারবার একই কথা বলা অভ্যেস। আর বিষয়টি যদি আত্মজীবনীমূলক হয় তবে আর দেখতে হবে না, বুড়োদের মাথা ঘুরে যায়, তাঁদের বকবকানি থামানোর জন্য হয়তো তাঁদের মাথায় ডান্ডা মারার কথা কেউ কেউ ভাবেন। আবার নানা সময়ে দাবিও ওঠে, পুনরাবৃত্তিমূলক দাবি। যেমন পুজোর আগে অনেকে শুনতে চায়, আপনার পুজো কেমন ছিল যদি বলেন।

'আপনার পুজো' মানে আমি পুজোর লক্ষ্য নই, বাংলাদেশে 'পুজো' কথাটার একটা প্রধান মানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে দুর্গাপুজো। কিন্তু একটা মানে সকলের আগে মুছে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিই, তা যদি ভুলক্রমেও 'আমাকে পুজো' বোঝায় তা হলে প্রথমেই সে মানেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন, ইংরেজিতে বললে বলতে হয়, Perish the thought! আমাকে কেউ পুজো করেন না, করার প্রশ্নই নেই। আমি নাস্তিক, তাই সম্ভবত ভয়ংকর পাপী মান্য। বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই শরৎকালে, 'পুজো' কথাটার একটাই মানে, যা বুঝিয়ে বলার

তবু নাস্তিক যেহেতু বাঙালি হিন্দু পরিবারে জন্মেছে, তাও পুর্জো আছে। 'আছে' না বলে আমি 'ছিল' বলতে বেশি ভালোবাসি, কারণ এখন আমি পুজোর ক'টা দিন চুপচাপ ঘরে বসে থাকি। গানটান শুনি, শারদসংখ্যা



পবিত্র সরকার

পড়ি, শর্করার জ্রকটি সত্ত্বেও ভালোমন্দ খাই, ঘুমোই। অন্য সময় মানুষের মিছিল দেখি। তা দেখতে আমার বেশ ভালো লাগে। কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির একটি ডাকসাইটে পুজোর জন্য গলিতে মান্যের আঁকাবাঁকা লাইন আমার গলিতেও এসে পৌঁছোয়, আমি তাঁদের কথাবার্তা শুনি, 'ওই স্টলের বিরিয়ানিটা বেশ ভালো ছিল গো!' 'লাইন তো জমে গেল রে. আমাদের তো আরও তিনটে মণ্ডপ আজকে সারতে হবে' ইত্যাদি, বাচ্চারা প্লাস্টিকের সানাই বাজায়, খেলনা-পিস্তল থেকে কাগজের গুলি ছোড়ে, বেলুনের শরীর ঘষে আর্তনাদ বার করে, কেন জানি না তাতে আমার গা'টা মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে।

একসময় পুজোর মধ্যে আমি ভেসে যেতাম, কৈশোর কখনও ভাসানের প্রতিমার ট্রাকের সামনে নাচতে নাচতে তাকে বিসর্জনে নিয়েও গিয়েছি। কিন্তু এখন আমি দূরের দর্শকমাত্র, দর্শক না বলে শ্রোতা বলাই ভালো। আমি টেলিভিশন খুলি না, আর এখন খবরের কাগজেরও 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে,' তাই পুজোর চারদিন যে খবরের কাগজ বেরোয় না তা একরকম ভালোই লাগে।

সক্রেটিসের মতো আমারও মনে এখন, এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখে, একট ছদ্ম-অহংকারী ভাবনা জাগে, 'এইসব কত জিনিস ছাড়াই আমার দিব্যি চলে যায়।' আমার পানমশলা চাই না, মুখ পরিষ্কার করার ফেসওয়াশ চাই না, ডিওডরান্ট চাই না, হোন্ডা বাইক চাই না, বিএমডব্লিউ গাড়ি চাই না, শাড়ি চাই না, পাঞ্জাবি চাই না, টি-শার্ট চাই না, যে গেঞ্জি পরলে দশটা মস্তানকে টাইট করা যায় সেরকম গেঞ্জি চাই না, ঘ্যাম রেস্তোরাঁতে খাওয়া চাই না, চাই ক'দিনের শান্ত, গৃহস্থ বিশ্রাম। পুজো আমাকে সেই সুযোগ এনে দেয়।

বাইরের পুঁজো এখন আমার অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এই চারদিন- না তার কিছুদিন আগে থেকেই, স্মৃতির পুজো আমার দখলদারি নেয়। কী আর করতে পারি আমরা, এখনও মস্তিষ্কের পেছনে তলার দিকে তা নাছোডবান্দা হয়ে লেগে আছে, তাকে কেউ ডিলিট করার দিকে এগিয়ে আসেনি।

পুব বাংলার নিঃসীম গ্রামীণ দিগন্তের ওপার থেকে আকাশে ভেসে আসা ঢাকের আওয়াজ। তারপর হয়তো আরও কাছে, আমাদের গ্রামের টিনের মণ্ডপে। এ মণ্ডপ একেকবার একেক বাডিতে তৈরি হত–

ঢাকের বাদ্যি কি মহালয়াতেই শুরু হত? আমাদের স্কুল মহালয়ার পরে আবার খোলা থাকত ক'দিন, সে এক অত্যাচার। বাগানে, গ্রামের পথে মাটি ঢেকে যাচ্ছে শিউলি ফলে. ভোরবেলা আমরা তা কুড়োতে ছুটছি। ওটাই তো পজোর প্রথম গন্ধ।

আকাশের বিস্তীর্ণ নীলের মধ্যেও আবার টকরো টকরো সাদা মেঘ ভেসে থাকছে তাদের দিক থেকে সাধারণভাবে কোনও বিপদসংকেত নেই। নানা রঙের পালের নৌকা আসছে ভরা নদীর ওপর দিয়ে। সকাল থেকে নদীর ঘাটে আমরা ছুটে ছুটে যাই- একের পর এক নৌকা এসে লাগছৈ বংশাই নদীর ঘাটে। কখনও ঢাকা থেকে মোটর লঞ্চ এসে ভিড়ছে- গ্রামের মেয়েরা আসছে নানা দুরত্বের শৃশুরবাড়ি থেকে, ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কখনও জামাইটিকে শুদ্ধ আঁচলে বেঁধে। ছেলেরা আসছে দূরের শহর কলকাতা থেকে বৌমা আর সন্তানদৈর নিয়ে।

আমরা বিনা আমন্ত্রণেই ঘুরঘুর করছি। কেউ হাতে গুঁজে দিচ্ছে শহরের মিষ্টি বা ঢেলে দিচ্ছে কৌটোর দুধ, যা খেয়ে মনে হচ্ছে এই তো অমৃত। কাছের কেউ নিয়ে আসছে আদরের জিনিস, একটি-দুটি বই। কোনও নতুন জামাই শৃশুরবাড়ির গ্রামকে চমকে দেওঁয়ার জন্য নিয়ে আসছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য, একটি বড় বাক্স-গ্রামোফোন। সন্ধেবেলায় তার শৃশুরবাড়িতে সারা গ্রামের আমন্ত্রণ। আমরা শিহরিত হয়ে শুনছি সেইসব গান, কানন দেবীর 'আমি বনফুল গো', রবীন মজুমদারের 'এই কি গো শেষ দান বিরহ দিয়ে গেলৈ', আব্বাসউদ্দিনের 'আমি হাড কালা করলাম রে আমার দেহ কালার লাইগা। গ্রামের সন্ধ্যার বাতাস বিধুর হয়ে উঠছে এই সমৃদ্ধ সুর মুখরতায়।

গ্রামের মা-কাকিমারাও অনেক আগে থেকে প্রস্তুত হতেন ওই প্রবাসীদের জন্য। মাসখানেক আগে থেকেই ঘরে ঘরে নাড়-মুড়কি, নারকেলের সন্দেশ-তক্তি ইত্যাদি তৈরির ধম লেগে যেত, যারা আসবে তাদের মুখে তুলে দেবেন। টিনের মণ্ডপে পুরোনো *ঢঙের দুর্গাপুজো এখনকার থিমটিমের কাছে* কিছুই না, আলো নেই, আহামরি সাজ কিছু নেই, কিন্তু তাতেই সারাদিন খিদে-তেষ্টা ভূলে মণ্ডপে পড়ে থাকা আমাদের আটকাত না। এই প্রতিমা ওই মণ্ডপেই মাসখানেক আগে থেকে তৈরি হত, আমরা তার কাঠের ফ্রেমের ওপর মোটামুটি সচ্ছল গৃহস্থের বাড়ির পাশে। ওই খড়ের কাঠামো তৈরি, তাতে মাটি লাগানো,

তাকে রোদ্ধরে শুকানো, প্রথমে সাদা রং তারপরে অতসী ফুলের রং, মুখচোখের রেখা, তারপর 'রজন' দিয়ে চকচকৈ করা সবই দেখতাম। শুধু যেদিন 'দষ্টিদান' বা চোখের মণি আঁকা হত বা সবাইকে শাড়ি, ধুতি পরিয়ে হাতে অস্ত্রশস্ত্র বসানো হত সেটাই দেখতে পেতাম না, সেটা সম্ভবত হত মধ্যরাতে।

যাই হোক, পুজোর চারদিন মণ্ডপ ছেড়ে কোথাও নড়তাম না। বাড়ির লোকের ডাকাডাকিতে অতিষ্ঠ হয়ে খুব বিরক্ত মুখে দুপুরে বা রাতে খেতে ফিরতাম। আমাদের ওই পজোমগুপে সন্ধেবেলায় ফাংশন যাকে বলে তা হত না, শুধু আরতি আর দাদাদের ধুনুচি নাচ হত। তবে পাশাপাশি একটা থিয়েটারের রিহার্সাল চলত। সেটা পুজোতে একটা অপরিহার্য বাৎসরিক রুটিন, তার জন্য সারা গ্রাম এবং আশপাশের অন্যান্য গ্রাম আশা করে বসে থাকত। সন্ধ্যায় বারণ সত্ত্বেও উঁকি দিতাম আমাদের কাছারি ঘরে, যেখানে নাটকের রিহাসলি চলছে। নাটক হবে বিজয়া দশমীর পরে।

আমাদের ছুটি এক মাসের, পুজোর ক'দিন পড়াশোনার কৌনও প্রশ্নই নেই। লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত অভিভাবকরা এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করতেন না। আমরা জানতাম, পুজোর সময় বইপত্র ধরলে পাপ হয়। লক্ষ্মীপুঁজোর পরে অভিভাবকরা বলতেন, 'এবার বইপত্রের ধুলো ঝেড়ে নামাও, ইসকুল খুললেই তো পরীক্ষা! হ্যাঁ, আমাদের সময়েও ওই এক ঝামেলা ছিল পুজোর ছুটির পরেই অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সে ভাবনায় অবশ্য আমাদের পুঁজোর আনন্দ মাটি হতে দিতাম না।

নাটক হত কালীপুজোর পরে। রিহার্সাল করতে করতে নাটক শুরুর আগেই একাধিক প্রধান চরিত্রের গলা ভেঙে যেত, মুহুর্মুহু আদার চা পানে কোনও সুরাহা হত না। নাটকের দিন নায়িকার ফ্যাঁসফেঁসে গলায় কান্না ও সংলাপে ফিচেল দর্শকের মধ্যে তুমুল হাসির রোল উঠত, গ্রামবৃদ্ধরা ইংরেজিতে ধমকে উঠতেন, 'সাইলেন্স' বলে। নাটক শেষ হত, তার সঙ্গে পুজোর অনুষঙ্গও। নাটকের ওই শেষের ছবিটির কথা আমি আমার 'অল্প পুঁজির জীবন' থেকে আবার স্মরণ করি- হাতের হ্যারিকেন-লগনে ধানখেতের ওপর নেমে আসা গভীর অন্ধকার দুলিয়ে দুলিয়ে অন্য গ্রামের দর্শকরা গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। আমার স্মৃতির পুজোর ওইটাই **শে**ষ ছবি।

(লেখক শিক্ষাবিদ)

১৯৩১ করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আৰুল কালাম





অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের

আলোচিত



এটা আমরণ অনশন কোথায় গ ফাস্টিং আপটু হসপিটালাইজেশন হচ্ছে। একজন অনশনে বসছেন। তারপর হাসপাতালে চলে যাচ্ছেন। রিলে অনশন হচ্ছে। অপর্ণা মাসিরা সব গুলিয়ে দিচ্ছেন। এটা অন্তত বুঝতে চেষ্টা

–কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১



উত্তরপ্রদেশের আমরোহায় দশেরার দিন রামলীলা মঞ্চস্ত হচ্ছিল। রাবনের দিকে তির নিক্ষেপ করছেন রাম-লক্ষ্মণ, জবাব দিচ্ছেন রাবনও। হঠাৎ রাবন রেগে গিয়ে রামকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দেন। সেই সূত্রে রাম-রাবনের হাতাহাতি সামাজিকমাধ্যমে ভাইরাল।



আগুন লেগে যায়। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে গাড়ি। ড্রাইভার গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। পথচলতি মান্যজন ভয়ে এদিক-ওদিক পালাতে থাকে। অনেকে নিজেদের গাড়ি ফেলেও পালায়। ভাইরাল সেই ভিডিও।

পুজোয় অপরাধ বোধে ভুগলাম



পুজোয় আড্ডা, ঘোরা, খাওয়াদাওয়া- বাঙালির উৎসবের অঙ্গ। এগুলো ছাড়া পুজো সম্পূর্ণ হয় না। ছোটবেলায় প্রজোয় ঘোরা শুরু হত ষষ্ঠীর দিন। ষষ্ঠীর আগে পুজোমগুপে যাওয়ার বা সেখানে আড্ডা দেওয়ার কথা ভাবাই যেত না। এখন সেই প্রবণতা পালটেছে। কলকাতায় বড় পুজো অনেকে দেখছেন দ্বিতীয়ায়, উত্তরবঙ্গেও বড় পুজো দেখতে পঞ্চমীর দিনই ভিড় জমাচ্ছেন মানুষ। পঞ্চমীর দিন শিলিগুড়ির একটি বড় পুজোয় গিয়েছিলাম, ভিড় দেখে মনেই হচ্ছিল না সেদিন পঞ্চমী।

আসলে উৎসব মানেই তো আমাদের রোজকার জীবনের গতানুগতিকতা থেকে একটু আলাদা স্বাদ, ছুটির আনন্দে জীবনের স্ট্রেস রিলিফ হয়। যে মানুষ সারাবছর আনন্দ করার সুযোগ পান না, তারাও পজোর এ ক'টা দিন খুশিতে কাটাতে চান। ব্যক্তিগতভাবে আমি পুজোর প্রথম দিনে পুজোয় রিলিজ হওয়া কিছু ছবি দেখি, শারদীয়া সাহিত্যগুলো পড়ি, বাকি সময়টা পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বা খাওয়াদাওয়ায় চলে যায়। তবে এবছর একটু হলেও তার ব্যতিক্রম ছিল কোথাও।

পুজোয় এবার যাই করি না কেন, মনের মধ্যে কেমন একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। কেননা আমরা যখন রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছি, আমারই মতো ছেলেমেয়েরা তাদের দাবি পুরণের জন্য বসে রয়েছেন অনশনে। ধর্ষণের মতো ঘৃণ্য অপরাধ যে চিকিৎসক তরুণীটির প্রাণ কেড়ে নিল, সেই মেয়েটিও হয়তো আমাদের মতো পুজোয় আনন্দে কাটাতেন, তার এবার পুজো দেখা হয়নি। এ এক এমন ক্ষত, পুজোর শত আনন্দ আর আলোর ভিড়েও যার রেশ থেকে যায়। এবারে পুজোর আনন্দেও তাই খানিকটা বিষাদের সুর মিশে ছিল, একথা বলাই যায়।

অবিন্দম ঘোষ শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জন্সী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সূভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস: ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল: ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস: থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন: ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস: সিলভার

জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন: সম্পাদক ও প্রকাশক: ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার: ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135 Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08 E.Mail: uttarbanga@hotmail.com, Website: http://www.uttarbangasambad.in

উৎসবের যে আলো ওদের কাছে অধরা

উত্তরবঙ্গে আড়ম্বরে প্রায় কোনও কমিটির পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না হুইলচেয়ার, স্বেচ্ছাসেবক সহ বিশেষ পথ।

মৈনাক ভট্টাচার্য



ঠাকুর তো সেই একই, অসুর বধের পোজ দেওয়া সিংহবাহিনী দুগাপিরিবার। আসলে ঠাকরের মোডকে আমাদের ক'দিনের টুইটই তো থিমের টানে। নড়বড়ে এই বখরা বাজারের দিনেও তাই পজোর আবেগ সর্বজনীন। কম্পিটিটিভ

অ্যাডভান্টেজের যুগে পারদূর্শিতার সুবিধে যাঁর যেমন-কারও হাতে ঢাকৈর কাঠি, কেউ মাটন বিরিয়ানির মুনাফায়। ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম সবাই ভেসে যায় এক স্রোতে। পূজার বাজারের ফাউ-এর দলে ক্লাব মাতব্বর থেকে মুৎশিল্পী সবাই যেন কালীপ্রসন্নের হুতোম দর্শনের 'দুগাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ'।

বিগ বাজেটের ক্ষমতাধারী একেকটা পুজোয় প্রতিমার সামনে শোভিত মোমেন্টো স্ট্যাটাস বলে দেয়- কারও শ্রেষ্ঠ পরিবেশবান্ধব পুজো, কারও প্যান্ডেল সবার সেরা, কারও প্রতিমা শ্রেষ্ঠ তোঁ কারও লাইটিং ক্যালিগ্রাফি। সবার ভাগ্যেই বেশ কিছু ট্রফি, মায়ের চরণে শোভিত বড় বড় ড্যামি চেকের পাতায় মা যেন আরও ঔজ্জ্বল্যে সংগীতের তারাসপ্তকের গৎ।

বিচারকের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসলে সব অঙ্ক অনেক সময়েই মেলে না। তবে স্বীকার করতেই হবে এই কৌশল কিন্তু পোষ মানিয়েছে ক্লাবে ক্লাবে একসময়ের বাহুবলী পেশিশক্তির রক্তক্ষয় নেশাকে। তাই তো এই নড়বড়ে বঙ্গজীবনের দুর্গাদায়ের অর্জিত অধিকারে স্মার্ট সংস্কৃতির বিশ্বায়ন-'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার'। আমজনতার আমরাও তাই যে যার মতো মেতে উঠি।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬১



সমাজসেবী সংগঠনের সৌজন্যে এই কয়েকটা দিন নিজস্ব অভিভাবকহীন অনাথ আশ্রম থেকে বৃদ্ধাশ্রম, আবাসিকদের সবাইকে সুরে নিয়ে আসার এ এক গর্বের পার্বণও। কিন্তু পুজো কমিটি থেকে বিচারক কেউ খোঁজ রাখেন না, এই পার্বণের ফাঁক দিয়েও বেসুরোর মতো বেজে যায় শারীরিকভাবে অক্ষম কত মন।

কলকাতার উল্লেখযোগ্য প্রায় সব প্রজোতে সময়ের চাহিদা মেনে বিশেষ দর্শনের নামে আলাদা পথ থাকে. উত্তরের এত এত আড়ম্বরের মাঝেও প্রায় কোনও কমিটির পরিকল্পনায় পাওয়া যায় না হুইলচেয়ার, সেচ্ছাসেবক সহ বিশেষ পথ এবং পরিকাঠামো। যেখান দিয়ে এই অসক্ষম মানুষগুলো খুব কাছ থেকে এই আলোর আভায় একটু শ্বাস নেবে।

শুধু বাইরের পরিমণ্ডলের তৃপ্তি নয়, ওদেূরও যে বাসনা জাগে, পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকিতে চকমকির আগুনের মতো, মানুষে মানুষের ঠোকাঠুকিতে আলো ঝলমলে মায়ের আভিজাত্যের মুখটা প্রত্যক্ষ করতে। অনুভব করতে সেইসব মানুষজনের বেঁচে ওঠার জিয়নকাঠির জাদু, যারা বছরের বাকি দিনগুলির সমস্যা ভুলিয়ে এই উৎসবের রসে নিজেকে ডুবিয়ে নিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে নতুন উদ্যুম।

এত এত প্রাচুর্যের পার্বণ, সরকারি অনুদানের রমরমা। এই সামান্য বোধোদয়ের আশা নিয়ে প্রতিবারই তাই বসে থাকে মানুষগুলো। তবু উৎসব সবার হয়েও সব যে আর হয়ে ওঠে না অনেকেরই। এই বিষয়ে উত্তরের পূজো কমিটি, প্রশাসন থেকে সমাজ সংস্কারক সবাই অঙ্কত রক্ম নীরব।

রঙিন এই দিনগুলি তাই কারও কারও সাদাকালোই রয়ে যায়। ওরা যখন নীলকণ্ঠ পাখিকে উড়ে যাবার কথা শোনে,

হাততালি দিতে দিতে বলে 'আবার আসিস মা।' কেননা ওদের কাছে এত রঙের মাঝে শুধু নীলকণ্ঠের রংটাই যে উজ্জ্বল।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

					1 2011241141, 3224 0410
					উপর-নীচ: ১। এক ধরনের ধাতু সোনা ৩। সাধারণ র্বা ৪। ধমক দেওয়া ৫। মুস ইতি বা সমাপ্তি ৮। কৃষ্ণের পত্নী মঙ্গলকাব্যের দেবী ১ ১১। হঠাৎ হাওয়ার বেগ।
X	X	X	×	X	
本	X	٥		ላ	

পাণ্ডবের এক ভাই ৯। ডাক্তারি শাস্ত্র মতে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান ১২। আগলানো, সতর্ক বা সাব্ধীন হওয়া ১৩। চিরনিদ্রা, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া। র পোশাকের নাম ২। মূল্যবান দ্ধির অতীত বা যে মর্ম <u>বোঝে</u> , সলিমদের পরব ৭। অবসান. ্রত্রক নাম ৯। জরৎকারু মুনির

পাশাপাশি : ১। এখনকার, সাম্প্রতিক ৩। পাতলা নরম

পশমি কাপড় ৫। ছড়ায় চামচিকিড়ির আগের কথা

৬। স্বামীর দিদি বা বোন ৭। একটি গাছের নামে পঞ্চ

সমাধান ■ ৩৯৬০

০। পর্যুদস্ত বা হিমশিম অবস্থা

পাশাপাশি : ১। অম্বিকা ৩। গুপ্তিপাড়া ৪। তাবিজ ৫। রাহাজানি ৭। তামা ১০।ুদাবা ১২। আসবাব ১৪। প্রিজম ১৫। মহালয়া ১৬। নবীন।

উপর-নীচ: ১। অগসূতা ২। কাতান ৩। গুজরাট ৬। জাবেদা ৮। মান্দাস ৯। শিবপ্রিয়া ১১। বাতায়ন ১৩। সমন।

বিন্দুবিসর্গ



টুকরো খবর

খুচরো মূল্যের হার বৃদ্ধি

খাদ্যপণ্যের বাজার চড়তেই ফের খুচরো মূল্যবৃদ্ধির সার্বিক হার ৫ শতাংশৈর ওপরে উঠে গেল। সোমবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বরে খুচরো মল্যবিদ্ধির হার হয়েছে ৫.৪৯ শতাংশ। তার আগের মাস অথাৎ অগাস্টে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৬৫ শতাংশ। তবে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার কম।





দিল্লিতে নিষিদ্ধ বাজি

দিল্লিতে বাড়ছে দৃষণের মাত্রা। এই পরিস্থিতিতে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজধানীতে সব ধরনের বাজি নিষিদ্ধ করল দিল্লি সরকার। ইতিমধ্যে দিল্লিতে বাজি উৎপাদন, জমা করে রাখা, বিক্রি, সবটাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সোমবার দিল্লির দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, '২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত সব ধরনের বাজি উৎপাদন, বিক্রি এবং পোড়ানো নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

ক্ষুধা সূচকে ১০৫

প্রকাশিত ২০২৪ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। ১২৭টি দেশের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে ২০২৪ সালের ক্ষুধা সূচকের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ভারত ১০৫তম স্থানে রয়েছে। 'গুরুতর' ক্ষুধা সমস্যাযুক্ত দেশের তালিকায় রয়েছে ভারত। এমনকি শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের অবস্থাও ভারতের থেকে ভালো। ভারতের পিছনে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান





হাসপাতালে উদ্ধব

মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মখ্যমন্ত্ৰী তথা শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকে। তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরে জানিয়েছেন, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী হাসপাতালে চেকআপ হয়েছে উদ্ধবের। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। সামনেই বিধানসভা নিবাচন মহারাষ্ট্রে। তার আগে সোমবার জল্পনা তৈরি হয়, হার্টের অসুখের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে উদ্ধবকে।

টোলট্যাক্সমুক্ত মুম্বই

বিধানসভা ভোটের আগে মাস্টারস্ট্রোক দিল মহারাষ্ট্রের একনাথ শিল্ডে সরকার। এই সুবিধা শুধু ছোটগাড়ির জন্য। যে কোনও ছোট, হালকা গাড়িকে মুম্বইয়ের পাঁচটি বুথে আর টোল ট্যাক্স দিতে হবে না। বুথগুলি হল দহিসার, আনন্দনগর, বৈশালী, এরোলি ও মুলুন্দ। সোমবার মধ্য রাত থেকে নিয়মটি কার্যকর হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিল্ডে এই খবর জানালেন।





রত্বখচিত রতন

১১ হাজার হিরে দিয়ে তৈরি হল প্রয়াত শিল্পপতি রতন টাটার চোখধাঁধানো প্রতিকৃতি। গুজরাটের এক অলংকার নির্মাতা সংস্থা তাঁর আবক্ষ প্রতিকৃতি তৈরি করেছে, যা ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। 'আর্থ এইট' নামের একটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ছোট ছোট হিরে বসিয়ে ভারতীয় শিল্পপতির মুখ রচনা করছেন শিল্পী।

বিষ্ণোই নিশানায় সিদ্দিকীর ছেলেও

অজিত পাওয়ারপন্থী এনসিপি নেতা চলে গিয়েছেন সলমন খান। দীর্ঘদিন বাবা সিদ্দিকী খুনের ঘটনা পুলিশ ধরে সিদ্দিকী পরিবারের ঘনিষ্ঠ প্রশাসন, রাজনীতির গণ্ডি টপকে বলে পরিচিত সলমন। পুলিশের বলিউডেও ছায়া ফেলেছে। সলমন একটি সূত্রের দাবি, সলমনের সঙ্গে খানের নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগ ছডিয়েছে। শনিবার বান্দ্রা পূর্বে ছেলে জিশান সিদ্দিকীর দপ্তর থেকে বের জানিয়েছে, সলমনের পাশাপাশি হওয়ার সময় বাবা সিদ্দিকীকে গুলি করে খুন করেছিল ৩ দুষ্কৃতী। সেই খুনের দায় স্বীকার করেছে লরেন বিঁফোই গ্যাং। সোমবার পর্যন্ত ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে দুজন আত্তায়ী। তৃতীয় ব্যক্তি হামলার অন্যতম মাস্টারমাইন্ড বলে দাবি পুলিশের।

মুম্বই পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ধৃত আততায়ীদের নাম গুরমেইল বলজিৎ সিং (২৩) ও ধর্মরাজ কাশ্যপ (১৯)। ধর্মরাজ নিজেকে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। রবিবার পুলিশ ধৃতদের মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড আদালতে পেশ করলে বিচারক হয়েছে ধর্মরাজের অসিফিকেশন টেস্টের (হাড় পরীক্ষা) নির্দেশ দেন। তাতেই প্রমাণিত হয় ধর্মরাজের বয়স ১৮-র বেশি। পুনে থেকে পুলিশের জালে ধরা পড়া তৃতীয় ব্যক্তি শুভম লঙ্কারকে সদস্যদের হামলার অন্যতম রূপকার বলে মনে করা হচ্ছে। পলাতক আততায়ী উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা শিবকুমার গৌতমের খোঁজে সোমবারও একাধিক রাজ্যে তল্লাশি চলেছে।

ভাসানের সময়

সংঘর্ষে মৃত ১

বন্ধ নেট

শনিবার দুর্গা ঠাকুরের ভাসান

শোভাযাত্রায় মাইক বাজানো ঘিরে

উত্তপ্ত উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ।

দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষে এক ব্যক্তির

মৃত্যু ও ৬ জন জখম হন। অবস্থা

স্বাভাবিক করতে শুরু হয়েছে

পলিশের টহলদারি। ৩০ জন আটক

হয়েছে। বন্ধ ইন্টারনেট। স্থানীয়

ফাঁড়ির কয়েকজন পুলিশকর্মীকে

জেলার মহারাজগঞ্জ অঞ্চলের

রেহুয়া মনসুর গ্রামে গুলিতে আহত

রামগোপাল মিশ্র মারা গিয়েছেন।

গুলির পাশাপাশি দুই ভিন গোষ্ঠীর

পরস্পরকে লক্ষ করে ব্যাপক

পাথর ছোড়াছড়ি, দোকানপাট লুট

ও অগ্নি সংযৌগের পর পরিস্থিতি

সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে

ঘটনাস্থলে যান উত্তরপ্রদেশের

সঞ্জীব

এডিজি(আইনশৃঙ্খলা) অমিতাভ

যশ। পরিজনরা রামগোপালের

শেষকৃত্য না করে অবস্থান

বিক্ষোভে বসেন। পরে প্রশাসনের

আশ্বাসে তা তুলে নেওয়া হয়।

সলমন নামে যে ব্যক্তির বাড়ি

থেকে গুলি ছোড়া হয় পুলিশ তাকে

চিহ্নিত করেছে। তার বিরুদ্ধে

মামলা রুজু হয়েছে।

গুপ্তা,

স্বরাষ্ট্রসচিব

গতকাল সন্ধ্যায় বাহরাইচ

সাসপেভ করা হয়েছে।

লখনউ, ১৪ অক্টোবর :

ঘনিষ্ঠতার কারণেই খুন হতে হয়েছে বাবা সিদ্দিকীকে। জেরায় ধৃতরা তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তে থাকা একাধিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বলিউড

অন্তরালে সল্মন

অভিনেতা বিফোই হিটলিস্টে রয়েছেন। হিটলিস্টের ওপরের দিকে আছেন সিদ্দিকীর বিধায়ক পুত্র জিশান সিদ্দিকীও। এর হয়েছে। সলমনের অ্যাপার্টমেন্ট গ্যালাক্সিতেও মোতায়েন করা বাড়তি নিরাপত্তারক্ষী। অভিনেতার ব্যক্তিগত বলিউড নিরাপত্তাকর্মীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাতেও তাঁর পরিবারের উদ্বেগ কাটেনি। পরিবারের অনুরোধে আপাতত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সলমন।

পুলিশের কাছে ধৃত গ্যাংস্টাররা

এদিকে বাবা সিদ্দিকী খুন যে আগে দপ্তর থেকে বের হবেন, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা হওয়ার পর থেকেই কার্যত অন্তরালে তাঁর ওপরেই হামলা চালাতে হবে। ঘটনাচক্রে বাবা সিদ্দিকী আগে বের হয়েছিলেন। গাড়িতে ওঠার আগেই দেহরক্ষীদের চোখে লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে বাবাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল ৩ আততায়ী। এনসিপি নেতা খুনের ঘটনায় মহারাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে ফের সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ও উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের পদত্যাগ দাবি করেছেন কংগ্রেস, শিবসেনা-ইউবিটি এবং এনসিপি-এসপি নেতারা।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকী মমান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে। মহারাষ্ট্র সরকারকে অবশ্যই একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ নাবালক দাবি করায় প্রাথমিকভাবে জেরে জিশানের নিরাপত্তা বাডানো ও স্বচ্ছ তদন্তের নির্দেশ দিতে হবে। দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন।' মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ারের অভিযোগ, ১৫ দিন আগে খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বাবা সিদ্দিকিকে। তারপরেও তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদাসীনতা দেখিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ কোনও প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে যোগ না শিন্তে জানিয়েছেন, সিদ্দিকী খুন মামলায় ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠন করা হবে। মুম্বই পুলিশের এনকাউন্টার স্বীকার করেছে, শনিবার তাদের ওপর স্পেশালিস্ট দয়া নায়েককে তদন্তের নির্দেশ ছিল বাবা, জিশানের মধ্যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।



উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচে সংঘাতে মৃত তরুণের অন্ত্যেষ্টিতে শোকাকুল পরিবার।

উপত্যকায় উঠল রাষ্ট্রপতি শাসন

ভারসাম্য রক্ষাই চ্যালেঞ্জ ওমরের

কাশ্মীর থেকে উঠে গেল রাষ্ট্রপতি শাসন। রবিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মর্মর স্বাক্ষর করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সংবিধানের ২৩৯ ও ২৩৯-এর এ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২০১৯ সালে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জন্ম ও কাশ্মীরে যেসব নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, সেগুলি জরুরি ভিত্তিতে

প্রত্যাহার করা হয়েছে। বিধানসভা নিব্যচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স ওমর আবদুল্লার নাম ঘোষণা করবেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রত্যাশিত পদক্ষেপ বলে মনে তৈরি হয়েছে। করা হচ্ছে। তবে কংগ্রেসের দাবি মেনে কেন্দ্র জম্ম ও কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মযদি৷ দেবে কি না

২০১৯-'২৪। ৫ বছর পর জন্মু ও এনসির জোটসঙ্গী কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ওমবকে তাই কেন্দ্র ও কংগ্রেসের মধ্যে ভারসাম্য বজায

শুক্রবার লেফটেন্যান্ট গভর্নর

মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন ওমর। জন্ম ও কাশ্মীরের সাম্প্রতিক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের হাতে সমর্থক বিধায়কদের তালিকা তুলে দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে এনসির (এনসি) এবং কংগ্রেস জোট। ৪২. কংগ্রেসের ৬. সিপিআইএম ও এনসির তরফে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপের ১ জন করে বিধায়ক ছাড়াও একাধিক নির্দল বিধায়কের নাম করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই রয়েছে। ওমর আবদুল্লার মুখ্যমন্ত্রী তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথগ্রহণ হওয়া কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেলেও জম্ম ও কাশ্মীরের নতুন সরকারের তরফে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রত্যাহার সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক নিয়ে ধোঁয়াশা

ওমরের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের জন্য এই সরকার যত কাজ করবে সেই প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। ফলে এনসি এবং কংগ্রেসের ভোটারদের অদূর ভবিষ্যতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন জন্যও ততটা কাজ করবে।

নাবালক দাবি করায় পরীক্ষা আততায়ীর <mark>সোনার মেঘে আলতা ঢেলে সিঁদুর মেখে গায়...</mark>



<mark>আজ খেলা ভাঙার খেলা</mark> : মুম্বইয়ের দুর্গাপুজোয় সমান উৎসাহ সেলেবদের। নর্থ বন্বে সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় প্রত্যেক বছর সপরিবারে আসেন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায়। অঞ্জলি থেকে শুরু করে সিঁদুর খেলা, সবেতেই তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে যোগ দেন। রানি, কাজল, তানিশা এই পুজোর পরিচিত এবং নিয়মিত মুখ। আসেন অন্য সেলেবরাও। এ বছরও ব্যতিক্রম হয়নি। ১২ অক্টোবর সিঁদুরখেলায় মাতলেন বলিউডের বাঙালি অভিনেত্রীরা।

সুপ্রিম কোর্টের আজ আরজি করের শুনানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ **অক্টোবর** : মঙ্গলবার আরজি কর মামলার শুনানি হওয়ার কথা সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং সোমবার মামলাটি গুরুত্ব সহকারে শোনার আবেদন জানান প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। ইন্দিরা বলৈন জুনিয়ার চিকিৎসকদের অনশনকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত পরিস্থিতি বৰ্তমানে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

গত ৩০ সেপ্টেম্বরের শুনানির সময়ই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ ১৫ অক্টোবর অর্থাৎ মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছিলেন। আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়ের কাছে আরজি কর মামলাটি ১৫ অক্টোবর, দুপুর ২টোয় শুনতে অনুরোধ করে উল্লেখ করেন, পরিস্থিতি অত্যন্ত 'গুরুতর' এবং এই কারণে মামলাটি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজন। যার উত্তরে প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন 'আগামীকাল সবার উপস্থিতিতে বিষয়টি উল্লেখ করুন, আমরা তা গ্রহণ করব'।

শুনানিতে, মঙ্গলবারের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা'র কাছ থেকে জাতীয় টাস্ক ফোর্সের বিস্তারিত অগ্রগতি রিপোর্ট

৩ বিমানে ভুয়ো হুমকি

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর বোমাতঙ্ক লেগেই রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভুয়ো প্রমাণিত হচ্ছে। সোমবার ভোরে একই ঘটনা ঘটল তিনটি আন্তজাতিক উড়ানে। একটি বিমান ছিল এয়ার ইন্ডিয়ার। অপর দটি ইভিগোর। এয়ার ইভিয়ার মুম্বই থেকে নিউ ইয়র্কগামী বিমানটি জনএফ কেনেডি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিমানে বোমা আছে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাইলট বিমানের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানটিকে নামান। অন্যদিকে, ইন্ডিগোর বিমান দু'টির একটি মুম্বই থেকে মাস্কাট ও অপরটি মম্বই থেকে জেদ্দা যাওয়ার কথা ছিল। স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং পদ্ধতি অনুযায়ী, দুটি বিমানকে বিমানবন্দরের বে-এলাকায় রেখে চেকিং চলে। পরে মাস্কাটগামী বিমানটি গন্তব্যের পথে রওনা দেয়। অসামরিক বিমান নিরাপত্তা ব্যুরো (বিসিএএস) জানিয়েছে, বিমানের তিনটি ক্ষেত্ৰেই বোমা রাখার খবর ছিল ভূয়ো। তদন্ত শুরু হয়েছে।

অর্থনীতিতে নোবেল তিন মার্কিন বিজ্ঞানীর

স্টকহোম, ১৪ অক্টোবর : আমেরিকান সায়মন জনসন ও জেমস রবিনসন। তাঁরা বিভিন্ন দেশের সম্পদ বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের দ্বারা প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে এই গবেষকরা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমৃদ্ধির সম্পর্ক প্রমাণ করতে সক্ষম

হয়েছেন। সোমবার বিকালে সুইডেনের স্টকহোম থেকে অর্থনীতিতে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতটা নোবেল বিজয়ী হিসেবে মার্কিন এই তিন অর্থনীতিবিদের নাম ঘোষণা করে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪-এর হিসেবে কর্মরত। সায়মন জনসন নোবেল পুরস্কার ঘোষণা শেষ হল। (৬১) ওই একই প্রতিষ্ঠানে কাজ

দারোন আসেমোগলু এবং ব্রিটিশ– চ্যালেঞ্জ। এবারের তিন নোবেলজয়ী কিছু দেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান করেন। জেমস রবিনসন (৬৪) ধনবৈষম্য কমানোর তরিকা দিয়ে এ জ্যাকব সুয়েন্সন বলেন, 'দেশগুলির শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বছর অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার মধ্যে আয়ের বিশাল পার্থক্য কমানো তাঁদের কাজের মাধ্যমে উঠে এসেছে, পেলেন তুর্কি-আমেরিকান বিজ্ঞানী বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় কেন কিছু দেশ উন্নতি করে, আর



অর্থনীতিবিদ তাঁদের গবেষণায়

দেখিয়েছেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি



নিরিখে পিছিয়ে থাকে— তার পিছনে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকা।

দারোন আসেমোগলু পুরস্কার

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।' ঘোষণার পর সাংবাদিকদের বলৈন. 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা সত্যিই দারোন আসেমোগলু (৫৭) ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অবিশ্বাস্য এবং আশ্চর্যজনক খবর।' টেকনলজিতে (এমআইটি) অধ্যাপক

১৯৬৯ সাল থেকে এপর্যন্ত মোট ৫৫ জন অর্থনীতিতে নোবেল

কানাডা রাষ্ট্রদূত

অক্টোবর : আসিয়ান সম্মেলনের খালিস্তানপন্থী ফাঁকে লাওসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র সমর্থন পেতে নিজ্জর হত্যাকে কাজে মোদির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রডোর লাগাতে চাইছে বলেও দিল্লির তরফে গত শুক্রবারের বৈঠকের পর ভীরত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জট কাটার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছিল। কিন্তু স্বাভাবিক সম্পর্ক দুরস্ত, খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং দু-দেশের কুটনৈতিক টানাপোড়েন

সোমবার নতন মাত্রা পেল। সম্প্রতি কানাডায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধে নিজ্জর খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ রাষ্ট্রদূতও তলেছে সেদেশের তদন্তকারী সংস্থা। ঘটনায় কডা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। এদিন কানাডায় নিযুক্ত সাউথ ব্লকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে কানাডার অভিযোগকে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' এবং 'অযৌক্তিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেদেশে ভারতীয় কূটনীতিক ও জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রের অভিযোগ, কানাডাকে বারবার নিজ্জর কাণ্ডে প্রমাণ পেশ তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকার ভারতের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন আঙুল তুলেছিলেন ট্রুডো।

বিচ্ছিন্নতাবাদীদৈর দাবি করা হয়েছে।

চলতি বিতর্কের সূত্রপাত রবিবার। সেদিন কানাডার তদন্তকারী সংস্থার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয়কুমার নিজ্জর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্মা নিজ্জর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'স্বার্থ সম্পর্কিত' পদাধিকারী। অর্থাৎ, নিজ্জর খুনের সঙ্গে কানাডায় থাকা যেসব ভারতীয়ের স্বার্থ জড়িত সেই তালিকায় ভারতের রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি নেতা নিজ্জরকে খুনের অভিযোগে ৩ ভারতীয় পড়য়াকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতের রাষ্ট্রদূত সঞ্জয়কুমার বর্মা কানাডা পুলিশ। পর্যবেক্ষকদের সহ দূতাবাসের বেশ কয়েকজন মতে, রাষ্ট্রদূত সঞ্জয়কুমার বর্মাও যে আধিকারিক এবং কূটনীতিককে অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন এবার প্রত্যাহারের কথা জানিয়েছে কেন্দ্র। পরোক্ষভাবে সেই কথাই বোঝাতে চাইল কানাডা। কিছুদিন

পালমেন্ট নিবৰ্চন। ট্রুডোর ধরে রাখতে প্রধানমন্ত্রী খালিস্তানপন্থীদের সমর্থন জঁরুরি। আধিকারিকদের নিশানা করার চেষ্টা সেই সমর্থন নিশ্চিত করতে কানাডা চলছে বলেও বিদেশমন্ত্রকের তরফে সরকার নিজ্জর হত্যাকে ফের সামনে আনার চেষ্টা করছে বলে কূটনৈতিক মহলের ধারণা। ২০২৩-এ ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে এক গুরদোয়ারার করতে বলা হলেও সেদেশের বাইরে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকবাজদের গুলিতে নিহত হন খালিস্তানপন্থী তথ্যপ্রমাণ ভারতকে দেওয়া হয়নি। জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর। পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রডোর ঘটনায় সরাসরি ভারতের দিকে

দুগমিশুপে হামলার প্রাতবাদ ঢাকা. ১৪ অক্টোবর

আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর ধারাবাহিক হামলার ঘটনায় ফের উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। সম্প্রতি দুর্গাপুজোর সময় ঢাকার একটি পুজোমগুপে হামলা চালায় দৃষ্ণতীরা। দিনকয়েক আগে যশোরেশ্বরী কালীমন্দির থেকে চুরি যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেওয়া সোনার মুকুট। ২টি ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপের জন্য মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। বাংলাদেশে পালাবদলের পরেও একাধিকবার কুটনৈতিক স্তরে ঢাকাকে উদ্বেগের^{*} কথা জানিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলায় যে রাশ টানা যায়নি, কয়েকদিনের ঘটনাপ্রবাহ থেকে সেটা স্পষ্ট।

তরুণীকে জ্যান্ত পোড়ানোর চেষ্টা

ভোপাল, ১৪ অক্টোবর মধ্যপ্রদেশের বছর উনিশের এক তরুণীর গায়ে পেটোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তরুণীকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনাটি শুক্রবারের। প্রথমে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল খান্দাওয়া জেলা হাসপাতালে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় তাঁকে ইন্দোরের এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শরীরের ২৭ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে তাঁর। তরুণীর অবস্থা এখনও সংকটজনক।

পুলিশ জানিয়েছে, ৭ অক্টোবর এলাকারই এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ জানিয়েছিলেন তরুণী। সেই দিনেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ অক্টোবর অভিযুক্ত জামিন পেয়ে যান। পরিবারের অভিযোগ, এরপর থেকেই তরুণীকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল।

ক্ষ্মীপুজোর মুখে চাঙ্গা বাজার

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : পুজোর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ দিনই নিম্নমুখী ছিল শেয়ার সূচক। কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর মুখে ফের চাঙ্গা বাজার। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে প্রায় ৬০০ পয়েন্ট বাড়ল সেনসেক্স। ১৫০ পয়েন্টের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে নিফটি। ফলে সোমবার ১৪ অক্টোবর বম্বে ও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ দিনের শেষে আরও একবার যথাক্রমে প্রায় ৮২ হাজার ও ২৫ হাজারের গণ্ডি উপকেছে। যাতে লগ্নিকারীদের মুখের হাসি চওড়া হয়েছে।

সময়ে সেনসেক্স দাঁড়িয়েছিল ৮১,৫৭৬.৯৩ পয়েন্টে উঠেছিল সেনসেক্স। পয়েন্টে। যা দিনের শেষে ৮১,৯৭৩.০৫-তে চলে আসে। অর্থাৎ বিএসইর শেয়ার সূচকে ৫৯১.৬৯ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)। দিনশেষে ক্ষেত্র বাদ দিলে বাকি সমস্ত ধরনের সংস্থার



এ দিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) খোলার শতাংশ। দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮২,০৭২.১৭

পয়েন্টের বৃদ্ধি ল২ক্ষ করা গিয়েছে। যা প্রায় ০.৭৩ যার সূচক নিফটি পৌঁছোয় ২৫,১২৭.৯৫- শেয়ারের দর বৃদ্ধি পেয়েছে।

তে। অর্থাৎ ১৬৩.৭০ পয়েন্ট ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এনএসইর লেখচিত্র। শতাংশের বিচারে যা ০.৬৬। এ দিন ১ হাজার ৯৫২টি শেয়ারের দর বেড়েছে। দাম পড়েছে ১ হাজার ৯১৯টি স্টকের। আর দর অপরিবর্তিত রয়েছে ১৪০টি শেয়ারের।

সোমবার নিফটিতে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন উইপ্রো, টেক মাহিল্রা, এইচডিএফসি লাইফ, লার্সেন অ্যান্ড টুব্রো ও এইচডিএফসি ব্যাংকের শেয়ার গ্রাহকেরা। আর সবাধিক লোকসানের মুখ দেখতে হয়েছে ওএনজিসি, মারুতি সুজুকি, টাটা স্টিল, বাজাজ ফিনান্স ও আদানি এন্টারপ্রাইসেসের লগ্নিকারীদের। আশার অন্য দিকে ২৫,০২৩.৪৫ পয়েন্টে খুলেছিল কথা হল, ধাতু সংকর ও মিডিয়া— এই দু'টি

বিজেপি সন্ত্রাসবাদী

নয়াদিল্লি, ১৪ অক্টোবর : এটা বলা ওঁর অভ্যাসে পরিণত নকশালরা কংগ্রেস পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার তাঁর দল বিজেপিকে সম্ভ্রাসবাদী নকশালদের দল বলে উল্লেখ করেন। মোদির।'

তোপের বদলে পালটা তোপ। শহুরে হয়েছে। কিন্তু ওঁর নিজের দল কেমন? বিজেপি তো সন্ত্রাসবাদীদের

তোপ খাড়গের

তকমা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি দল যারা গণপিটুনিতে জড়িত। মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বলেন, বিরোধী দলের বিরুদ্ধে এই ধরনের 'মোদি সব সময় কংগ্রেসকে শহুরে অভিযোগ তোলার অধিকারই নেই

সিম কার্ড

প্রতারণার

পান্ডা গ্রেপ্তার

সিম কার্ড প্রতারণাচক্রের মূল পান্ডা

পলিশের জালে ধরা পডল। ওই

দুষ্কৃতী ফ্রি-তে সিম কার্ড বিলির

নামে অসম ও বাংলায় বায়োমেট্রিক

প্রতারণার কারবার চালাচ্ছিল।

বক্সিরহাট থানার পুলিশ গত শুক্রবার

অসমের গোলকগঞ্জ থানার বাসিন্দা

মোনাব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে।

সোমবার ধৃতকে ফের তৃফানগঞ্জ

মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়।

বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের বিচার

কার্ড প্রতারণায় আন্তঃরাজ্য চক্রের

হদিস মেলে। মোন্নাবকে গ্রেপ্তার

করার পর সেই চক্র আরও বড

রয়েছে বলে তদন্তকারীরা অনুমান

করছেন। তুফানগঞ্জের এসডিপিও

বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'বিনামুল্যে

সিম কার্ড দেওয়ার নামে সহজেই

ফিঙ্গার প্রিন্ট সংগ্রহ করে একই

ব্যক্তির নামে একাধিক সিম কার্ড

তৈরি করছিল প্রতারকরা। সেগুলি

বহু টাকায় দেশ ও দেশের বাইরে

সাইবার অপরাধীদের কাছে বিক্রি

করা হয়েছে। এছাডাও ওই ফিঙ্গার

প্রিন্ট দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে

টাকা হাতানো ও অন্যান্য সাইবার

অভিযানে শুধু

হতাশা

ইতিবাচক কিছ দেখতে পাচ্ছেন না।

ঘণ্টা দুয়েকের বৈঠক শেষে তাঁদের

হতাশাব্যঞ্জক বক্তব্য, মুখ্যসচিব

মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

লিখিত কিছু দেননি। সরকার যে

লিখিতভাবে কিছু দেবে না, তাও

স্পষ্ট করে বলে দেন মুখ্যসচিব।

সরকার চিকিৎসকদের নিরাশ

করেছে। ওই প্রতিনিধিদলের পক্ষে

সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, 'বৈঠক করে

যখন কিছু মিলছে না, তখন রাস্তার

আন্দোলনই একমাত্র পথ হিসাবে

রেড রোডে সরকারি উদ্যোগে

দুর্গাপুজোর কার্নিভালের আয়োজন

আছে। একইদিনে রানি রাসমণি

রোডে সিনিয়ার ডাক্তাররা 'দ্রোহের

কার্নিভাল' আয়োজন করেছেন।

সেই কার্নিভালে যোগ দেওয়ার

জন্য প্রশাসনের কর্তাদের আমন্ত্রণ

জানিয়ে এসেছেন তাঁরা। স্বাস্থ্য

ভবনে ১২টি চিকিৎসক সংগঠন

উপস্থিত ছিল। মুখ্যসচিব মনোজ

পন্থ ছাড়াও ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব

নন্দিনী চক্রবর্তী। তবে স্বাস্থ্যসচিব

নারায়ণস্থরূপ নিগম ছিলেন না।

পুলিশের বাধার মুখে পড়েছিল।

রাস্তায় বসে পড়েন জুনিয়ার

ডাক্তাররা। আধ ঘণ্টা পর <mark>পুলিশ</mark>

যাওয়ার অনুমতি দেয়। তবে

রাজভবনের ২০০ মিটার আগে ফের

আটকে দেওয়া হয়। ডাক্তারদের

১২ জন প্রতিনিধি রাজভবনে

ঢকতে পারলেও রাজ্যপালের

সঙ্গে বৈঠকের অনুমতি না থাকায়

দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়।

সোমবার রাজভবন অভিযানও

এতেও সিনিয়ার ডাক্তাররা ক্ষর।

মঙ্গলবার আবার কলকাতার

কিন্তু সিনিয়ার ডাক্তাররাও

প্রথম পাতার পর

খোলা রইল।'

প্রতারণার ঘটনা সামনে এসেছে।

বেশ কয়েকদিন আগে সিম

বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

বক্সিরহাট, ১৪ অক্টোবর

তরুণীর দেহ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানা এলাকার লোহাগাঁড়া হাটের কাছে ৩২৭ ই জাতীয় সড়কের উড়ালপুলের নীচ থেকে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয় রবিবার সকালে। মৃতার নাম রুখসানা বেগম (২০)। ঘটনায় মৃতার স্বামী বনগামা গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা সাবির আলমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে পারিবারিক কলহের জেরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান রুখসানা। তারপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

তলিয়ে নিখোঁজ

কিশনগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর মেচি নদীতে স্নানের সময় স্থানীয় এক তরুণ তলিয়ে যান রবিবার বিকেলে। কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তে মিরভিটা প্রামের ঘটনা। সোমবার বেলা ১০টা থেকে এসডিআরএফ নদীতে তল্লাশি অভিযান চালায়। কিন্তু এদিন বিকেল সাড়ে ৫টা পর্যন্ত তরুণের খোঁজ মেলেন। নিখোঁজ তরুণের নাম মহম্মদ আজিমুদ্দিন (৩০)। তাঁর বাবা মহম্মদ ফসিরুদ্দিন জানান, নদীর পাড়ে ছেলের জামাকাপড় পাওয়া গিয়েছে। পোয়াখালি থানার পুলিশ আধিকারিক বীরেন্দ্র সিং ঘটনার খোঁজখবর করছেন।

৫ দোকান ভস্মীভূত

কিশনগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর বিহারের কাটিহার জেলার সৌরিয়া গ্রামে দুর্গাপুজোর মেলায় শনিবার রাতে একটি চা-মিষ্টির দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে মেলার পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই ঘটনার পর[্]কাটিহার সদর থেকে দুটি দমকলের ইঞ্জিন ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।সোমবার প্রশাসনের উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের আর্থিক সহায়তা করা হয়। এই আগুনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রশাসনের অনুমান।

সাড়ম্বরে দুগাপুজো

কিশনগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর কিশনগঞ্জ শহরে সাড়ম্বরে ও শান্তিপূর্ণভাবে দুগাপুজো সম্পন্ন হল। রবিবার রাতে ধোপাপট্টির ঘাটে ৩৮টি প্রতিমা নিরঞ্জন হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মোতায়েন এসডিআরএফ দল করা হয়েছিল। ডে মার্কেটের প্রাচীন দুর্গাবাড়ি, লাইনপাড়ার ঝুলন মন্দির, রুইধাসার টাউন ক্লাব চত্ত্বরে দর্শনার্থীর ঢল নামে। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।

বিকশিত অমৃত ভারত

প্রথম পাতার পর

সেসব যাই হোক, সবমিলিয়ে যে ছবিটা আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰে উঠে আসছে তা অমৃতকালের বিকশিত ভারতের ছবিটায় বড়মাপের প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দেয় নাকি? পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি কি না কবিরাই তা বলতে পারবেন। তবে ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী যে গদ্যময় তা বিলক্ষণ জানেন দেশবাসী। এখনও ভরতুকির চাল-গমের দিকে চেয়ে থাকতে হয় প্রায় অর্ধেক মানুষকে। সেখানে কাদের বিকাশ, অমৃতই বা কাদের জন্য!

অভিযুক্ত প্রতিবেশী পলাতক

কিশোরীকে ঘরে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : প্রতিবেশী হওয়ায় কিশোরীর সঙ্গে অনেক আগে থেকে পরিচয় ছিল। আর সেই সুযোগ নিয়েই কিশোরীকে ফুসলিয়ে তিনদিন ধরে বাড়িতে আটকে রেখে প্রতিবেশী কাকা ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় সোমবার ধৃপগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই ভিত্তিতে পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজুও করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেক আগেই ওই কিশোরী তার পরিবারকে হারিয়েছে। তারপর থেকে মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক পরিবার তাকে নিজের মেয়ের মতো করেই লালনপালন করছে। অভিযোগ, নানা প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে ফুসলিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় ওঁই প্রতিবেশী। সেখানে আটকে রেখে চলে ধর্ষণ। তিনদিন আগে যখন কিশোরীর খোঁজ মিলছিল না তখন তার পরিবার পুলিশের কাছে যাওয়ার কথা বলতেই স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল নেতা তাঁদের আটকে দেয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, তাঁরা নিজেরাই খুঁজে বের করার দায়িত্ব নেন। তিনদিন পর ওই নেতাদের মদতেই কিশোরী ফিরে আসে। এরপর ধর্ষণের বিষয়টি সামনে আসে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার

'অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। সেই ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে



নেতাদের মদত

- প্রতিবেশী কাকার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ
- পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে
- নানা প্রলোভন দেখিয়ে কিশোরীকে ফুসলিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় ওই প্রতিবেশী
- বিষয়টি স্থানীয় তৃণয়ৢল নেতা-কর্মীরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বলে

গিয়েছে। তার খোঁজে তল্লাশিও শুরু করা হয়েছে।

ধূপগুড়ি থানার পুলিশ মেয়েটির পরীক্ষা করিয়েছে। ওই স্বাস্থ্য

চিকিৎসাধীন রয়েছে। ওর পরিবারের লোকেরা কেউই ভাবতে পারছেন না প্রতিবেশী ওই ব্যক্তি এই ঘটনা ঘটাতে পারে। প্রতি মুহুর্তে কিশোরীর পরিবারে যাতায়াত থেকৈ শুরু করে নানা অনুষ্ঠানেও হাজির হত ওই ব্যক্তি। তারপরেও লালসার হাত থেকে রক্ষা পেল না মেয়েটি। এমনটা ভেবেই অবাক গ্রামের বাসিন্দারা।

পরিবার সূত্রে খবর, চার বছর থেকে কিশোরীটি ওই পরিবারে রয়েছে। কখনোই পরিবারের কেউ তাকে পালিত বলে বুঝতে দেয়নি। ঘটনা জানাজানি হতেই সোমবার ধূপগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবারটি।

ঘটনায় তৃণমূল মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকজন নেতা-কর্মীর নাম জড়িয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছে দল। তৃণমূল কংগ্রেসের ধুপগুড়ি রকের (গ্রামীণ) সভাপতি মলয় রায় বলেন, 'কারা মদত দিয়েছে জানা নেই। দলীয়ভাবে পুরো বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখব। পুলিশকেও অনুরোধ করব যে দ্রুত এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। বিজেপি শিবিরও ঘটনায় কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। বিজেপি নেতা পলাশ বসাক বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস এখন ধর্ষণের ঘটনা আড়াল করতে চাইছে।'



উত্তরবঙ্গ সংবাদ কার্যালয়ে দার্জিলিং জেলার শারদ সম্মান প্রাপকরা। -সংবাদচিত্র

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শারদ সম্মান

শিলিগুডি রায়গঞ্জ. હ **অক্টোবর** : বিচারকদের সংবাদের শারদ সম্মান এবার তুলে দেওয়া হয়েছে অস্ট্রমীতে। শিলিগুড়িতে চেক তুলে দেওয়া হয়। দার্জিলিং জেলায় সেরা পুজোর উদ্যোক্তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্য অনাডম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের অফিসে। উত্তর দিনাজপুরের ওই কর্মসূচির আয়োজন হয় রায়গঞ্জে মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের

প্রথম জেলায় পরস্কারটি গিয়েছে সুব্রত সংঘের ঝুলিতে। দ্বিতীয় ও[®]তৃতীয় হয় রথখোলা স্পোর্টিং ক্লাব এবং পুজোর পুরস্কারও ছিল। ওই সম্মান সেরা নিবাচিত হয়।

পেয়েছে শিলিগুডির মিত্র সম্মিলনী নকশালবাড়ির বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ও অরুণোদয় সংঘ। পুরস্কার হিসেবে স্মারক ও পুরস্কার মূল্যের

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইটাহার থেকে চৌপডা পর্যন্ত এলাকায় থিম, মণ্ডপ, আলোকসজ্জা প্রতিমা ও পরিবেশের বিচারে করণদিঘি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, সুদর্শনপুর সর্বজনীন দুগাপুজো কমিটি, ইসলামপুরের আদর্শ সংঘ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিবাচিত হয়। কম বাজেটের পজোগুলির মধ্যে নটিগছ সর্বজনীন, চোপড়ার রায়গঞ্জের ডাঙ্গাপাড়া প্রগতি পিএসএ ক্লাব (বাতাসি)। অন্য সংঘ ও কালিয়াগঞ্জের নসিরহাট বছরের মতো কম বাজেটের সেরা হরিহরপাড়া সর্বজনীন পুজো কমিটি

দার্জিলিং জেলায় বিচারকরা পুজো পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন পঞ্চমী ও ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়। প্রথম দিন শিলিগুড়ি শহর ও পরদিন গ্রামীণ ব্লকগুলিতে ওই পরিক্রমা চলে। মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে সেখানকার প্রতিমা, পরিবেশ, আলোকসজ্জা খুঁটে খুঁটে দেখেছেন বিচারকরা। মগুপে থামেকিল ও প্লাস্টিকের ব্যবহার হয়েছে কি না, সেটাও দেখেছেন চার বিচারক আনন্দ ভট্টাচার্য, সেবন্ডী ঘোষ, ডঃ অনুরিমা চন্দ ও দেবশ্রী সাহা

চৌধুরী। উত্তর দিনাজপুরের বিচারক ছিলেন প্রবীর গুহ, অভিজিৎ সরকার, সরোজ সিনহা ও অতনুবন্ধ লাহিডী। উত্তরবঙ্গ সংবাদের দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের হাতেও স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

এবার তবে আসি.



বিদায়বেলায়। রবিবার বাপের বাড়ি ছেড়ে মা ফিরছেন। সোমবার আলিপুরদুয়ারে ছবিটি তুলেছেন আয়ুত্মান চক্রবর্তী।

মারধরে অভিযুক্ত সাংসদ নগেন

কোচবিহার ব্যুরো

১৪ **অক্টোবর** : বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় ফের বিতর্কে। তাঁর বিরুদ্ধে সিতাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানানন্দ তীর্থ মহারাজকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। রবিবার রাতে নগেন রায় সিতাই ব্লকের শিলদুয়ার গ্রামের ওই আশ্রমে যান। অভিযোগ, সেখানে গিয়ে তিনি মহারাজের সঙ্গে বচসায় জড়ান। নগেন তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের পাশাপাশি মারধরও করেন। প্রতিবাদে বাসিন্দারা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছডায়।

বিজেপির কোচবিহারের সাংসদ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে বলে নগেনের দাবি। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, 'এলাকায় একটি স্কুল হয়েছে। সাংসদ কোটার টাকায় কিছু সাহায্য করার ইচ্ছায় সেখানে গিয়েছিলাম। তবে সেখানে গিয়ে অপমানিত হয়েছি। ওই মহারাজ ৮-১০ বছর হল ওখানে এসেছেন। এলাকার লোককে তিনিই শিক্ষিত করেছেন বলে তাঁর দাবি। তিনি অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করেছেন। এনিয়ে বচসা হলেও মারধরের কোনও ঘটনা ঘটেনি।' ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বলে পুলিশ জানিয়েছে। বিজেপির ব্যক্তিগত বিষয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, নগেন রবিবার বিকেলে ওই আশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি স্বামী তীর্থ মহারাজকে করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার কড়া আইনি পদক্ষেপের আশ্বাস

রায়ের বক্তব্য, 'বিজেপি মার্থিরের দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র. ঘটনা সমর্থন করে না। উনি যা সিতাই থানার আইসি দেবদত্ত করেছেন সেটা পুরোপুরিভাবে ওঁর বন্দ্যোপাধ্যায়েরনেতৃত্বে পুলিশবাহিনী ঘটনাস্তলে পৌঁছায়। পথ অবরোধের জেরে সীমান্তের ব্যস্ততম ওই রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সিতাই থানায় সাংসদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করা মানসিক ও শারীরিকভাবে নিগ্রহ হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এক্ষেত্রে



সাংসদের আচরণের প্রতিবাদে সিতাইয়ের শিলদয়ারে অবরোধ।

পর নিরাপত্তারক্ষীদের তৎপরতায় দেওয়া হলে ঘণ্টাতিনেক বাদে রাত সাংসদ আশ্রম থেকে বেরিয়ে সাড়ে ৮টা নাগাদ অবরোধ ওঠে। যান। মুহুর্তের মধ্যে ঘটনার খবর জানাজানি হতেই আশ্রমের ভক্ত সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা নিকটবর্তী সিতাই-শীতলকচি সডক অবরোধ বড জনপ্রতিনিধি হোন না কেন. করে ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রশাসনকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এদিন দুপুরে ওই আশ্রমে যান। মন্ত্রী বলেন, 'কোনও আশ্রমে এ ধরনের ঘটনা অনভিপ্ৰেত। অভিযুক্ত যত

অগ্রিনে রহস্য

প্রথম পাতার পর

তবে, বোনাস নিয়ে আলোচনা চলাকালীনই সিংতামের মালিকপক্ষ বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে চলে গিয়েছে। যার ফলে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত এই চা বাগানের শ্রমিকরা বোনাস পাননি, যা নিয়ে শ্রমিক মহলে তীব্ৰ অসন্তোষ ছড়িয়েছে। ৯ অক্টোবর বিকেলে বাগানের সহকাবী মাানেজাবেব বাংলোয় আগুন লাগে। রহস্যজনক সেই আগুনে শতাব্দীপ্রাচীন বাংলোটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একইভাবে রাতে ম্যানেজারের বাংলোও দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। খবর পেয়ে দার্জিলিং থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সিংমারি পুলিশ পোস্ট সহ সদর থানার পুলিশও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু বিধ্বংসী আগুন থেকে ১০৪ বছরের পুরোনো চলে যাওয়ার ঘটনাও দুঃখজনক।'

ঐতিহ্যবাহী ম্যানেজার কোনও কিছই রক্ষা করা যায়নি।

কীভাবে এই আগুন লাগল তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে পাহাড়বাসীর মধ্যে কৌতুহলও ক্রমশ বাডছে। বন্ধ বাংলোয় বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে, নাকি এর পিছনে শ্রমিক অসন্তোষ বা অন্য গল্প লুকিয়ে রয়েছে সেই প্রশ্নও ঘুরছে বিভিন্ন মহলে।

জিটিএ'র মুখ্য আধিকারিক এসপি শর্মা বলছেন, 'একের পর এক বাংলো এভাবে পড়ে যাওয়ার ঘটনা দুঃখজনক। এই আগুন নিয়ে অনেক গুজব রটছে। আমরা পুলিশের তদন্তের উপরে নির্ভর করে রয়েছি। পুলিশ তদন্ত করে আগুন লাগার ঘটনা প্রকাশ্যে আনুক। তবে, বোনাস নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কর্তৃপক্ষের বিনা নোটিশে বাগান ছেড়ে

কুডোতে অংশ নিতে আর্মেনিয়ায় তপস্বী, অঙ্কর



বাগডোগরা, ১৪ অক্টোবর দেশের হয়ে আর্মেনিয়ায় ইউরেশিয়া কাপ কদোতে অংশগ্রহণের জন্য সোমবার মুম্বই রওনা হলেন শিলিগুড়ির তপস্বী দত্ত ও অঙ্কর বর্মন। সেখান থেকে তাঁরা আর্মেনিয়া দেবেন। প্রতিযোগিতাটি পাডি ১৮-২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। বিমানবন্দরে এদিন বাগডোগরা অঙ্কর ও তপস্বীকে পশ্চিমবঙ্গ কুদো সংস্থার সভাপতি সহদেব বর্মন ও মুরালিগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামসুল আলম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ভারতের হয়ে ২৪ খেলোয়াড় ইউরেশিয়া কুদোতে অংশ নেবেন। যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দুজনই শিলিগুড়ির বাসিন্দা। সামসুল আলম বলেছেন 'ইতিমধ্যে মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের বেশ কয়েকজন কুদোর জাতীয় প্রতিযোগিতায় পদক পেয়েছে। আশা করি রাজ্য সরকারও কুদোকে স্কুল গেমসে অন্তর্ভুক্ত করবে। অন্য রাজ্য ইতিমধ্যে এই সুবিধা পাচ্ছে। কুদোর

কার্নিভালেও আরজি কর মতো সেলফ ডিফেন্সকে যদি প্রতিটি স্কুলে বাধ্যতামূলক করা হয় তাহলে মেয়েদের নিরাপত্তা বিষয়ে সরকার ও প্রথম পাতার পর বাবা-মা নিশ্চিত থাকতে পারবে সেই বিকেল চারটের পর হিলকার্ট বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

রোডে সবরকম যান চলাচল নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

> বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ৬টা ৪৫ মিনিটে কার্নিভাল শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, উদ্বোধনী সংগীতের পর নৃত্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতেই সাড়ে ৭টা বৈজে যায়। প্রথম পুজো কমিটি হিসেবে শোভাযাত্রা

নিয়ে পৌঁছায় জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার। এরপর একে একে ১২টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। রাত প্রায় একটা পর্যন্ত হিলকার্ট রোডের দু'ধারে দাঁড়িয়ে কার্নিভালের আনন্দ উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে শহরবাসীকে।

আজ শহরে প্রতীকী অনশন

প্রথম পাতার পর

শিলিগুডি শাখার চিকিৎসকরাও এদিন মেডিকেলে পৌঁছে অনশনকারীদের পাশে দাঁড়ান। শহর এবং গ্রামের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতা-নেত্রীরাও দিনভর অনশনস্থলে ছিলেন।

তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার দ্রুত বিচার, স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণ, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা সহ ১০ দফা দাবিতে গত সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের দজন জুনিয়ার ডাক্তার আমরণ অনুশনে বসেছেন। মেডিকেলের জরুরি বিভাগের উলটো দিকে মঞ্চ বেঁধে সেখানে অনশন চলছে। অনশনরত অলোক ভার্মা গত শনিবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। আরেক অনশন মঞ্চেই রয়েছেন। ঘণ্টায় মেডিকেল বোর্ড তাঁর এদিন নতুন করে ইএনটি বিভাগের আইএমএ শিলিগুড়ির সদস্যরা

সন্দীপ অনশন শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের ১০ দফা দাবির প্রথমেই রয়েছে, তরুণী চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডের বিচার। সেটাই এখনও আমরা পাইনি। সরকারের এই নীরব মনোভাবের জনাই আমাদের আমরণ অনশনের মতো চরম আন্দোলন বেছে নিতে হয়েছে।

এদিন চিকিৎসকদের কর্মবিরতির ফলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে রোগী পরিষেবা ভেঙে পড়ে। তবে, মেডিকেলে বহির্বিভাগের ডাক্তাররা রোগী দেখেছেন বলে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক জানিয়েছেন পুজোর ছটির পর প্রথম সোমবার হওয়ায় এদিন সকাল থেকে শিলিগুডি জেলা হাসপাতালে রোগীদের লম্বা লাইন ছিল। হায়দরপাড়া শ্রীপল্লির বাসিন্দা সুজয় ধর দু'দিন ধরে জ্বরে কাহিল শিশুকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, 'মেয়ের ভীষণ জ্বর। কোথাও চিকিৎসক নেই। অনশনকারী সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভেবেছিলাম হাসপাতালে পাব। কিন্তু এখান থেকেও হতাশ হয়েই ফিরতে হল।' অনশন শুরুর দিন থেকেই শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখছে। মেডিকেলের চিকিৎসকদের পাশাপাশি

মেডিকেলে গিয়ে আন্দোলনকে সকালে আইএমএ'র শিলিগুড়ি শাখার সংগঠনের সদস্যরাও অনশনকারীদের উৎসাহ দিতে পাশে দাঁড়িয়েছেন। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে রবিবার শিলিগুড়ি অগানাইজেশনের ওয়েলফেয়ার তরফে সংহতি অনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানে সংগঠনের সাত

সমর্থন দিচ্ছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন সভাপতি ডাঃ অরুণকুমার গুপ্তা, সম্পাদক ডাঃ শঙা সেন সহ অন্য সদস্যরা মেডিকেলের অনশনস্থলে পৌঁছান। মেডিকেলেরও প্রচুর চিকিৎসক দুপুরে সেখানে আসেন। তাঁরা অনশন মঞ্চের উলটো দিকে একটি পৃথক মঞ্চ তৈরি করে সেখানে বসার ব্যবস্থা করেন। আইএমএ সদস্য সকাল ১০টা থেকে রাত জানিয়েছে, জুনিয়ার ডাক্তারদের



মেডিকেলে ডাক্তারদের অনশন মঞ্চে সহ-নাগরিকরা। -সংবাদচিত্র

ফেমার ডাকে তাদের সদস্যরাও দু'দিনের কর্মবিরতিতে হয়েছেন।

শিলিগুড়ির বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী, নাট্যপ্রেমী সংগঠনের কর্মকর্তারাও এদিন অনশনস্থলে গিয়েছিলেন। সেখানে মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকার, নাট্য ব্যক্তিত্ব পার্থপ্রতিম মিত্র থেকে শুরু করে অন্যরা ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি শহরে ১২ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পার্থপ্রতিম বলেছেন, 'সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত হাসমি চক বা শহরের অন্য কোনও জায়গায় এই অনশন চলবে। তারপর সেখানে দ্রোহ কার্নিভালের অঙ্গ হিসাবে গান, কবিতা পাঠের আসর বসবে।' দলীয় ঝান্ডা দুরে সরিয়ে রেখে সকল নাগরিককে এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসকদের কর্মবিরতির অবশ্য ভোগান্তি বেড়েছে রোগীদের। শিলিগুডি জেলা হাসপাতালে কর্মবিরতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। হাসপাতালের কাউন্টার থেকে টিকিট বহির্বিভাগে পরিষেবা

হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে মাটিগাড়া থেকে এসেছিলেন বিমলা বর্মন। তিনি বললেন, 'আমরা গরিব মানুষ, তাই হাসপাতালই ভরসা। কিন্তু এখানেও ডাক্তার দেখাতে পারলাম না

আমার মাকে দেখেছেন। নিজেরাই বহির্বিভাগের সামনে থেকে ডেকে চিকিৎসা করিয়েছেন।

ধরেননি।

মেলেনি। যার ফলে জরুরি বিভাগে সমস্ত রোগী ভিড় করেন। চিকিৎসকরা গুরুতর অসুস্থদের সেখানে পরিষেবা দিয়েছেন।

মঙ্গলবার আবার আসব।' ৮০ বছরের সুচিত্রা কর্মকারের শ্বাসকষ্ট ছিল। বহির্বিভাগ বন্ধ থাকায় তডিঘডি তাঁকে জরুরি বিভাগে চিকিৎসকরা দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেন। তাঁর ছেলের বক্তব্য, 'জরুরি বিভাগে চিকিৎসকেরা

ডাক্তারদের একাংশ অবশা বলছেন, 'আমরাও বিচার চাই, তবে, সাধারণ মানুষের ক্ষতি হোক চাই না। তাই জরুরি বিভাগেও রোগীদের দেখা হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার চন্দন ঘোষের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন

মাদক আটক

কিশনগঞ্জ, ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার রাতে আরারিয়া জেলার খোঁড়াগছের ভপতিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মাদক বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। অভিযানে পুলিশ দুই মাদক পাচারকারী জিতেন্দ্র সিং ও পবনকুমার ভারতীকে গ্রেপ্তার করেছে। বাজেয়াপ্ত করা মাদকের বাজারমূল্য আনুমানিক ১৯ লক্ষ টাকা। আরারিয়ার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাম পুকার সিং জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।





দুগা সাজার সমবেত প্রয়াস। সোমবার মহানন্দার ঘাটে ছবি : তপন দাস



গ্রেপ্তার আরও চারজন

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর হায়দরপাড়ায় সেনাকর্মীকে খুনের ঘটনায় আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার রাতে নকশালবাড়ির নেপাল সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই শান্তিনগরের বাসিন্দা। পুলিশের অনুমান, নেপালে পালানোর উদ্দেশ্য ছিল ধৃতদের। খুনে জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ অক্টোবর হায়দরপাড়ার বাসিন্দা বিশখা অধিকারীকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। তাঁকে হেপাজতে নিয়ে বাকিদের বিষয়ে জানতে পারে পুলিশ। ধৃত চারজনকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামপুরে শোভাযাত্রা

ইসলামপুর, ১৪ অক্টোবর সোমবার রাতে ইসলামপুর শহরে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ৪৫টি পুজো উদ্যোক্তা এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা এই সুযোগে জনসংযোগ গড়ে তুলতেও কসুর করেননি। শহরের মাঝখান দিয়ে রাজ্য সড়কে সন্ধ্যা থেকেই যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ। গভীর রাত পর্যন্ত এই শোভাযাত্রা চলেছে। গোটা শহর সহ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড় সামাল দিতে পুলিশকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়েছে।

অন্যরকম সিঁদুর খেলা

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর মায়ের বিদায়বেলায় সিঁদুর খেলে অভয়ার বিচারের দাবি জানালেন বৃহন্নলারা। অভয়া যাতে দ্রুত বিচার পায় সে প্রার্থনাই দশমীতে মায়ের কাছে করলেন তাঁরা। ইউনিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দশমীতে উইনার্স ক্লাবে নিয়মের বেডাজাল ভেঙে বিধবা ও বৃহন্নলাদের নিয়ে সিঁদুরখেলার আয়োজন করা হয়।

কার্নিভালেও নারীর লড়াই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : মোড় থেকে এয়ারভিউ মোডের দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারেই একটি ক্রেন দাঁড়িয়েছিল। সেই ক্রেনের ওপরে উঠে তখন রাস্তার দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল বিশ্বজিৎ রায়, অভিষেক বিশ্বাসরা। সন্ধ্যা সাতটার দিকে যদি এই ছবিটা হয়, তাহলে সাড়ে নয়টার দিকে ছবিটা হল, ওই ক্রেন থেকে কিছুটা দূরেই বাঁশের ব্যারিকেড লোকের চাপে কিছুটা হেলে গিয়েছে।

মিলনের সুর

 পুরনিগমের পুজো কার্নিভালেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল বর্তমান সময়ে নারীদের

 এবারের ট্যাবলোতে জাতীয় যুবক সংঘ নারীদের লড়াই প্রদর্শনীতে তুলে ধরেছিল

 কার্নিভালজুড়েই ছিল দেবী মায়ের পাশাপাশি পথে নামা নারীর জয়গান

 সঙ্গে ছিল নানা সংস্কৃতির মিলনের উদাহরণ এবং সমাজসচেতনতার বার্তা

 নজর কেড়েছে নাজলীন খাতুনের দুর্গতিনাশিনী গানের সঙ্গে প্রদর্শনীর সম্মেলক নৃত্য

পুরনিগমের উদ্যোগে আগে থেকেই শিলিগুড়ি কার্নিভালকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই কার্নিভালকে কেন্দ্র করে বিকেল গড়িয়ে যতই ঘড়ির কাঁটা রাতের দিকে গেল, ততই বাড়ল উচ্ছাস। পরিস্থিতি এমনই হল যে, ভেনাস মোড় থেকে এয়ারভিউ মোড়, রাস্তার দুই ধারে পা ফেলার জায়গা থাকল না। অন্যদিকে ক্লাবগুলো তাদের ট্যাবল, নৃত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিটি ট্যাবলোর অপেক্ষায় থাকা আপামর জনসাধারণের মন জয় করার

কার্নিভালের শুরুটাই কোথাও यन कितिरा निरा शिराष्ट्रिल, মহালয়ার সেই মুহুর্তটায়। মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ট ভদ্রের কণ্ঠে উচ্চারিত শ্লোক গৈয়েই শিল্পীরা শুরু করেছিলেন এবারের কার্নিভাল। তবে সময় যত বেড়েছে কার্নিভাল যেন হয়ে গিয়েছে নানা সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। একে একে প্রদর্শিত লায়ন ড্যান্স, আদিবাসী নৃত্য সেই মেলবন্ধন স্পষ্ট করল। এর মধ্যে ছিল শহরের বাসিন্দা নাজলীন খাতুনের দুর্গতিনাশিনী গানের সঙ্গে নৃত্যে সম্প্রীতির ছোঁয়া।

একদিকে এয়ারভিউ মোডে যখন এই নৃত্য প্রদর্শন চলছিল, তখন হিলকার্ট রোডে বাঁশের ব্যারিকেডের এক পাশে দাঁড়িয়ে পুজো কমিটিগুলোর ট্যাবলোর করছিল বছর ১৪ প্রসেনজিৎ রায়। উৎসাহ আবেগে সে নিজেকে আটকে রাখতে পারছিল না। কিছুটা অভিমানের সুরেই বলল,'ট্যাবলোগুলো খুব দেরিতে আসছে। একটু তাড়াতাড়ি এলে ভালো হয়।' সেন্ট্রাল কলোনি শুধু ট্যাবলোর সঙ্গে প্রতিমাই নয়, সঙ্গে এনেছিল সেভ ডাইভ সেভ লাইফ-এর বার্তা। গোটা রাস্তা সাফাইয়ের মধ্যেই চলেছে স্বচ্ছ ভারতের বাতাও। তবে এসব কিছুর মধ্যে কোথাও যেন প্রাসঙ্গিক হুয়ে উঠল বর্তমান সময়ে নারীদের লড়াইও। জাতীয় যুবক সংঘ সেই নারীদের লডাইটাই এদিন প্রদর্শন করেছিল।

আসলে কার্নিভাল জুড়েই ছিল দেবী মায়ের পাশাপাশি নারীর জয়গান। শিলিগুড়ি বান্ধব সংঘ থেকে শুরু করে শতাক্ষী দুর্গাপুজো কমিটি, সবেতেই প্রদর্শিত হয়েছে নারীর দুই রূপ। সেই নৃত্য প্রদর্শনগুলোই দিখছিল মালতী[`]বর্মন। মাটিগাড়া থেকে সে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এসেছিল কার্নিভাল দেখতে। বলছিল, 'বর্তমান সময়ে নারীদের প্রতি সম্মানটাই তো প্রয়োজন।'

অন্যদিকে, কার্নিভালকে কেন্দ্র করে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদেরও ছিল সব দিকে নজর। এমনকি এর মধ্যে একটি অ্যাস্থল্যান্স ঢুকে গেলে এক পুলিশকর্মীকে নিজেকে অ্যাম্বুল্যান্সে উঠে সেটা নিয়ে যেতে দেখা যায়। তবে দিন ঘুরে ফিরে কোথাও









শিলিগুড়ি পুজো কার্নিভালের বিভিন্ন মুহুর্তের ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য।

থেকে এদিন কার্নিভাল দেখতে এখন যেন দুর্গাপুজোর এক আলাদা সবসময় সবার মধ্যে থাকে।'

যেন এসেছে সেই সম্প্রীতি ও এসেছিলেন মোহাম্মদ মিজানুর। বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে।আসলে উৎসব মেলবন্ধনের দৃশ্যই। নকশালবাড়ি উৎসাহের সূরে বললেন, 'কার্নিভাল তো সবার।এ আনন্দ আবেগটাই যেন

পুলিশের নাম করে 'অভয়'

ভোররাত পর্যন্ত চলল পাব

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : আবগারি দপ্তরকে 'ফি' দিয়ে বাড়তি দুই ঘণ্টা সময় নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত ৮ তারিখ থেকে পুলিশের নাম করে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত পাব চালানোর অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারে থাকা পাবগুলির একাংশের বিরুদ্ধে। পুলিশের থেকে অনুমতি নিয়ে ভোর পর্যন্ত পাব চালানো হয়েছিল বলে দাবি করেছিল একাধিক পাব কর্তৃপক্ষ। ঘটনা জানার পর গত মঙ্গলবার দুপুরে 'মজুমদারবাবু' নামে এক ব্যক্তিকে আটকও করে পুলিশ। মজুমদারবাবুই পুলিশের নাম করে সমস্ত পাব মালিকদের অভয় দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ির

কার্যত 'রাজ' চালান মজমদার। তিনিই শহরের সমস্ত বার এবং পাব মালিকদের অভয় দেন। এর আগে মজুমদারবাবুর কীর্তির কথা ধারাবাহিকভাবে তুলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। এরপর তার বাড়বাড়ন্ত কিছুটা কমলেও বর্তমানে ফের শুরু ইয়েছে। অন্যদিকে, মাটিগাড়ার ওই মলের পাবগুলির একাংশের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ উঠলেও আবগারি দপ্তর কোনও পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠছে। শিলিগুড়ির আবগারি দপ্তরের কর্তারা অবশ্য তাঁদের লোকবল নেই বলে দায় এড়াচ্ছেন। দার্জিলিং জেলার কোনও আবগারি দপ্তরের কতাই সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'বাড়তি সময় যাতে বার-পাব খোলা না থাকে সেদিকে আমাদের নজর থাকে। কিন্তু আবগারি দপ্তর থেকেও নজরদারি বাড়াতে হবে।

উৎসবের মরশুম এলেই লোভনীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রাহক টানে পাবগুলি। সেইমতো আবগারি দপ্তরকে বাড়তি টাকা দিয়ে নির্দিষ্ট সময় থেকে দুই ঘণ্টা বেশি খোলা রাখার অনুমতি নেওয়া হয়। কোনও-কোনও পাব গোটা অক্টোবর মাসে

📡 দক্ষিণ দিনাজপুর

দ্বিতীয়: শিবতলী ক্লাব (বালরঘাট)

ততীয় : হিলি বিপ্রবী সংঘ (হিলি)

কম বাজেটের তিন সেরা

সবাসাচী ক্লাব লাইব্রেরি (বালুরঘাট)

অরবিন্দপল্লি দুর্গাপূজা সমিতি (পতিরাম)

প্রথম : কৃট্টিটোলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (মালদা)

দ্বিতীয় : ২ নং গভর্নমেন্ট কলোনি সার্বজনীন (মালদা)

অমত সংঘ (বালরঘাট)

्रालामा

প্রথম : গঙ্গারামপুর রকপাড়া নাট্য ক্লাব ও লাইরেরি (গঙ্গারামপুর)

রাখার টাকা একবারে আবগারি দপ্তরকে দিয়েছে। সেইমতো রাত ২টার মধ্যে ১২টার জায়গায় পাব বন্ধ করার কথা। কিন্তু সিটি সেন্টারের একাধিক পাব ভোর চারটা-পাঁচটা পর্যন্ত চলেছে। এমনকি কমিশনারেটের এক ইনস্পেকটর পদমর্যাদার পলিশ আধিকারিকের নাম করে সিটি সেন্টারের একটি পাব রাতভর খোলা রাখা হয়েছিল।

পুলিশের কাছে সেই খবর যেতেই গত মঙ্গলবার সেখানে অভিযান চালানো হয়। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়, পাবটি ভোররাত পর্যন্ত চলেছে। এরপরেই পুলিশ খোঁজ করে জানতে



পারে মজুমদারবাবুর অভয়েই নাকি ভোর পর্যন্ত পাব চালানো হয়েছিল। সেইমতো মজুমদারকে আটক করে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়। রাত পর্যন্ত বসিয়ে সতর্ক করে থানা থেকেই জামিন দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এরপরও পরিস্থিতি এতটুকু বদলায়নি। পুজোর ক'দিনও ভোর পাঁচটা-ছয়টা পর্যন্ত পাব চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ভোর পর্যন্ত খোলা থাকা একটি পাবের ম্যানেজার মহম্মদ আনিসুর জামানের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। আরেকটি পাবের ম্যানেজার এডওয়ার্ড রোজারিও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনিও ফোন ধরেননি।

উত্তরবন্ধ সংবাদ

যানজট ঠেলে প্যাভেলে

গাড়ি-বাইকের হর্নের আওয়াজে কান পাতাই দায় সেখানে। টোটো. রিকশা, চারচাকার গাড়ি, বাইক, অটো সব একজায়গায় যেন দলা

পড়তে হল।'

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : গাড়ির বিরাট লাইন। ওই লাইন সপ্তমীর সন্ধ্যায় বৃদ্ধা মাকে স্কুটারে পেরিয়ে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের চাপিয়ে উমা-দর্শনে বেরিয়েছিলেন সামনে পৌঁছাতেই তাঁর লেগে গেল দে। ফুলেশ্বরীর দেড় ঘণ্টারও বেশি সময়। হতাশার রেলগেটের মুখে এসে থমকে গেলেন সুরে বিকাশকে বলতে শোনা গেল, ফুলেশ্বরী থেকে যে রাস্তাটি অশোক তিনি। সামনে তখন প্রবল যানজট। 'এত কড়াকড়ি করে লাভ কী হল? সেই তো প্রবল যানজটের মধ্যেই পুজোয় শহরের যান নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা নিয়েছিল একগুচ্ছ



মহানন্দার ঘাটে দেবী বিদায়। ছবি : সূত্রধর

পাকিয়ে গিয়েছে। ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় সেখানে আটকে ঘেমে-নেয়ে একাকার অসিত। বৃদ্ধা মা-ও আর বসে থাকতে পারছেন না। ছটফট করছেন অনবরত। 'ঠাকুর দেখতে বেরোনোটাই ভুল হল', বলছিলেন বছর পঁচাত্তরের মহিলা।

অসিতের গলাতেও একবাশ ক্ষোভ ও হতাশা। হবে নাই বা কেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক ওই যানজটে ফেঁসে থাকলেও নিদেনপক্ষে একখানা পলিশকর্মীর দেখা মেলেনি সেখানে। পথচলতিরাই কোনওমতে যানজট কাটানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ক'জন শোনে তাঁদের কথা! অগত্যা চূড়ান্ত ভোগান্তি পোহাতে

ওইদিনই ভেনাস মোড়ের ফ্লাইওভার পেরিয়ে এনটিএস মোড় হয়ে দাদাভাই ক্লাবের মণ্ডপ দেখতে যাচ্ছিলেন বিকাশ সরকার। বাইকে স্ত্রী ও সন্তানকে বসিয়ে যখন তিনি

পুলিশ। তাতে মূল রাস্তাগুলোয় খানিক লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু অলিগলিতে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে দর্শনার্থীদের। হাকিমপাড়ার দেবাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তো বলেই 'এবার যাননিয়ন্ত্রণে পুলিশের শুন্য পাওয়া উচিত। এত অব্যবস্থা কোনও বছর দেখিন।' শুধু পুজোর ক'দিন কেন, সোমবার কার্নিভালের জন্যও দিনভর হ্যাপা পোহাতে হয়েছে শহরবাসীকে। সন্ধ্যায় কার্নিভাল হলেও দুপুর থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল একাধিক রাস্তা।

পুজোর এই কয়েকদিন যানজট এতটাই ছিল যে খোদ ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরকে শহরে চরকিপাক খেতে হয়েছে। কখনও তিনি ছুটে গিয়েছেন ভেনাস মোড়ে, কখনও[ঁ] আবার দাদাভাই মোড়ে। বিশ্বচাঁদ অবশ্য দাবি করছেন. 'শহরবাসী এবারে গাড়ি, বাইক নিয়ে

টিকিয়াপাড়া মোড়ে পৌঁছালেন, তখন ঘুরতে পেরেছে। একটু চাপ হয়েছে এনটিএস মোড়ে যাওয়ার রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের। তবে, প্রত্যেকেই অত্যন্ত খেটেছে।'

পুলিশ যাই বলুক না কেন, বাস্তব বলছে অন্য কথা। এই যেমন দশমীর রাতের কথাই ধরা যাক। ভটাচার্যের বাড়ি হয়ে সুভাষপল্লির দিকে গিয়েছে. সেই এঁদো গলিতে ভরসন্ধ্যায় ঢকৈ পড়েছিল বিশাল একখানা বাস। অগত্যা অনিবার্য যানজটে হাঁসফাঁস করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় একজন যা দেখে পলিশের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে লাগলেন, 'এই তো হচ্ছে অবস্থা। এত কড়াকড়ি থাকলে গলির ভেতর বাস ঢুকল কীভাবে?'

আশ্চর্যের ব্যাপার সেখানেও দেখা মেলেনি কোনও পুলিশকর্মীর। একই ছবি দেখা গিয়েছে পুজোর চারদিন শহরের অন্যত্র। বিশেষ করে দাদাভাই, সুব্রত সংঘের কাছে, গেটবাজার থেকে সেন্ট্রাল কলোনি যাওয়ার ুরাস্তায়, পাকুরতলা মোড. সূভাষপল্লিতে যানজটে নাকানি-চোবানি খেতে হয়েছে সকলকে।

আনন্দময়ী শুক্রবার কালীবাড়িতে অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়াকে কেন্দ্র করে আশপাশের রাস্তা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেই যানজট পেরিয়েই পুজো দিতে আসছিলেন মনীষা দাস। তিনি বলছিলেন, 'গাড়ি-বাইকের লাইন পেরিয়ে কীভাবে যে পুজো দিতে এলাম, বলে বোঝানোর নয়।' শুধু প্রধান রাস্তাগুলোতেই নয়, সংলগ্ন রাস্তাগুলিরও ছিল যানজটে ভরা। সপ্তমীর দিন এই যানজটের মধ্যে পড়ে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছিলেন চন্দন কর্মকার। তাঁর কথায়, 'কোথায় সিভিক ভলান্টিয়াররা[।] টাফিকে চালান কাটার সময় ওদের দাদাগিরি দেখা যায়। এখন যানজট সরাতে কারও টিকিটি পাওয়া যাচ্ছে না।'

মহানন্দা পাড়া হয়ে হিলকার্ট রোডে ওঠার মুখে ডাইভারশনের জন্য টোটো ঘোরাতে গিয়ে বারবার যানজট হচ্ছিল। শহরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস বলছিলেন, 'ডাইভারশনটাও কোথাও যেন আরও বুমেরাং হয়ে দাঁড়াল আমাদের কাছে।

সবমিলিয়ে, ট্রাফিকের তরফে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হলেও যানজটে অবরুদ্ধ পথ পেরিয়েই প্যান্ডেল হপিং করতে শহরবাসীকে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গের সাত জেলার শারদ সম্মান বিজয়ীর





阶 मार्জिलिश

মিত্র সন্মিলনী (শিলিগুডি) বাবুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব (নকশালবাডি) অরুণোদয় সংঘ (শিলিগুড়ি)

🍑 উত্তর দিনাজপুর

প্রথম : করণদিঘি সার্বজনীন দুগোৎসব কমিটি (টুঞ্জিদিঘি) দ্বিতীয়: সুদর্শনপুর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (রায়গঞ্জ) তৃতীয়: দেশবদ্ধপাড়া সার্বজনীন দুগপিজা কমিটি (ইসলামপুর)

কম বাজেটের তিন সেরা

নসিরহাট হরিহরপুর সার্বজনীন (কালিয়াগঞ্জ) নটিগছ সার্বজনীন দুগাপূজা কমিটি (চোপড়া) ভাঙ্গাপাড়া প্রগতি সংঘ (রায়গঞ্জ)

>>> জলপাইগুড়ি

প্রথম : দিশারী (জলপাইগুড়ি) দ্বিতীয় : আনন্দনগর ইয়ুথ ক্লাব (ময়নাগুড়ি) ততীয়: পাতকাটা কলোনি কালচারাল ক্লাব ও পাঠাগার

কম বাজেটের তিন সেরা

অ্যাবলুম ট্যালেন্টেড অর্গানাইজেশন (মালবাজার) ওল্ড পুলিশ লাইন দুগাপুজা কমিটি (জলপাইগুড়ি) শিল্পসমিতি পাড়া সার্বজনীন দুগাপুজা কমিটি (জলপাইগুড়ি)

>>>> আলিপুরদুয়ার

প্রথম: যুব সংঘ কালীবাড়ি (আলিপুরদুয়ার) দ্বিতীয়: দৈশবন্ধপাড়া সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি (ফালাকাটা) ততীয় : মিলন সংঘ (আলিপুরদুয়ার)

কম বাজেটের তিন সেরা বারোবিশা সভাষপল্লি ইউনিট

GOLD SPONSOR

রূপায়ণ সংঘ (আলিপরন্যার) মহাকালপাড়া সার্বজনীন খ্রী খ্রী দুগোৎসব কমিটি (ফালাকাটা)

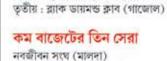
PKSH

GOLD SPONSOR

P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredite

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL CBSE Affiliation No. 2430164



মালদা বিচিত্রা ক্লাব (মালদা)

মহেশমাটি অভিযান সংঘ (মালদা)

>>>> কোচবিহার

প্রথম : বাণীতীর্থ ক্লাব (রাজেন তেপথি, কোচবিহার) দ্বিতীয় : শহিদ কর্নার দুগাপুজা কমিটি (দিনহাটা) তৃতীয়: পাটাকুড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি (কোচবিহার)

কম বাজেটের তিন সেরা

নিউ প্রগতি সংঘ (তৃফানগঞ্জ)

মাথাভাঙ্গা সূভাষপল্লি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অগনাইজেশন (মাথাভাঙ্গা) রকি ক্লাব (কোচবিহার)

যাঁরা বিচারক ছিলেন

প্রণব সাহা চৌধুরী, বিদ্যুৎ কর্মকার, অভিরূপ সিকদার, জয় নিরুপম ভাদুড়ি, সৈকত ঘোষ, নেপাল দাস, অভিজিৎ সরকার, সরোজ সিনহা, প্রবীর গুহ, ডঃ সুজয় দেবনাথ, জয়দীপ সিংহ, অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য, ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ, ডঃ দিগন্ত চক্রবর্তী, চামেলি সাহা, অশোক ব্রহ্ম, মৌপ্রিয়া চন্দ, অরূপজ্যোতি মজুমদার, আনন্দ ভট্টাচার্য, অনুরিমা চন্দ, দেবশ্রী সাহা, সেবন্তী ঘোষ।





ভক্তিই শক্তি

আসছে বছর আবার হবে



আলিপুরদুয়ারের দুর্গাবাড়িতে আরতি। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী



কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রতিমা বিসর্জন। ছবি : জয়দেব দাস

অমূল্য রতন



শিলিগুড়িতে মহানন্দার ঘাটে। ছবি : তপন দাস

মাতৃদর্শন

ছন্দ খোঁজে ধুনুচি নাচে



জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে ভাসানের আগে। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

যাই নয় বলো আসি





ময়নাগুড়িতে বিসর্জনের মুহূর্তে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস



বিদায়বেলায়



ইসলামপুরের একটি পুজোমণ্ডপে। ছবি : রাজু দাস জলপাই গুড়িতে তিস্তার ১ নম্বর স্পারে বিসর্জন। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

বিসর্জনের পথে



আলিপুরদুয়ারে শোভাযাত্রা। ছবি : আয়ুত্মান চক্রবর্তী

সিঁদুরে সাজ



কোচবিহারে বরণের পর। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ভিয়েতনামের সঙ্গে ডু করেও সম্ভষ্ট মানোলো

ভিয়েতনাম-১ (হাও) ভারত-১ (ফারুখ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : গত বছর নভেম্বর মাসে কুয়েতকে হারানোর পর থেকে জয় নেই। ভিয়েতনামের সঙ্গে গত শনিবার তাদের মাঠে ড্র করার পর টানা ১১ ম্যাচ জয়হীন থাকল ভারত।

দ্বিতীয়ার্ধে যথেষ্ট উজ্জীবিত ফুটবল খেলে ভারতীয় দল। তবু ফিফা ক্রমতালিকায় দশ ধাপ এগিয়ে ১১৬ নম্বরে থাকা ভিয়েতনামকে হারাতে পারল না মানোলো মার্কুয়েজের ভারত। নাম ডিনে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ ১-১ ড্র হল গত শনিবার। নিজেদের চেনা পরিবেশে ৩৮ মিনিটের মাথায় ভিয়েতনামকে এগিয়ে দেন বুই ভি হাও। তাঁর শট ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের গোলে পাঠান গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ৫৩ মিনিটে ফারুখ চৌধুরীর গোলে সমতা ফেরায় ভারত। সুযোগ পেলেও আর গোলসংখ্যা বাড়াতে পারেননি ভারতের ছেলেরা। তবে প্রথম গোল খাওয়ার আগেই ২৬ মিনিটে পেনাল্টি পায় ভিয়েতনাম। রাহুল ভেকে প্রতিপক্ষের হাওকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে রেফারি পেনাল্টি দেন। তবে তাদের অধিনায়ক কে নাগকের পেনাল্টি বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত। এছাড়া দেশের জার্সি গায়ে এই ম্যাচে দুদন্তি খেলেন আনোয়ার আলি। তিনি দুইটি গোললাইন সেভ করেন। দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় দলও বেশ কিছু সুযোগ পায়।

তবু জিততে না পারার আফসোস যাচ্ছে না ভারতীয় দলের কোচ ও তাঁর ফুটবলারদের। শনিবারের ড্রয়ের পর তাঁরা বলছেন, আরও গোল দিতে পারতেন তাঁরা এবং ম্যাচটা হয়তো জিততেও পারতেন। তিন বছর পরে ভারতীয় দলে ফেরা ফারুখের বক্তব্য, 'ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভালো লাগছে আমার। অনেক দিন পর ভারতীয় দলে ফিরে দলের জন্য কিছু করতে পারলে ভালো লাগারই কথা। ক্লাবে অনেক পরিশ্রম করেছি এই জায়গায় ফিরে আসার জন্য। এই প্রত্যাবর্তন

টানা এগারো ম্যাচ জয়হান ভারত

আমার প্রাপা ছিল। ফারুখের প্রশংস শোনা গেল কোচের গলাতেও। তিনি বলেছেন, 'ফারুখ এই ম্যাচে ভালো খেলেছে। ওর কাছ থেকে আমরা যা চেয়েছিলাম, তাই পেয়েছি।' ২০২১ সালে হাঁটুর চোটের জন্য ভারতীয় দল থেকে ছিটকে যান ফারুখ। ম্যাচ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'ম্যাচের ফারাক গড়ে দেওয়ার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। সে জন্য আমি গর্বিত। আরও একটা গোলের সযোগ পেয়েও করতে পারিনি। তবে আমরা দল হিসেবে ভালো খেলেছি। গুরপ্রীত ও আনোয়ার আলি অসাধারণ খেলেছে। সেজন্যই আমরা এই ম্যাচ ড্র রাখতে পেরেছি।' দলের প্রথমার্ধের খেল যে ভালো হয়নি, তা স্বীকার করে মানোলো বলেছেন, 'প্রথমার্ধে ভিয়েতনামই আধিপত্য করে বিরতিতে আমরা আলোচনা করি, আমাদের এর চেয়ে ভালো খেলার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পেরেছি।' তবু ম্যাচের শেষদিকে ফের আগ্রাসী হয়ে ওঠে ভিয়েতনাম। এই প্রসঙ্গে মানোলো 'শেষদিকে আমাদের বলেছেন, ক্লান্ডির সুযোগ নিয়ে ছেলেদের ভিয়েতনাম আরও একটা গোল করে দিতে পারত। আমরাও সুযোগ পেয়েছিলাম। সব মিলিয়ে দলের খেলায় আমি সম্ভষ্ট।'

ঐহিকাদের নজির

আস্তানা, ১৪ অক্টোবর নজির গড়ে এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ডাবলস থেকে পদক নিয়ে ফিরেছেন ঐহিকা মুখোপাধ্যায়-সুতীর্থা মুখোপাধ্যায়। সেমিফাইনালে জাপানের মিয়া হারিমোতো-মিউ কিহারার বিরুদ্ধে ১১-৪, ১১-৯ ও ১১-৯ পয়েন্টে হেরে তাঁরা ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে ঐহিকারা প্রথম গেম হেরেও ১০-১২, ১১-৭, ১১-৯ ও ১১-৮ পয়েন্টে জয় তুলে নেন দক্ষিণ কোরিয়ার কিম নায়েয়ং-লি ইউয়ুনহাইয়ের বিরুদ্ধে।

সহ অধিনায়ক বুমরাহ, প্র্যাকিটসে দ্রাবিড়

একদিনে চারশোর হুংকার গম্ভীরের

সিরিজ শেষ।

টি২০ সিরিজেও টেস্টেব পব হোয়াইটওয়াশ করেছে টিম ইন্ডিয়া। রেশ কাটার আগেই নতুন চ্যালেঞ্জ দোরগোড়ায়। বধবার বেঙ্গালরুতে শুরু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সূর্যকুমার যাদব-হার্দিক পান্ডিয়া-সঞ্জ স্যামসনদের বদলে যেখানে দলের ভার রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের কাঁধে।

পালাবদল লিডারশিপ গ্রুপেও। সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বুমরাহ। অতীতে রোহিতের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফের রোহিতের ডেপুটির দায়িত্ব। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে প্রথম টেস্টে সম্ভবত থাকবেন না রোহিত। সেক্ষেত্রে বমরাহকেই দল সামলাতে হবে। নিউজিল্যান্ড সিরিজে বমরাহকে সহ অধিনায়ক করে সেই বাতাই দিয়ে রাখলেন নিবাচকরা।

লক্ষ্য আপাতত নিউজিল্যান্ড। শেষমুহুর্তের প্রস্তুতি জারি বেঙ্গালুরুতে। ব্যস্ততার মাঝে সোমবার কাটল হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের ৪৩তম জন্মদিনের সেলিব্রেশন নিয়ে। তার মাঝেই সাংবাদিক সম্মেলনে কোহলির হয়ে এদিন ব্যাট ধরলেন গম্ভীর। গত কয়েক ম্যাচে বিরাটের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে নিন্দুকদের একহাত নেন।

বলেছেন, 'বিরাটকে নিয়ে আমার পরিষ্কার। ও বিশ্বমানের ক্রিকেটার। দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যাচ্ছে। এখনও সাফল্যের খিদেটা ভীষণভাবে রয়েছে ওরমধ্যে। এই খিদেটাই ওকে বিশ্বসেরাদের তালিকায় পৌঁছে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই সিরিজ এবং পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া সফরে যার

প্রতিফলন দেখতে পাব আমরা।' আরও বলেছেন, 'প্রতিটি ম্যাচের পরই কাউকে বিচার করা অযৌক্তিক। এটা খেলা। সাফল্য-ব্যর্থতা দুইটিই থাকবে। একমাত্র তখনই ড্রয়ের কথা ভাববেন। মূল কথা দলগত সাফল্য। ব্যক্তিগত সাফল্য সেখানে গৌণ। প্রতিটি দিনই কারও সেরা যায় না। হেডকোচ হিসেবে যুগ। ব্যাটাররা ম্যাচ তৈরি করে দেয়। কিন্তু বিরাটদের আরও একটা রঙিন ক্রিকেটের।

খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ানো। শুধু বিরাট নয়, সামনের আটটি টেস্টে সাফল্যের জন্য

দলের প্রত্যেকেই মুখিয়ে রয়েছে।' নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও আগ্রাসী ক্রিকেটের হুংকার। গম্ভীর বলেছেন, 'যাঁরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে, তাদের সেই সহজাত ক্রিকেট খেলতে দিতে চাই আমরা। একদিনে যারা ৪০০-৫০০ বলার কোনও যুক্তি নেই। সবসময় বলি,

কথা প্রযোজ্য। আশাকরি, ব্যাটারদের পুজো বন্ধ হবে আগামীদিনে। বোলারদের কথা আরও বেশি করে গুরুত্ব পাবে।'

গম্ভীরের যে মানসিকতার কথা টি২০ অধিনায়ক সর্যর গলাতেও। বাংলাদেশ সিরিজ শেষে সূর্য বলেছেন, 'দলকে অগ্রাধিকার দেবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ভূলে খেলবে, এমন ক্রিকেটার, ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়েছি রান করতে পারে, তাদের মন্থর খেলতে আমরা। গৌতমভাই সিরিজের আগেই বলেছিল, কেউ দলের চেয়ে বড় নয়।'



অনুশীলনের মাঝে গৌতম গম্ভীর ও রোহিত শর্মা। সোমবার বেঙ্গালুরুতে।

ঝুঁকি নিলেই ফল মিলবে। হয়তো ঝুঁকি নিতে গিয়ে ১০০-তেও অলআউট হয়ে যেতে পারি। কিন্তু তারপরও ধরন বদলাবে না। এভাবে খেলব, দর্শকদের আনন্দ দেব।'

গম্ভীরের দাবি, এমন একটা দল চান, যাঁরা চাইলে দিনে ৪০০ করতে পারে। আবার ম্যাচ বাঁচাতে দুইদিন উইকেট আঁকড়ে পড়ে থাকবে। যেখানে জয় অসম্ভব, বোলারদের কথাও গম্ভীরের মুখে। রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'এটা বোলারদের

এদিকে, নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে প্রাক্তন ছাত্রদের উৎসাহ জুগিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়ও। বেঙ্গালুরুর ঘরের ছেলে দ্রাবিড় রবিবার হাজির হন রোহিত-বিরাটদের প্র্যাকটিসে। বেশ কিছক্ষণ সময়ও কাটান। কথা বলেন রোহিত-বিরাটদের সঙ্গেও। নির্ভেজাল আড্ডার মাঝেও কি কোনও স্পেশাল টিপস দিয়েছেন দ্রাবিড়? উত্তর জানা নেই। অপেক্ষা আপাতত দ্রাবিড়ের ক্রিকেটীয় আঁতুরে রোহিত-

ক্রিকেট খেলতে চান ল্যাথাম

ভারতীয় টেস্ট দলের

আব একটা দিন।

বুধবার থেকে শুরু তিন ম্যাচের টেস্ট[ি]সিরিজ। গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্থামী স্টেডিয়ামে সিরিজের উদ্বোধনী মুখোমুখি ভারত-নিউজিল্যান্ড। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত সিরিজ শুরুর আগে প্রতিপক্ষ ভারতীয় দলকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নিউজিল্যান্ডের হেডকোচ গ্যারি স্টিড।

নতন টেস্ট অধিনায়ক টম ল্যাথাম যেখানে ভারতে পা রেখেই আগ্রাসী ক্রিকেটের কথা শুনিয়েছেন। ভারতীয় দলের জবাব ইতিবাচক ক্রিকেটেই দিতে চান। ল্যাথাম জানিয়েছেন, গত শ্রীলঙ্কা সফরে ০-২ হারের ধাকা কাটিয়ে

ভয়ডরহীন ক্রিকেটই খেলবে তাঁর দল। ৩৬ বছর ভারতের মাটিতে টেস্ট জিততে না পারার আক্ষেপ মোছার লক্ষ্য নিয়ে ঝাঁপাবেন সিরিজের প্রথম দিন থেকে। টিম সাউদির হাত থেকে দায়িত্ব পাওয়া ল্যাথামের যুক্তি, ভারতের মাটিতে অতীতে যেসব দল সাফল্য পেয়েছে, তারা আগ্রাসী ক্রিকেট খেলেছে। তিনিও সেই পথ অনুসরণ করতে চান। মুখিয়ে রয়েছেন উত্তেজক সিরিজের জন্য।

ল্যাথামদের হেডস্যর স্টিডের মুখে ভারত-বন্দনা। ভারতীয় দলের শক্তি,

করে নিচ্ছেন। স্টিড মনে করেন, রোহিত শর্মা ব্রিগেডের ধারাবাহিক সাফল্যের মূল কারণ শক্তিশালী রিজার্ভ বেঞ্চ। মহম্মদ সামির চোট প্রসঙ্গ টেনে স্টিডের প্রতিক্রিয়া, 'চোটআঘাতের ফলে অন্য দলগুলি যতটা সমস্যায় পড়ে, ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। কেউ না কেউ এসে ঠিক দায়িত্বটা পালন করে দেয়। ওদের হাতে



চোটআঘাতের ফলে অন্যান্য দলগুলি যতটা সমস্যায় পড়ে, ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। কেউ না কেউ এসে ঠিক দায়িত্বটা পালন করে দেয়। ওদের হাতে একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছে। ভারতীয় দল যে ধরনের ক্রিকেট খেলে. সেই চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ নয়। তবে আমরা প্রস্তুত।

গ্যারি স্টিড

একঝাঁক দক্ষ, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার রয়েছে। ভারতীয় দল যে ধরনের ক্রিকেট খেলে, সেই চ্যালেঞ্জ সামলানো নয়। তবে আমরা প্রস্তুত।'

বোলিং বিভাগে টিম সাউদি অবশ্য চিন্তায় রাখছেন দলকে। ব্যক্তিগত ফৰ্মও আশাতীত নয়। স্টিডের অবশ্য বিশ্বাস, ভারত-সিরিজে চেনা মেজাজে পাওয়া সাউদিকে। সাউদিকে নিয়ে বোলিং কোচ জেকব ওরাম পরিশ্রম করছেন। কয়েকটা

জায়গায় সমস্যা রয়েছে। তা মিটে গেলে ভারতীয় ব্যাটারদের অস্বস্তিতে ফেলবেন সাউদি, আশাবাদী কিউয়ি কোচ।

পর্তুগাল ৩-১ পোল্যান্ড

সার্বিয়া ২-০ সুইৎজারল্যান্ড

রোমানিয়া ৩-০ সাইপ্রাস

স্পেন ১-০ ডেনমার্ক

স্লোভেনিয়া >-০ কাজাখস্তান

লিচেনস্টাইন ৩-০ জিব্রাল্টার

মাল্টা ১-০ মলডোভা

দ্বিতীয় টেস্টে ফিরছেন স্টোকস

বাবরের ছাটাইয়ে

একটানা ব্যর্থতার জের।

পদক্ষেপ ক্রিকেট বোর্ড, নির্বাচক কমিটির। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ দুই টেস্টে দল থেকে ছাঁটাই বাবর আজম, শাহিন শা আফ্রিদি সহ চার তারকা। বাকি দুজন হলেন নাসিম শা ও সরফরাজ আহমেদ।

অনভিজ্ঞ এবং একঝাঁক নতন মখ নিয়ে ইংল্যান্ডের বাজবল থামানোর চ্যালেঞ্জ। মঙ্গলবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টেই কঠিন পরীক্ষার মুখে শান মাসুদের নেতৃত্বাধীন তরুণ ব্রিগেড। প্রথম টেস্টে ৫৫৬ রান করেও ইনিংসে হারতে হয়েছে পাকিস্তানকে। ১৪৭ বছরের টেস্ট ইতিহাসে যে দ্বিতীয় নজির নেই। ব্যর্থতার জেরে বড়সড়ো পবিবর্তন দলে

শেষ ১৮টি টেস্ট ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরিও নেই বাবরের। প্রথম টেস্টে ব্যাটিং সহায়ক পরিস্থিতিতে করেন ৩০ ও ৫। শাহিন নেন মাত্র ১ উইকেট।জো রুট, হ্যারি ব্রুকদের দাপটের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছে। পাকিস্তান নির্বাচক কমিটির সদস্য আকিব জাভেদের যুক্তি, নাম নয়, বর্তমান ফর্মকেই তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন।

যদিও সেই মানতে নারাজ



বাদ পড়া বাবরের পাশে দাঁড়িয়েছেন ফখর জামান, হাসান আলিরা।

তোলপাড় পাক ক্রিকেট। সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন ফখর জামান, প্রাক্তনদের অনেকেই। বাবরদের হাসান আলির মতো বর্তমান বাদ দেওয়া নিয়ে রীতিমতো তারকারাও। বিরাট কোহলির

তুলনা টেনে ফখরের দাবি, দীর্ঘদিন বিরাটও খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নিব্চিকরা পাশে থেকেছে। বাবর পাকিস্তান ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটার। এহেন সিদ্ধান্তে দলে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের দাবি, বোকার মতো পদক্ষেপ। হাসান আলির মতে, পাক ক্রিকেটে বাবরের অবদান অনস্বীকার্য। নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তা মাথায় রাখা উচিত ছিল। প্রাক্তন ওপেনার সইদ আনোয়ার পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাবরকে 'পুত্র' আখ্যা করে কঠিন সময় কাটিয়ে উঠতে সাহস জগিয়েছেন।

এদিকে, মঙ্গলবার শুরু দ্বিতীয় টেস্টের আগে ইংল্যান্ড শিবিরের জন্য সুখবর। চোট সারিয়ে দলে ফিবলেন অধিনায়ক বেন সৌকস হ্যামসিংযের চোটের কারণে চলতি বছরের প্রায় শুরু থেকে মাঠের বাইরে। স্টোকসের অবর্তমানে ওলি পোপ নেতৃত্ব দেন। আগামীকাল অবশ্য মাসুদের সঙ্গে টস করতে নামবেন স্টোকস। রবিবার নেটে বেশ কয়েক ওভার বল করেন। মিনিট পয়তাল্লিশ ব্যাটিংও করেন। তখনই খেলার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। এদিনের ঘোষিত একাদশে তারই প্রতিফলন। স্টোকসের প্রত্যাবর্তনে বাদ পড়েছেন ক্রিস ওকস।

মেন্টরের ইচ্ছাপুরণ

করে খুশি স্যামসন হায়দরাবাদ, ১৪ অক্টোবর : ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার রেকর্ড, উজ্জ্বল সঞ্জ স্যামসনও। নিটফল, শনিবার হায়দরাবাদে তৃতীয় টি২০-তে বাংলাদেশকে

১৩৩ রানে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ সম্পন্ন করে সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড। দেশের জার্সিতে টি২০ কেরিয়ারের প্রথম ও ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানে জয়ের নায়ক সঞ্জ। কেরলের এই উইকেটকিপার-ব্যাটার অবশ্য খশি মেন্টর রাইফি গোমেজের ইচ্ছা পুরণ করে। প্রতিভা থাকলেও প্রাপ্য সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ-

সঞ্জকে নিয়ে সমালোচকদের এই অভিযোগ অনেকদিনের। শনিবার অবশ্য কোনও ভুলচুক করেননি সঞ্জ্। নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকির সঙ্গে পাওয়ার হিটিংয়ের অনবদ্য মেলবন্ধন ঘটান তিনি। শতরান (৪৭ বলে ১১১), সূর্যকুমার যাদব ৭৫), হার্দিক পান্ডিয়ার (১৮ বলে ৪৭) বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ভারত পৌঁছে যায় ২৯৭/৬-এ। যা টি২০-তে ভারতের এবং আইসিসি-র পূর্ণ সদস্য দেশগুলির মধ্যে সবাধিক স্কোর। পরে রবি বিষ্ণোই (৩০/৩), মায়াঙ্ক যাদবদের (৩২/২) সামনে বাংলাদেশ ১৬৪/৭ স্কোরে আটকে যায়।

ম্যাচের ফলাফলের থেকেও সঞ্জর ব্যাটিং শিরোনামে উঠে এসেছে। দশম ওভারে বাংলাদেশি লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে টানা পাঁচটি ছকা মারেন সঞ্জ। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে এই প্রসঙ্গে সঞ্জু বলেছেন, 'আমার মেন্টর গোমেজ স্যর অনেকদিন আগেই বলেছিলেন, তোর এক ওভারে পাঁচ ছক্কা মারার ক্ষমতা রয়েছে। আমি গত এক বছর ধরে সেই চেষ্টাই করে গিয়েছি। আজ সফল হলাম। মেন্টরের ইচ্ছাপুরণ করতে পেরে আমি খুশি।'



পর পেশি প্রদর্শন সঞ্জু স্যামসনের। হায়দরাবাদে।

ছটিতে খেলা : উয়েফা নেশনস লিগ

মলডোভা ২-০ অ্যান্ডোরা নর্থ ম্যাসিডোনিয়া ৩-০ লাটভিয়া গ্রিস ২-১ ইংল্যান্ড জিব্রাল্টার >-০ সান মারিনো আয়ারল্যান্ড ২-১ ফিনল্যান্ড অস্ট্রিয়া ৪-০ কাজাখস্তান ফ্রান্স 8-১ ইজরায়েল

নরওয়ে ৩-০ স্লোভেনিয়া ফারো আইল্যান্ড ২-২ আর্মেনিয়া ইতালি ২-২ বেলজিয়াম এস্তোনিয়া ৩-১ আজারবাইজান চেক প্রজাতন্ত্র ২-০ আলবেনিয়া

ক্যাচিং প্র্যাকটিসে নিউজিল্যান্ডের টিম সাউদি (বাঁয়ে) ও টম ল্যাথাম। সোমবার।

হাঙ্গেরি >-> নেদারল্যান্ডস তরস্ক ১-০ মন্টেনেগ্রো ইউক্লেন ১-০ জর্জিয়া জামানি ২-১ বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা স্লোভাকিয়া ২-২ সুইডেন আইসল্যান্ড ২-২ ওয়েলস কসোভো ২-১ লিথুয়ানিয়া ক্রোয়েশিয়া ২-১ স্কটল্যান্ড

ক্রি**শ্চিয়ানো** ক্রি**শ্চি**য়ানো রোনাল্ডে নেশনস লিগে এই জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সমর্থন করার জন্য।

ইংল্যান্ড ৩–১ ফিনল্যান্ড নর্থ ম্যাসিডোনিয়া ২-০ আর্মেনিয়া গ্রিস ২-০ আয়ারল্যান্ড ফারো আইল্যান্ড >-> লাটভিয়া অস্ট্রিয়া ৫-১ নরওয়ে বুলগেরিয়া ৩-০ লুক্সেমবার্গ বেলারুশ ০-০ নদর্নি আয়ারল্যান্ড UEFA NATIONS LEAGUE

মুম্বই, ১৪ অক্টোবর : ২০১৭ থেকে ২০২২। ছয় বছরের মেয়াদকালে তিনবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ব্যর্থতা ঝেডে সাফল্যের রাস্তায় ফিরতে সেই মাহেলা জয়বর্ধনেকেই পুনরায় হেডকোচের দায়িত্বে ফেরাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। মার্ক বাউচারকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির হাতেই দলের ভার তুলে দিলেন নীতা আম্বানিরা।

বাউচারকে গত বছর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হেডকোচ করা হয়। জয়বর্ধনে হন ফ্র্যাঞ্চাইজির 'গ্লোবাল হেড অফ ক্রিকেট'। বিশ্বের বিভিন্ন লিগে অংশ নেওয়া দলগুলির দেখভালের দায়িত্ব। যদিও রদবদলের সিদ্ধান্তের সুফল মেলেনি। উলটে বাউচারের প্রশিক্ষণে গত দুই আইপিএলে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স গ্রুপ লিগে লাস্ট বয়। ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে ফের হয়েছে। রোহিতের পর হার্দিকের

জয়বর্ধনের শরণাপন্ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (এমআই)। পুরোনো দায়িত্বে ফিরে উচ্ছসিত জয়বর্ধনে বলেছেন, 'এমআই পরিবারের সঙ্গে আমার সফর শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে। প্রতিভাবান দলকে সাফল্যের চুড়োয় পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রত্যাবর্তনে একই লক্ষ্য থাকবে।

সরলেন বাডচার, এবার কি হার্দিকের পালা?

এদিকে, নেতৃত্বেও পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখছেন অনেকে। সূত্রের খবর, হার্দিক পান্ডিয়াকেও অধিনায়ক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ভাবনাচিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে দলের অন্দরমহলে। ভারতীয় টি২০ দলে সূর্যকমার যাদবকে অধিনায়ক নিবাচিত করা

দায়িত্ব পাওয়া প্রায় নিশ্চিত থাকলেও বিসিসিআই সেই পথে হাঁটেনি। একই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

হার্দিকের নেতৃত্বে গতবার দল চুড়ান্ত ব্যর্থ। ব্যর্থ হার্দিক নিজেও। সবকিছু ছাপিয়ে দলের মধ্যে তৈরি হওয়া বিতর্ক, ফাটল। সূর্যের গ্রহণযোগ্যতা সতীর্থদের মধ্যে অনৈক বেশি। হার্দিকও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজ সেরা হওয়ার পর সূর্য-বন্দনা করেছেন। জানান, গৌতম গম্ভীর-সূর্যরা দলের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করেছেন, তাতে প্রত্যেকেই নিজের সেরাটা দিতে পারছেন। রোহিতের নেতৃত্বে পাঁচবার মেগা লিগ জয়ের নেপথ্যে ছিল সাজঘরে সুস্থ পরিবেশ এবং দলের ওপর হিটম্যানের নিয়ন্ত্রণ। জয়বর্ধনের পাশাপাশি সাজঘরের যে পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সূর্যকে অধিনায়ক করার চিন্তা উড়িয়ে দৈওয়া যাচ্ছে না। চার নম্বরে ব্যাট করবেন স্মিথ

পর গত কয়েকটা টেস্টে ওপেন

গাভাসকার ট্রফি শুরুর আগেই বড় ধাক্কা অস্ট্রেলিয়া শিবিরে। ক্যামেরন গ্রিনকে ঘিরে আশঙ্কাই সত্যি হল। ভারতের বিরুদ্ধে নভেম্বরে অনষ্ঠিত হতে চলা পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে খেলতে পারবেন না তারকা পেস-অলরাউন্ডার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, নীচের 'পিঠের অংশে গ্রিনের। চিড ধরা পড়েছে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন। এদিকে, ভারত

ম্যাচ ফিট হতে মাস ছয়েক লাগবে।' সিরিজে স্টিভেন স্মিথের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে বড় ঘোষণা নিবাচক কমিটির। জানানো হয়েছে, ওপেনিং নয় চার নম্বরেই খেলানো হবে স্মিথকে। ডেভিড ওয়ানরি অবসর নেওয়ার

করলেও ব্যর্থ স্মিথ।তারপর থেকেই পছন্দের চার নম্বরে ফেরানোর দাবি উঠছিল। শেষপর্যন্ত সেই পথেই হাঁটার ইঙ্গিত নির্বাচকদের। নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি জানিয়েছেন ওপেনিং ছেডে মিডল অর্ডারেই ব্যাট করবেন স্মিথ। কোচ অ্যান্ড্র ম্যাকডোনাল্ড, অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও একমত এব্যাপারে। বেইলি বলেছেন, 'ব্যাটিং পজিশন নিয়ে স্মিথ, প্যাট, অ্যান্ড্রর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। স্মিথ নিজে মিডল অর্ডারে ফেরার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। প্যাট-অ্যান্ড্র যা নিশ্চিত করেছে।' গ্রিনের ইিটকে যাওয়া. স্মিথের ওপেনিং না খেলার সিদ্ধান্তে জাতীয় টেস্ট দলে ফেরার সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে ক্যামেরন ব্যানক্রফটের।

বাংলা : ৩১১ ও ২৫৪/৩ ডি.

উত্তরপ্রদেশ : ২৯২ ও ১৬২/৬

লখনউ. ১৪ অক্টোবর : দুরন্ত প্রচেষ্টা চালিয়েও লক্ষ্যপূরণ হল

ড্র ম্যাচে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সবাদে ৩ পয়েন্টেই সম্ভুষ্ট থাকতে হল। সোমবার ম্যাচের শেষদিনে জয়ের জন্য ঝাঁপিয়েছিল অনুষ্টপ মজুমদারের নেতৃত্বাধীন বাংলা। ২৭৪ রানের লক্ষ্য ছুড়ে দিয়ে উত্তরপ্রদেশকে একসময় কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন মুকেশ কুমার (৫৮/২), মহম্মদ কাইফ (৪/২), শাহবাজ আহমেদরা (৫০/১)। চা পানের বিরতিতে উত্তরপ্রদেশের স্কোর ছিল ৮২/৪। চায়ের পরপর দুইটি উইকেটও তুলে নেয় বাংলার বোলাররা। যদিও প্রিয়ম গর্গের অপরাজিত ১০৫ উত্তরপ্রদেশের প্রথমসারির

বাকি ব্যাটাররা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্বস্তিক চিকারার ১২। ঘরের মাঠে খেলতে নেমে নীতীশ রানা সহ পাঁচজন ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোরে পৌঁছোতে পারেননি এদিন। কিন্তু সতীর্থদের ব্যর্থতা একাই ঢেকে

আজ সফরে প্রায় নিশ্চিত ঈশ্বরণ

দেন প্রিয়ম। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। দুই ইনিংসে ১১৬ ও ৯৩ করেন সৃদীপ।

মূলত প্রথম ইনিংসে সুদীপের শতরান ও সুদীপ ঘরামির ৯০-এর সুবাদে বাংলা ৩১১ রান তোলে। জবাবে ২৯২ রানে গুটিয়ে যায় উত্তরপ্রদেশ। ১৯ রানে এগিয়ে থাকার

বাংলার দ্বিতীয় ইনিংসে অভিমন্য ঈশ্বরণের দাপট। স্বপ্নের ফর্মে থাকা ঈশ্বরণ ১২৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ধারাবাহিক রান পাওয়ার সুবাদে নভেম্বরের অস্ট্রেলিয়াগামী দলে ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে নিজের দাবিটা আরও জোরদার করে নিলেন। পারিবারিক কারণে রোহিত প্রথম টেস্টে হয়তো থাকবেন না। বিকল্প ভাবনায় দৌড়ে ঈশ্বরণ এগিয়ে রয়েছেন বলে খবর।

ঈশ্বরণের অপরাজিত শতরান এবং সুদীপের ৯৩-এর সুবাদে বাংলা ২৫৪/৩ স্ক্রোরে ইনিংসে ইতি টানে। লিড দাঁড়ায় ২৭৩। কিন্তু সময়ের অভাব এবং প্রিয়মের লড়াইয়ের সামনে থমকে যায় বাংলার জয়ের সম্ভাবনা। বাংলাব পববর্তী মাচ ইডেন গার্ডেন্সে বিহারের বিরুদ্ধে

यार्ठ यश्रमात्न

নাদালের বিদায়ে মন খারাপ রজারের

কী অদ্ভত পরিসমাপ্তি। বছর দয়েক আগে ঠিক একইভাবে টেনিসের আকাশ থেকে ঝরে গিয়েছিল একটি তারা। চোটের জন্য একপ্রকার বাধ্য হয়েই র্যাকেট তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নেন রজার ফেডেরার। এবার আরও একটা মহাকাব্যিক অধ্যায় শেষ হচ্ছে। আধুনিক টেনিস বিশ্বের আরও এক তারা রাফায়েল নাদালও জানাচ্ছেন পেশাদারি টেনিসকে। জানিয়েছেন নভেম্বরে কাপই তাঁর কেরিয়ারের শেষ টুর্নামেন্ট। বিদায়ি বার্তায় ফেডেরার

বলেছিলেন, মন চাইলেও শারীরিক সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতার কারণেই অবসরের সিদ্ধান্ত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিদায়ি বাতাতেও নাদালের

ডেভিস কাপে শেষবার রাফায়েল

মায়োরকা, ১৪ অক্টোবর : সেই একই সুর। শেষ দুটো বছর অত্যন্ত কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছেন রাফা। কোর্টে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েও একাধিকবার নাম প্রত্যাহার করতে হয়েছে। ২২টি গ্র্যান্ডস্ল্যামের মালিক নাদাল বুঝে গিয়েছেন এই লড়াই জেতবার নয়। তাই তো বলেছেন, 'পুরো সুস্থ হয়ে আর কোনওদিনই খেলতে

তারকার লড়াই গত দুই দশকৈ টেনিস বিশ্বে মহাকাব্য হয়ে গিয়েছে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বীর বিদায়ের খবরে আবেগপ্রবণ ফেডেরারও। তাঁরও মন খারাপ। বলেছেন. 'এই দিনটা না এলেই ভালো পাবব না। এটাই হত। তোমার অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব ও আমাদের অবিস্মরণীয় স্মৃতিগুলির জন্য ধন্যবাদ। টেনিস বিশ্বে বিগ থ্রি-র একজন

টেনিস কোর্টে

ফেডেরারের প্রথম সাক্ষাৎ ২০০৪

সালে। রাফা তখন ১৭। দুই

ফেডেরার অবসরে গিয়েছেন। এবার থামছেন নাদালও। ৩৭ পেরোনো সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচও কেরিয়ারের সায়াহ্নে। জোকার বলেছেন, সেরাটা বের করে আনার জন্য তোমার ধন্যবাদ প্রাপ্য। টেনিসে তোমার অবদান চিরকাল থেকে যাবে। তোমার লডাই. মানসিকতা নিদর্শন

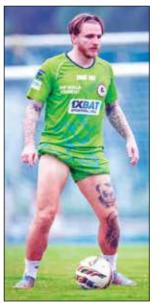
সাইডলাইনেই কাটালেন। থেকে যাবে।'

অনুশীলনে অনুপস্থিত চেরনিশভ

মহারণের আগে স্তুতিতে সাহাল

১৪ অক্টোবর : ডার্বির আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে স্বস্তির ছায়া। অনুশীলনে নামলেন দলের নির্ভরযোগ্য মিডিও সাহাল আব্দুল সামাদ। সোমবার থেকেই ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করেছেন স্প্যানিশ কোচ হোসে মোলিনা। এদিন দলের সঙ্গে বল পায়ে অনুশীলন করলেন কেরালাইট মিডিও সাহাল। যদিও পুরো সময় মাঠে ছিলেন না তিনি। শেষদিকে সিচুয়েশন প্রাকৃটিসের সময় তিনি মাঠ থেকে উঠে যান। সাহালের অনুশীলনে ফেরাটা বাগান শিবিরকে স্বস্তি দিলেও আলবার্তো রডরিগেজ-আশিক কুরুনিয়ানরা কিন্তু চিন্তায় রেখেছে। এদিন পুরো সময়টা আলবাতের্, আশিক ও গ্লেন মার্টিন্স

সোমবার অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল বাগান ফুটবলারদের। রাগবি খেলতে দেখা যায় দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিংসদের। পরে ফিজিকাল ট্রেনিং



অনুশীলনে জেসন কামিংস।

ও সিচুয়েশন প্রাকটিসও করেন তাঁরা। এদিন অনুশীলনে ছিলেন না অধিনায়ক শুভাশিস[্]বসু ও মিডিও আপুইয়া। জাতীয় দলের ফুটবলারদের জন্য সোমবার অনুশীলন বাধ্যতামূলক ছিল না। তাই এই দুই তারকা আসেননি। তবে এদিন ট্রায়ালে ডাকা হয়েছিল রিলায়েন্স ইয়ং চ্যাম্পসের গোলরক্ষক প্রিয়াংশ দুবে ও ভবানীপুরের ডিফেন্ডার উমের মূহথারকে। অন্যদিকে,

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পাশের অনুশীলন কেন্দ্রে প্রস্তুতি সারল আরেক প্রধান মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবও। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ২০ তারিখ কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে। এদিন অনুশীলনে ছিলেন না সাদা-কালো কোচ আন্দ্ৰেই চেরনিশভ। জানা গিয়েছে, তাঁর শরীর খারাপ থাকায় অনুশীলনে আসেননি। ফলে সহকারী কোচের তত্ত্বাবধানেই অনশীলন করলেন কালেসি ফ্র্যাঙ্কা. আলৈক্সিস গোমেজবা। তবে মিডিও অমরজিৎ সিং কিয়ামের চোট থাকায় তিনি অনুশীলন করেননি।

সন্তোষের জন্য বাংলার ট্রায়াল

কলকাতা. ১৪ অক্টোবর : রবিবার থেকে সন্ডোষ টফির জন্য টায়াল শুরু হয়েছে। কোচ সঞ্জয় সেনের তত্ত্বাবধানে বাংলা দলের নির্বাচন চলছে রবীন্দ্র সরোবরে। সোমবার সকালেও ট্রায়াল হয়েছে। এদিন প্রায় ৬৩ জন

ডার্বিতে আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ অক্টোবর : ডার্বি খেলতে পারবেন আনোয়ার আলি। এদিন প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির সভা না হওয়ায় ১৯ অক্টোবরের ডার্বি খেলায় কোনও বাধা থাকল না এই ডিফেন্ডারের। ২৩ অক্টোবর প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির পরবর্তী সভায় এই শুনানি হওয়ার কথা।



রং-কর্সা, ১২/১০/২০২৪ থেকে নিখোঁজ





একদিনে চারশোর ভংকার গম্ভীরের

-খবর এগারোর পাতায়

UPKAR ATHLETIC CLUB Siliguri-734001 DRAW DATE : 13/10/24 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize 4th Prize 5th Prize 19637 21868 17036 17426

. 7th Prize 17036 . 8th Prize 17426 . 9th Prize 21663 0. 10th Prize 20414 1. 11th Prize 24529 <u>CONSOLATION PRIZE</u> 15333 8. 23326 15. 17383 18822 9. 18598 16. 20564 24518 10. 21148 17. 25122 20340 11. 15589 18. 25574 15208 12 19893 19 15544 15208 12. 19893 19. 15544 17688 13. 17876 20. 24738 24053 14. 22771

ডার্বির আগে চোটমুক্তিতে স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, সোমবারই লাল-হলুদের অনুশীলনে ফেরা। রবিবার অনুশীলনে উপস্থিত ১৪ অক্টোবর : ইস্টবেঙ্গল শিবিরে যোগ দিলেন জিকসন সিং ও সাময়িক স্বস্তি। অনুশীলনে ফিরেছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। ফিরলেন মহম্মদ রাকিপ, নীশু কুমারও।

দিন তিনেক হল মেগা ডার্বির মহড়া শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। অস্কার ব্রুজোঁ এখনও ভারতে আসার ভিসা পাননি। তবে ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট বড় ম্যাচের আগেই নতুন স্প্যানিশ হেড কোচকে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানেই প্রস্তুতি সারছে ইস্টবেঙ্গল।

জাতীয় দল থেকে ফিরে দিয়ামান্ডাকোসের

আনোয়ার আলি। হিজাজি মাহের ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন এদিনের অনুশীলনে। মঙ্গলবার জর্ডনের বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জনের ম্যাচ রয়েছে। সেই ম্যাচ খেলে ভারতে আসবেন হিজাজি। এদিকে, মঙ্গলবার আবার ছুটি ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে। বুধবার থেকে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বধের চূড়ান্ত পর্বের মহড়া শুরু করে দেবে মশাল ব্রিগেড।

ডার্বির আগে লাল-হলুদ সমর্থকদের যে খবরটা সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দিতে পারে তা হল অনুশীলনে

থাকলেও বল পায়ে মাঠে নামেননি দিয়ামান্তাকোস, নীশুরা। তবে এদিন সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের সময় মাঠের ধারে থাকলেও বাকি সময়টা মূল দলের সঙ্গেই বল পায়ে অনুশীলন করেছেন ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার। রাকিপ, নীশুরাও বাকিদের সঙ্গে চুটিয়ে অনুশীলন করেন দীর্ঘক্ষণ। তাঁরা যদিও সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে অংশ নেননি। চলতি মরশুমে শুরু থেকে ইস্টবেঙ্গলকে সবচেয়ে বেশি ভূগতে হচ্ছে চোট-আঘাতের জেরে। আইএসএল ডার্বিতে নামার আগে সেদিক থেকে লাল-হলদ থিংকট্যাংক যে অনেকটাই স্বস্তিতে তা বলাই যায়।

বিদায় হরমন-রিচাদের

দুবাই, ১৪ অক্টোবর : গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৯ রানে হারের পরই টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বিসর্জনের সুর শুনে ফেলেছিল ভারতীয় মহিলা দল। রবিবার অজিদের বিরুদ্ধে ড অর ডাই ম্যাচে দীপ্তি শর্মা (২৯) ও রিচা ঘোষদের (১) আউট দেখে ড্রেসিংরুমের সিঁড়িতে বসে কান্না লুকানোর অক্ষম প্রয়াসে ক্যামেরা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন সহ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। শেষবেলায় ৪৭ বলে অপরাজিত ৫৪ রানে দলকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর মাঠেই হতাশায় ভেঙে পড়েও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়ানোর ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'গোটা ভারত কাল (সোমবার) পাকিস্তানকে সমর্থন করবে।' পাকিস্তান এদিন নিউজিল্যান্ডকে হারালেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যেত ভারতীয় দল। নাশরা সান্ধর (১৮/৩) নেতত্ত্বে পাক বোলারদের দাপট সেই সম্ভাবনাই জাগিয়ে তলেছিল। নিউজিল্যান্ড ৬ উইকেটে তাঁরা ১১০ রানে আটকে দেন। কিন্তু সহজ লক্ষ্যের সামনে পাকিস্তান ১১.৪ ওভারে ৫৬ রানে গুটিয়ে যায়।

ভারতীয় বোলাররা রবিবার অস্টেলিয়াকে ৮ উইকেটে ১৫১ রানে থামিয়ে দিয়েছিলেন। রানতাড়ায় নেমে ভারত ৪৭ রানে ৩ উইকেটে হারালেও দীপ্তিকে নিয়ে খেলা ধরে ফেলেছিলেন হরমনপ্রীত। কিন্তু শেষবেলায় রিচা-দীপ্তিদের হারাকিরিতে লক্ষ্যের আগেই থেমে যায় ভারত। পাকিস্তান ম্যাচে একটি দরন্ত ক্যাচ বাদ দিলে চলতি টি২০ বিশ্বকাপটা একেবারেই ভালো গেল না রিচার। ৪ ম্যাচে তিনি ৬.৩৩ গড়ে মাত্র ১৯ রান করেছেন।



Ather Space Experience Center - Siliguri: Opp. Vishal Cinema Hall, Sevoke Road. PH: 80103 00222 For institutional & bulk enquiries, please contact 88840 10044 or write to us at corporate.sales@atherenergy.com

সুবিধাগুলি শুধুমাত্র 450X সিরিজের জন্য প্রযোজ্য, প্রো প্যাক এবং Ather Apex-এর বিক্রয় মূল্যের ওপর প্রযোজ্য। বিনামূল্যে ৮ বছরের ব্যাটারি এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি শুধুমাত্র প্রো প্যাক ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। #এক বছরের জন্য Ather প্রিড চার্জিং সুবিধা १৫,০০০/-পর্যন্ত প্রযোজ্য। ^ক্যাশব্যাক নির্বাচিত ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। Ather যে কোনো সময়ে পূর্ব নোটিশ ছাড়াই সুবিধাগুলি পরিবর্তন বা প্রত্যাহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সঠিক অফার সম্বন্ধে জানতে আপনার নিকটস্থ Ather এঞ্জপিরিয়েন্স সেন্টার বা কাস্টমার কেয়ারের সাথে যোগাযোগ করুন। প্রদর্শিত পণ্যটি কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্বের উদ্দেশ্যে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত রঙ, বৈশিষ্ট্য এবং স্পেসিফিকেশন পরিবর্তিত হতে পারে। Ather Energy-এর একমাত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.atherenergy.com